বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৯৯ সংখ্যা। } অগ্রহায়ণ ১২৯৬—ডিসেম্বর ১৮৮৯। { ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রিন্স বিক্টর আলবার্ট— গত ৯ই নবেম্বর বোম্বাই পদার্পণ করিয়াছেন। নানাস্থান হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন লাভ করিতেছেন। নবেম্বরের শেষে মান্দ্রাজ ভ্রমণ করিয়া ডিসেম্বরে ব্রহ্মদেশে ও জানুয়ারিতে কলিকাতায় আসিবেন।

রাজকুমারের ভ্রমণাদির বিবরণ—২৪এ কার্ত্তিক (৯ নবেম্বর) শনিবার বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল কমিশনরগণের অভিনন্দন গ্রহণ ও তাহার প্রত্যুত্তর দান, তৎপরে নগর ভ্রমণ ও পুনা যাত্রা। ২৫এ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে পুনার গির্জায় গিয়া উপাসনা, অপরাহ্নে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ। সোমবার—পার্ব্বতীদেবীর মন্দির দর্শন। মঙ্গলবার সৈন্য প্রদর্শন ও নৃত্য ভোজ। বুধবার—অশ্বারোহীদলের ক্রীড়া দর্শন। বৃহস্পতিবার পুনা হইতে হায়দ্রাবাদ যাত্রা।

রেলওয়ে দুর্ঘটনা— ইষ্ট ইণ্ডিয়ার হাটারস ষ্টেসনে রেলগাড়ী পয়েণ্টস্‌মানের দোষে বিপথগামী হইয়া উলটাইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকের গাড়ী এঞ্জিনের নিকট ছিল তাহা এবং আর একখানি আরোহিশকট এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। কত লোক হত ও আহত হইয়াছে এখনও ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অশ্লীল পুস্তকের শাসন— ইংলণ্ডের উভয় পার্লেমেণ্টের মতে আইন স্থায়ী হইয়াছে অশ্লীল পুস্তক বা অশ্লীলতাব্যঞ্জক ছবি বিজ্ঞাপনাদি যে ব্যক্তি প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইবে, তাহার ৪০ শিলিং জরিমানা ও এক মাস মেয়াদ হইবে। যাহার আদেশে এ কার্য্য হইবে, তাহার ৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা ও তিন মাস

মেয়াদ হইবে। এ দেশে এ সম্বন্ধে আইনের কড়াকড় হওয়া উচিত, কারণ থারাব পুস্তক প্রচারের বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে।

তাঁতিয়ার আপিল—বস্থ্য তাঁতিয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করাতে তাহার বিচার হইতেছে। তাহার একজন দ্বীপান্তরিত সঙ্গীকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আনান হইয়াছে।

কন্যাচুরি—একজন চুড়িওয়ালা গৌরীভার একটী ছোট মেয়েকে সোনার গহনা দিবার লোভ দেখাইয়া কলিকাতায় লইয়া আইসে এবং এক বেশ্যার নিকট বিক্রয় করে। চুড়ীওয়ালী ও বেশ্যা পুলিস কর্তৃক ধরা পড়িয়াছে। বেশ্যার দালালেরা গঙ্গার ঘাটে বা অন্যত্র সুযোগ পাইলে মেয়ে চুরি করে, আমরা মধ্যে মধ্যে এরূপ সংবাদ পাই। সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া এবং পুলিসের চৌকস থাকা উচিত।

দাক্ষিণাত্যে সমাজ সংস্কার—জাতীয় মহাসভা কন্‌গ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মহাসমিতিও হইয়া থাকে, ইহার সাধারণ সম্পাদক প্রসিদ্ধ রঘুনাথ রাও। ইঁহার ও ইঁহার কতকগুলি বন্ধুর উদ্যোগে সমাজ সংস্কার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইঁহারা যে স্থানীয় সংস্কার সভা করিয়াছেন, মহারাজা হলকার ও গাইকুমার তাহার প্রতিপোষক এবং মিরাজের রাজা তাহার সভাপতি হইয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় একশত ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন:—

(১) কন্যার বিবাহ ব্যয় বার্ষিক আয়ের এবং পুত্রের—মাসিক আয়ের অনধিক; (২) পুত্রের ১৬, ১৮, ও ২০ বৎসরের ন্যূনে এবং কন্যার ১০, ১২ ও ১৪ বৎসরের ন্যূনে বিবাহ না দেওয়া; (৩) এক স্ত্রী সত্ত্বে অন্য স্ত্রী বিবাহ না করা; (৪) ৫০ বৎসরের অধিক বয়সে বিবাহ না করা; (৫) চিকিৎসকের ব্যবস্থা ভিন্ন মদ্য পান না করা; (৬) কন্যার সুশিক্ষার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা।

দাতব্য—নবাব আসান উল্লা লেডী ডফারিণ ফণ্ডে বার্ষিক ৫০০ টাকা দান করিবেন স্বীকার করিয়াছেন। সিটী কলেজের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে ময়মনসিংহের কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৫০০০ এবং সন্তোষের জমিদার শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী ও জাহ্নবী চৌধুরাণী যথাক্রমে ২০০০ ও ১০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ব্রেজিলের রাষ্ট্র বিপ্লব—ব্রেজিলের সম্রাট পেড্রো সপরিবারে রাজবিদ্রোহীদিগের হস্তে কয়েদ হইয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে উপযুক্তরূপে রক্ষা ও পালন করিবার আশ্বাস দিয়াছে। সাধারণ তন্ত্রে রাজ্য মধ্যে ঘোষিত হইয়াছে এবং ফনসেকা ইহার প্রেসিডেণ্ট বলিয়া মনোনীত হইয়াছেন।

কুপার্স হিল পরীক্ষা—বিলাতের কুপার্স হিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে এন্ ঘোষ নামক এক বাঙ্গালী ছাত্র এবৎসর সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষো-

ত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ বিষয়ে এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

কায়স্থ সমিতি—বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত প্রদেশের কায়স্থদিগকে লইয়া বৎসর বৎসর এক একটী মহাসমিতি হয়। গত ৭ই নবেম্বর বাঁকীপুরে ইহার তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ২ সহস্রের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। মদ্যপান ও শিশুবিবাহ নিবারণ, বিবাহের ব্যয় হ্রাস, নীতি ও ব্যায়াম শিক্ষা, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, পঞ্চায়ত দ্বারা বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ক প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। জয়ন্তী প্রসাদ নামক এক বিখ্যাত কায়স্থ সভাপতির আসনে ছিলেন।

জেন্ ওয়েল্স কার্লাইল্।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ বিবি কার্লাইলের কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইয়াছেন। এই অসাধারণ রমণীর জীবনী বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইতেছে। ইহাঁর পূর্ণ নাম জেন্ বেলি ওয়েল্স কার্লাইল। ইহাঁর পিতা হ্যাডিংটন নিবাসী ডাক্তার জন ওয়েল্স সুবিখ্যাত জন নক্সের বংশধর; ইহাঁর মাতা গ্রেস্ বা গ্রিজি ওয়েল্স সুবিখ্যাত ওয়ালেসের বংশোদ্ভবা ছিলেন। সুতরাং পিতৃ ও মাতৃ উভয় কুল লইয়া বিচার করিলে ইহাঁকে স্কটলণ্ডের অতি প্রাচীন উচ্চবংশীয়া মহিলা বলিতে হইবে। ইনি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যেরূপ দেখিতে পরমাসুন্দরী, সেইরূপ অসামান্য মানসিক গুণেও বিভূষিতা ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত লালিত ও পালিত হন। গীত বাদ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য স্ত্রীজনোচিত অতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা করিয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য সাতিশয় আগ্রহ ও অনুরাগ প্রকাশ করাতে হ্যাডিংটন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। এখানে বালক বালিকা উভয়েই শিক্ষা লাভ করিত। বালিকাগণের শ্রেণী ভিন্ন গৃহে ছিল, গণিত ও বীজগণিত তাহারা বালকদিগের সহিত একত্রে শিখিত। এই দুই বিষয়ে তিনি অচিরে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাঁর স্বামী টমাস্ কার্লাইলের পরম বন্ধু ও সহপাঠী এড্ওয়ার্ড আরভিং ইহাঁর শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর পিতা আরভিংকে সন্তানের ন্যায় ভাবিতেন। শিক্ষক ছাত্রীর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে বিশেষ যত্নবান হন। তিনি রাত্রিকালে তাহাকে নক্ষত্র ও নক্ষত্রের গতিবিধি প্রদর্শন করাইবার জন্য বাটীর বহির্দ্দেশে লইয়া যাইতেন। কুমারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে ৫ টার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

সমস্ত দিন অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। অতঃপর বর্জিল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা পাঠ করিয়া তিনি স্বধর্ম্মে কথঞ্চিৎ বীতরাগ হইলেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন ইনি একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন; ইহাতে যদিও প্রশংসার কিছুই ছিলনা, কিন্তু অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তরুণ বয়সের লেখনী বালার্কের মত প্রতিভার আভাস দেখাইয়া সম্পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিতামাতাই তাঁহার পরম আরাধ্য দেবতা। পিতা সংকে তিনি সর্ব্বদা সম্মানের সহিত কথা কহিতেন। পিতাই কেবল তাঁহাকে শাসনাধীনে রাখিতে পারিতেন, কারণ তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল'। তিনি যেমনই যথেচ্ছাচারিণী হউন না কেন, পিতার আদেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া শিরোধার্য্য করিতেন। ইহা তাঁহার জীবনের ভিত্তি স্বরূপ ছিল। ইহাঁর বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইলে অর্থাৎ জীবনের যে সময়ে পিত্রাদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়, সেই সময়ে ইহাঁর পিতা মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মাতার নিকট হ্যাডিংটনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর নিমিত্ত কিছু বার্ষিক বন্দোবস্ত করিয়া ডাক্তার ওয়েল্‌স সমস্তই কন্যাকে দিয়া যান। বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান রূপ লাবণ্য সকলই ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন। এমন অবস্থায় অনেক কৃতবিদ্য ভদ্রবংশীয়েরা তাঁহার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইলেন। ইহাঁর শিক্ষক আরভিং বিবাহার্থীদিগের মধ্যে একজন। কুমারী ওয়েলস তাঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় তিনি শেষে কুমারী মার্টিন নামে জনৈক ভদ্র মহিলার সহিত উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হন। 'গ্রন্থকর্ত্রী হইব, নাম খ্যাতি চারিদিকে বিঘোষিত হইবে' কুমারী ওএল্‌সের অন্তঃকরণে এই ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইল; তিনি অধিকতর উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যানুশীলনে রত হইলেন। আরভিং স্বীয় বন্ধু টমাস্ কার্লাইলের সহিত এই বিদুষী যুবতী রমণীর আলাপ পরিচয় করিয়া দেন। এখন হইতে কুমারী ওয়েল্‌সের দিকে কার্লাইলের মন একটু আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই আকর্ষণী শক্তির বলে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়। কুমারী কখনও তাঁহাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া ভাবেন নাই, যে হেতু কার্লাইলের বংশ ও পদ উভয় এরূপ বিবাহের প্রতিকূল। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুরাগে একটু অভিমানিনী হইয়া উঠেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। ইহাঁদিগের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইতে লাগিল ও পত্রাদি লেখা চলিতে থাকে। ইহাতে নারীর কোমল হৃদয়মুকুরে কার্লাইলের একটী স্বতন্ত্র মূর্ত্তি প্রতিভাত হইল। উভয়েই উভয়কে বুঝিতে পারিলেন, চিনিতে পারিলেন; জানিতে পারিলেন—কি অমূল্য নিধি উভয়ের অন্তরে নিহিত আছে। ভাল-

বাসার সঞ্চার হইল। কার্লাইলকে কুমারী দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। পাত্রীও না বুঝিয়া তাঁহাকে মনোনীত করেন নাই। পাত্রও তাঁহাকে কোনও প্রকারে ভুলাইয়া পত্নীত্বে অভিষেক করেন নাই। প্রত্যুত, কার্লাইল তাঁহাকে কি বৈষয়িক, কি দৈহিক, কি আধ্যাত্মিক, কি স্বভাব, কি চরিত্র—কোন বিষয় অণুমাত্র গোপন না রাখিয়া সমস্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে খুলিয়া লেখেন; এমন কি অনেক বিষয়ে সতর্কও করেন। তথাপি কুমারী অবিচলিত রহিলেন। টমাসকে তিনি পতিত্বে বরণ করিবার পূর্ব্বে এক বার ১৮২৫ সালে তাঁহার কুটীরে যাইয়া তাঁহার পারিবারিক সমস্ত অবস্থা ও আত্মীয় পরিজনবর্গ দেখিয়া আসেন। ১৮২৬ সালের ১৭ই অক্‌টোবর ইহাঁদিগের বিবাহ হয়। বৈবাহিক জীবনের আরম্ভে কার্লাইল বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের পর দেড় বৎসর কাল তাঁহার জীবনের মধ্যে পরম সুখের কাল। তাঁহার স্ত্রী কোমল-হৃদয়া, চিন্তাশীলা, স্নেহবতী ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। জেন কার্লাইল (এখন হইতে আমরা আমাদিগের পূর্ব্ব পরিচিত জেন বেলি ওয়েলসকে এই নামে পাঠক পাঠিকা বর্গের নিকট পরিচিত করিব) এই সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূকে যে পত্র খানি লেখেন, তাহাতে তাঁহার কিরূপ পতিভক্তি ও তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কিরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন তাহা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলিয়াছেন "যে দিন বিধাতা আমাকে পরিণয় পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, সে দিন যদ্যপি আমি পরম প্রীতির সহিত স্মরণ না রাখি, তাহা হইলে কেবল মূঢ়মতি নহি, অতি নিন্দার্হ। পতি আমার প্রতি সদয়, ও আমার মনোমত ধন। এক দিন পীড়িত হইলাম, মায়ে যেরূপ করেন, তিনিও তদ্রূপ আমার রোগের শুশ্রূষা করিলেন। আমি কর্কশ ভাষার যোগ্য না হইলে, তিনি আমাকে কদাচ কর্কশ কথা বলেন নাই।" কার্লাইল একস্থলে একখানি পত্রে স্ত্রীকে লেখেন "আমি অনুপযুক্ত পাত্র, আমাকে ঈশ্বর যে মহামূল্য নিধি দিয়াছেন, তাহা আমি অবশেষে আদর করিতে শিখিব। আমি জানি আমার অমূল্যরত্ন—আমার সদাশয় জেনের হৃদয়—আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে। পীড়া নিবন্ধন অথবা দুরদৃষ্ট বশতঃ যদি আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়।" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য তবে ইহাঁদিগের মধ্যে কেন পরে অসদ্ভাব জন্মিয়াছিল? আমরা এক্ষণে এ বিষয়টি বুঝাইতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব।

মানবজাতি দুর্ব্বল। আমাদিগের যতই গুণ থাকুক বা কেন, চরিত্রে দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। বিবী কার্লাইল ও তাঁহার স্বামী টমাস্ কার্লাইল-এই নিয়মের বহির্ভূত নহেন। বিশেষতঃ মহাকবি শেক্ষপিয়র নারীকে যখন দুর্ব্বলতা রূপিণী করিয়াছেন, তখন অবশ্য

বুঝিতে হইবে এই মহাত্মনোক্তির মূলে সত্য আছে। টমাস্ কার্লাইলের চরিতাখ্যায়ক ফ্রুড একস্থানে লিখিয়াছেন যে, তিনি কার্লাইলের কিছু অবাধ্য ছিলেন। ইহাঁর দোষ ও ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু আমরা তো তাঁহার সমস্ত বিবরণ পাঠে তাঁহার প্রতি এই দোষারোপ করিতে প্রস্তুত নহি। প্রত্যুত, তাঁহার মত ললনা ইংরাজ মহিলাদিগের মধ্যে অতি বিরল। যদি অত্যুক্তি না হয়, তাহা হইলে আমরা বলি যে, তিনি ভর্ত্তার ইচ্ছা আইন স্বরূপ মান্য করিতেন। তাঁহার একটী দৌর্ব্বল্য ছিল। সেটি এই,—মর্য্যাদা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে কিছু প্রবল ছিল। ইহা 'গুণ সন্নিপাতে' অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত। তিনি আপনি বলিয়াছেন "আমি গৌরব ও মান বৃদ্ধির নিমিত্ত (কার্লাইলকে) বিবাহ করি। কৃষির কুটীরে তিনি কি মান সম্রমের আশা করিতে পারেন? তিনি কি উত্তমরূপে দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে বরণ করেন নাই? তিনি উচ্চ কুলোদ্ভবা পদমর্য্যাদামণ্ডিতা ও বিত্তশালিনী হইয়া কেন এক গরিব কৃষিসন্তানে আপনার ভাবী জীবন অবলীলাক্রমে, বিসর্জ্জন করিলেন? তিনি নিজে তাহার কুটীরে যাইয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া তবে কার্লাইলকে বিবাহ করেন। মহানুভব কার্লাইলও তাঁহার সহিত কোনও রূপ কপটাচরণ করেন নাই। মিলিত জীবনের পূর্ব্বে ইনি আপনার হৃদয়কপাট তাঁহার সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেন। স্ত্রীর সকাশে তিনি যাহা যাহা প্রত্যাশা করেন, যে সকল কর্ত্তব্যে নিপুণা হইলে ভার্য্যা ভর্ত্তার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইবেন, তাহা তিনি বিশদরূপে বুঝাইতে যত্ন পান। এই সকল কথার উত্তরে আমরা বলি যে, ওয়েলস কার্লাইলকে বিবাহ করেন নাই; তিনি স্বকীয় প্রতিভার সহিত কার্লাইলের প্রতিভার বিবাহ দিয়া ছিলেন। দিয়া দেখিলেন তিনি পূর্ণমনোরথ হইলেন—প্রতিভার পূজা হইল, প্রতিভা পূজিত হইল! কিন্তু ঐহিকের সুখ তাঁহাকে স্বপ্নের মত জলাঞ্জলি দিতে হইল। (ক্রমশঃ)

ভারতের দুঃখিনী অনাথা ও বিধবাদিগের জীবিকোপায়।

(২৯৮ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর)

এ বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই রূপ:—

যে সমস্ত রমণী আপনাপন জীবিকা উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছুক ও তজ্জন্য শিক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের জন্য একটি আশ্রম খুলিতে হইবে। সাধারণের অর্থে সে আশ্রমের সমস্ত ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হইবে ও সাধারণের বিশ্বাসী ধার্ম্মিক

লোকের উপর তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত থাকিবে। অসাম্প্রদায়িক ভাবে এ আশ্রমের সমস্ত কার্য্য হইবে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য আবশ্যক বোধ হইলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইবে ও তাহাদের আহারাদিরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারে। যদি কোনও মহাশয়া মহিলা এই আশ্রমের কর্তৃত্বভার লইতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইতে পারে। এই আশ্রমে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যা লাভের জন্য নানা প্রকার শ্রেণী খুলিতে হইবে। তথায় যাহার যে কোন বিদ্যা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাই করিতে পারিবেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে আপাততঃ হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। রমণী শিক্ষক। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে একটি বিশেষ অভাব আমরা অনুভব করিতেছি। বালিকাদিগের শিক্ষার ভার অগঠিত-চরিত্র পুরুষ শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করা কখনই প্রার্থনীয় নহে; এবং এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে পিতা মাতা যত দিন পর্য্যন্ত কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করিতে দিতে প্রস্তুত, ততদিন পর্য্যন্তও পারিয়া উঠেন না। যতদিন এই সমস্ত স্থলে রমণীশিক্ষক সুলভ না হইবে, ততদিন দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এরূপ শিক্ষক প্রাপ্ত হইলে পুরস্ত্রীরা পর্য্যন্তও অনেক স্থলে বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। প্রস্তাবিত আশ্রম হইতে এরূপ শিক্ষা কার্য্যে দক্ষ শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করা যাইতে পারে। সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে এরূপ শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের অভাব নাই।

২। শিল্পবিদ্যা। এ বিষয়ে স্ত্রীজাতির বিশেষ পারদর্শিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের "Society for promoting employment of women" নামক সমাজের বিবরণে এইরূপ লেখা আছে :—Delicate handling which is so frequently characteristic of girls, has long since pointed out artistic works of all kinds as especially siuitable to women. অর্থাৎ কোমল হস্তে বালিকারা যেমন কাজ করিতে পারে, বালকেরা পারে না। অতএব শিল্প কার্য্য সকল স্ত্রীজাতিরই উপযুক্ত। নানা প্রকার শিল্প বিদ্যার জন্য নানা শ্রেণী খোলা যাইতে পারে এবং এরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকেই ঘরে বসিয়া অনায়াসে জীবিকা লাভে সমর্থ হন। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান চিত্র বিদ্যা। ইহা এক সময়ে হিন্দু রমণীর নিকট নূতন ছিল না। যখন ভারত যবন পদদলিত হয় নাই, তখন আর্য্য নারী চিত্রবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন —সংস্কৃত নাটকাদিতে ইহার বহুল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। খোদাই কার্য্য (Engraving) কাষ্ঠ, ইস্পাত বা তাম্রফলকে নানা প্রকার চিত্র খোদাই ও রবার বা পিত্তলের

শীস মোহর প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসেই অন্ন সংস্থান হইতে পারে এবং এই আশ্রমের সাহায্যেই অনায়াসে কর্ম্ম যোগান যাইতে পারে।

৪। সূচী বিদ্যা। এবিষয়ে শিক্ষা লাভ করা নিতান্তই সহজ। আশ্রমে যদি এরূপ একটি শ্রেণী খোলা হয়, তাহা হইলে অনেকেরই জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং একবার কায শিখিলে কর্ম্মেরও অভাব হইবে না। অধুনা আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলারা যে সমস্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে অনায়াসেই স্ত্রী দরজির দোকান খোলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ সূচী নির্ম্মিত কারুকার্য্যের দ্বারাও অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

৫। রন্ধন। এবিষয়ে আমাদের দেশে যে কি অভাব, তাহা হয়ত অনেকেরই ধারণা নাই। যাঁহাদিগকে বেতনভোগী ব্রাহ্মণ পাচক পাচিকার হস্তে আহার করিতে হয়, তাঁহারাই জানেন এবিষয়ে শিক্ষার কত দূর প্রয়োজন। যে হয়ত কখনই রন্ধন করিতে দেখে নাই—অভাবে পড়িলে সেও পাচক সাজিয়া বসিল এবং যখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাহার রান্না খাইতে হয়—তখন অনেককে অশ্রুজলের সহিত আহার গলাধঃকরণ করিতে হয়। যদি আশ্রমে শিক্ষার জন্য একটি রন্ধনশালা খোলা হয়, তাহা হইলে এই অভাব সহজেই বিদূরিত হইতে পারে এবং যাহারা এখানে রন্ধন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবেন, তাহারা যে উপযুক্ত বেতন পাইবেন এবং সহজেই কর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিবেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই রন্ধন বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি হোটেল থাকিলে ইহার সমস্ত ব্যয় ভার নির্ব্বাহ হইতে পারে। বার্লিন সহরে (Let Vireni) লেট বিরিনি স্কুলের সংশ্রবে একটী রন্ধনশালা আছে ও মহিলাদের জন্য একটি আহার স্থান আছে। প্যারিস মহানগরীতে ও বেলজিয়ামে এরূপ রন্ধনবিদ্যালয় আছে। তাহাতে দেশের লোকেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এবং শিক্ষিতা পাচিকাদেরও অবস্থা ভাল হইয়াছে।

৬। রন্ধনের সংশ্রবে অন্য একটি কার্য্য চলিতে পারে। বিলাতি 'জেলী' প্রভৃতির ন্যায় নানা প্রকার ফলের 'আচার' প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে বেশ লাভের সম্ভাবনা। বিসকুট প্রভৃতিও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। নানা প্রকার দেশী মিঠাই প্রস্তুত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত রাখার বন্দোবস্ত করাও বোধ হয় নিতান্ত কষ্টসাধ্য হয় না। এ বিষয়ে কার্য্যতঃ যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারাই সুবিচারক।

৭। সঙ্গীত ও বাদ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক দেশ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে এই মহতী বিদ্যা পাপের পঙ্কিলতা হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে বিশেষ

সহায়তা করিয়াছেন। এক সময়ে এ বিদ্যার চর্চ্চা করা ও উৎসন্নের পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা ছিল—এখনও বৃদ্ধ শ্রেণীর লোকের নিকট প্রায় সেই বিশ্বাস। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় শিক্ষিত সমাজ এখন আর এই বিদ্যাদ্বয়কে গৃহের বাহির করিয়া দেন না। গৃহে ও পরিবারের মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্য চর্চ্চা দিন দিন লব্ধ-প্রবেশ হইতেছে। যদি কোন সাধ্বী নারী এ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে সহজে সম্ভ্রমের সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থা হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবিত আশ্রমের সংশ্রবে এরূপ একটি শ্রেণী থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৮। ঘড়ী মেরামত কার্য্য। অতি অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসেই এই ব্যবসাটি রমণীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে সুদক্ষ হইতে পারিলে যে অনায়াসে স্বচ্ছন্দে দিন গুজরান হইতে পারে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। চেষ্টা করিলে এবিষয় শিক্ষা দিবার জন্য লোকেরও অভাব হইবে না। আমি জানি হামিল্টন কোম্পানীর বাটীর কোন একটী সুদক্ষ ভদ্র শিল্পী স্বেচ্ছাক্রমে মহিলাদিগকে এ কার্য্য শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

৯। স্বর্ণ রৌপ্যের কারু কার্য্য শিক্ষা করাও রমণীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য নহে। সুসভ্য পাশ্চাত্য জগতে রমণীরা একার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পারিস মহানগরীতে এরূপ একটী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ভদ্র মহিলারা একার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে তাঁহাদের কার্য্যের কত সুবিধা তাহা সহজেই অনুমেয়। স্বর্ণকারদের সাধুতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। এরূপ স্থলে যেখানে চুরি ও প্রবঞ্চনার ভয় নাই, সেখানে যে সকলেই কাজ দিতে প্রস্তুত হইবেন ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ।

১০। মুদ্রাঙ্কণ। মুদ্রাযন্ত্র চালন ভিন্ন মুদ্রাঙ্কণ সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত কার্য্য যে রমণীদিগের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তাহাতে বোধ হয় কেহ সন্দেহ করিবেন না। অক্ষর সাজান, প্রেক সংশোধন প্রভৃতি কার্য্য শারীরিক বলের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না—অবলা হইলেও রমণীদ্বারা এ কার্য্য চলিতে পারে। বিলাতে দিন দিন স্ত্রীলোকেরা এ কার্য্যে অধিকতর সংখ্যায় নিযুক্ত হইতেছেন ও তাঁহাদের দক্ষতা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সভা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—"Several masters are glad to employ them, though the unionist men do all in their power to obstruct their progress. Women do the work well and quickly". ফরাশী দেশেও ইহার অভাব নাই।

১১। পুস্তক বাঁধাইবার কার্য্যও ভারতরমণী অনায়াসেই চালাইতে পারেন। ইহা শিক্ষা করা সহজ, কার্য্যও বিশেষ পরিশ্রম-সাধ্য নহে—কার্য্যও প্রচুর, অর্থাগমও নিতান্ত মন্দ নহে। এ কার্য্য

করিতে হইলে গৃহের বাহির হইবার প্রয়োজন নাই—সুতরাং ইহাতে সকল দিকেই সুবিধা।

১২। বয়ন। যন্ত্র বয়নের কথা বলিতেছি না—ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের নিকট সামান্য হস্ত কতটুকু করিবে? সামান্য ছোট ছোট কলের সাহায্যে লেস বা জরী প্রভৃতি প্রস্তুত করা অসাধ্য নহে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই রমণীরা অনেকে এই ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

চুলের চেইন প্রস্তুত করা অতীব সহজ ও এ বিষয়ে শিক্ষা পাইলে অনেক রমণী জীবিকা লাভ করিতে পারেন। নানা প্রকার উলের কার্য্য দ্বারাও অনেকের অন্ন সংস্থান হইতে পারে।

১৩। রুসিয়ার অন্তর্গত ফিনলাণ্ড প্রদেশে একটি সুন্দর ব্যবসা রমণীদের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে—আমাদের দেশের রমণীদের পক্ষেও তাহা কষ্টকর নহে। ঝুড়ি, (সাজী, ঝাঁপী ইত্যাদি), ক্রস, খড়ের টুপী প্রভৃতি প্রস্তুত করা বিশেষ আয়াসসাধ্য নহে। এই ব্যবসা অতি অল্প মূল ধনে চলিতে পারে ও ইহা সাধারণের এত ব্যবহারোপযোগী, যে এ ব্যবসা শিক্ষা করিলে কাহাকেও অন্নাভাবে কখনই কষ্ট পাইতে হয় না।

১৪। গিল্টীর কার্য্যও স্ত্রীলোকের দ্বারা অক্লেশে চলিতে পারে। পিত্তল নির্ম্মিত গহনা ও বাসন ইত্যাদি গিল্টী করা। Electroplating ও electro-guilding বেশ অর্থকরী ব্যবসা—ইহার দ্বারা অনেকের জীবিকা উপার্জ্জন কর দুর্ঘট নহে।

১৫। ভাস্কর কার্য্য (Modelling) ষ্টকহলম নগরে স্ত্রীজাতির জন্য যে শিল্প বিদ্যালয় আছে, তথায় সাধারণ মৃত্তিকা মোম, ও পারিয়ান নামক সুন্দর পোর-সেলেন মৃত্তিকা দ্বারা সুন্দর সুন্দর পুত্তলিকা ও অন্যান্য সুদৃশ্য দ্রব্য প্রস্তুতকরিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক প্রদেশেও এরূপ শিক্ষার স্কুলের অভাব নাই। আমাদের দেশেও যে এ ব্যবসা সুন্দররূপ চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নদিয়ার ভাস্করদিগের এবিষয়ে ক্ষমতা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা একবারে এ বাক্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে পারিবেন না। একটু চেষ্টা করিলে রমণীদিগকেও একার্য্য শিখান যাইতে পারে।

ভারত রমণী বর্ত্তমান অবস্থায় যে যে কার্য্য অবলম্বন করিয়া স্বীয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন,—অপরের গলগ্রহ হইয়া তাহার অনিচ্ছাপ্রদত্ত অন্ন গ্রাস লাঞ্ছনার সহিত উদরস্থ না করিয়া যাহাতে স্বোপার্জ্জিত অর্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন—তাহা স্থূলত উল্লেখ করিয়াছি। যতই তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্য অধিকার করিয়া বসিবেন—ততই ক্রমশঃ উক্ত শ্রেণীর কার্য্যের দ্বার তাঁহা-দিগের নিকট আপনাহইতেই উদ্ঘাটিত

হইয়া আসিবে। ক্রমে তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবেন—আর তাঁহাদের পদানত থাকিতে হইবে না। কিন্তু সে সুদূর ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমান সময়ে ভারত রমণীদের মধ্যে অনেকেরই পক্ষে স্বতন্ত্র ভাবে জীবিকা লাভের কোনও প্রকার উপায়ই নাই—অষ্ট বন্ধনে তাঁহাদের হস্ত পদ বদ্ধ—কিন্তু যাহাদের পক্ষে এরূপ কোন বাধা নাই—যাঁহাদের পথ কতক পরিমাণে মুক্ত, তাঁহাদেরও সেই সেই বিষয়ে শিক্ষা এত কম, সুবিধার অভাব এত বেশী, যে তাঁহাদের পক্ষেও সে পথ অবলম্বন করিয়া আহার সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। স্ত্রীজাতির স্বাধীন জীবিকার কোনও প্রকার উপায় করিতে গেলেই তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন—শিক্ষা না হইলে এই ঘোর জীবন সংগ্রামে স্থির হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব।

এই দুর্ভাগা দেশে যে কতিপয় প্রকৃত অবলাবান্ধব আছেন—এ দেশে যে সমস্ত পরদুঃখকাতর করুণ হৃদয়, দারিদ্রবৎসল পুরুষ রমণী আছেন—এ দেশে যে কয়েকটি ন্যায়পরায়ণ মহাত্মা আছেন—তাঁহাদের সকলেরই একত্র হইয়া কায়মনঃপ্রাণে অত্যাচার-প্রপীড়িত, শোক-সন্তপ্ত, জঠর-জ্বালায় চিরলাঞ্ছিত এই অনাথ নিরাশ্রয় ভারত বিধবাদের জন্য এইরূপ আশ্রম সংস্থাপন করা সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় দুঃখের ঘনান্ধকার রজনীর মধ্যে আজ একটি উষার আশা-রেখা দেখা দিয়াছে—আজ ভারতনন্দিনী মাতার ললাট দেশ হইতে কালিমা রেখা মুছাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—আজ ভারতদুহিতা শ্রীমতী পণ্ডিতা রমা বাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন—আজ তিনি ভারতের চিরদুঃখিনী বিধবা তনয়াদের জন্য দেশ বিদেশে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। যদি ভিক্ষা করাতে গৌরব থাকে, তবে এখানে। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের অন্নহীনা অনাথা তনয়ার ন্যায় দয়ার পাত্র আর কে আছে? ঐ যে সমাজের অবিচারে, ও অন্যায় বিধি-নিগড়ে রুদ্ধদয়া রমণী বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন—ঐ যে রমণী পিতার অতুল সম্পত্তি থাকিতেও আজ পথের ভিখারিণী—উদরে অন্ন নাই—পৃষ্ঠে বস্ত্র নাই—মাথা রাখিবার স্থান নাই—মুষ্টিমেয় উদরান্নের জন্য অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন—ইহাঁর ন্যায় অন্যায়-প্রপীড়িত আর কে? ইহাঁর জন্য না হইলে, আর কাহার জন্য ন্যায়বানের ন্যায় দণ্ড উত্থিত হইবে? ভারতের বিধবার ন্যায় দুর্ভাগিনী আর সম্ভব নহে। ভারত দুহিতা রমার ভিক্ষা-লব্ধ অর্থে একটি রমণী-আশ্রমের সূত্রপাত দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ভগবানের কৃপায় এই অনুষ্ঠান সুসিদ্ধি লাভ করুক এবং ইহার দৃষ্টান্তে আরও শত শত আশ্রম স্থাপিত হইয়া অনাথা বিধবাদের জীবিকার সহিত তাহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সহায়তা বিধান করুক।

জীবন-প্রহেলিকা।

১

ছোট বড় ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া
রঙ্গে তরঙ্গিণী চলিছে বহিয়া ;
কত ফুল, পাতা, খড়, কুটা, লতা,
হাসিছে—ভাসিছে—যেতেছে ডুবিয়া।

২

কোথা যায় কেন, কে জানে কারণ,
সংসারের বুকে মানব যেমন ;
কেন আসে যায়, জানিতে না পায়,
রয় এ আঁধারে মুদিয়া নয়ন !

৩

"স্বজন আমার, সম্পদ আমার
এ ও তা আমারি—আমারি সংসার,
কিবা আমা বিনা !"—কিন্তু রে ভাবিনা
কোন কীট "আমি" ?—আছে কি "আমার ?"

৪

শোক তাপ ক্ষোভে হই হতবল,
প্রণয়ে পাগল, আনন্দে চঞ্চল,
"সুখ" লক্ষ্য করি সদা ঘুরে মরি !
আমি যেন সবি আমারি সকল !

৫

নাহি মানি অন্ত, বুঝিনা অনন্ত,
"আমাময় বিশ্ব" জেনেছি নিতান্ত,
"আমি" কে ভুলিয়া "আমি" তে মজিয়া
হয়েছি পাগল, পাগল একান্ত।

৬

কোটী বিশ্বপূর্ণ এ মহা ব্রহ্মাণ্ড,
কোটী মহা সূর্য্যে সৌর কি প্রকাণ্ড !
কোটী কোটী তারা, কি বিশাল তারা,
প্রতি ক্ষণ গতি কি দূর প্রচণ্ড !

৭

সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণু কণা,
জড় পিণ্ড বই আর তো কিছুনা !
পলকে ডুবিছে পলকে জাগিছে,
ভাবিতে নয়নে পলক পড়ে না !

৮

কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম,
অণু, রেণু, কণা, পরমাণু সম।
সংসারের অঙ্কে ভেসে যাই রঙ্গে,
এ গরব দাপ কিসে আসে মম !

৯

কেনরে ও কথা কেনরে আবার
"আমি ই সকল, সকলি আমার"
কেমনে ভুলিনু, কেমনে মজিনু,
এ দেহ যে হবে চিতার অঙ্গার !

১০

মরণ স্মরণে মুখ ঢেকে যাই,
মরণ স্মরণে শরণ "বালাই" !
কেমনে সহিব আমি যে মরিব,
হরি ! হরি ! তাই ভুলিবারে চাই !

১১

এত দেখি শুনি তবুও বুঝিনা
"আমা ময় বিশ্ব" তবু এ ধারণা,
'আমিই সকল আমি ই কেবল'
ভুলেও ভাবিনে "আমি তো কিছু না।"

১২

নহি আমি গ্রহ অথবা তারকা,
নহি সৌদামিনী অথবা করকা,
আমি কি জগৎ, আমি কি মহৎ,
আমি কি শুধুই শ্মশান-বালুকা ?

১৩

যাঁর মহাতেজে তেজোময় ভানু,
শৃঙ্গবান গিরি যাঁর পদরেণু,
পলকে যাঁহার, নিখিল সংসার ;
আমিও তাঁহারি ক্ষুদ্র এক অণু।

১৪

"আমি ময় বিশ্ব" আর নাহি কব,
"বিশ্বময় আমি" কত দিনে হব ?
"আমির মমতা ছাড়ি এক বারে,
এই ক্ষুদ্র প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে দিব ?

১৫

কোথা সেই দিন যার শুভ ক্ষণে,
মিলিব অনন্তে—অনন্ত মিলনে ;
কবে রে আমার পোহাবে আঁধার,
আমিত্ব ঘুচিবে নিত্য-পরশনে !

স্থায়ী সুখ কোথায় ?

এ সংসার কদিন !—এইত দেখিতে দেখিতে ফুল ঝরিয়া পড়ে—কত দীপ নিবিয়া যায়, কত তারা খসিয়া পড়ে—কত বুদ্‌বুদ্‌ মিলাইয়া যায়—কত প্রাণ উড়িয়া যায়। এই যে এত অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত, ইহাই বা কদিনের জন্য ? যে কদিন থাকে, তাহাতেই বা সুখ কৈ ? যাহা সুন্দর—যাহা দেখিলে মন প্রাণ স্নিগ্ধ হয়—যাহার অস্ফুট মধুময় হাসি হৃদয়ের স্তরে স্তরে শান্তিসুধা ঢালিতে থাকে—তাহাই আগে ফুরাইয়া যায়, আর অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়গুলি অবাক্‌ হইয়া বসিয়া থাকে। মনপ্রাণমুগ্ধকরী কুসুমের হাসিগুলি দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া যায়, প্রভাতের মুক্তা-গঞ্জিত শিশির বিন্দু সকল দেখিতে দেখিতে লুকাইয়া যায়—মাধ্যগগণের রক্তিমছটা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়, উষার পবন-বাহিত সুস্নিগ্ধ মধুময় ভাব কতক্ষণ ? জীবনের সুখের অংশটুকু দুঃখের মধ্যে দেখিতে দেখিতে লুকায়—শিশুর হাসি—ই বা কত দিন থাকে ! তাই বলিতেছি যাহা সুন্দর—যাহা মনোরঞ্জন, তাহাই শীঘ্র ফুরায়। যদিও স্মৃতি এই ঘটনার সময় জাগিয়া থাকে, কিন্তু সকল সময় জীবন্ত ভাবে থাকে না। সংসারের ঘটনাবলী দিন দিন এত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, যে স্মৃতি কদাচিৎ সমস্ত ধারণা করিতে পারে। যাহা সাধারণ ভাবে অভিনীত হইতেছে, স্মৃতি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য করে না, দেখিয়াও দেখে না। কিন্তু যাহা শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় সুখ কিম্বা দুঃখ রাশি ঢালিয়া যাইতেছে, স্মৃতি যাহা বিশেষ ঘটনা বলিয়া অনিমেষ নয়নে চাহিয়া দেখিতেছে, [illegible] রের স্মৃতি হয়ত তাহা সাধারণ [illegible] বলিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে চু[illegible]

য়াও দেখিতেছে না। এই যে প্রতিদিন কত ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে—কত তারা খসিয়া পড়িতেছে—কত শিশুর হাসি নিবিয়া যাইতেছে, সকল স্মৃতি ই কি তাহা লক্ষ্য করিতেছে—তা নয়। সংসার রঙ্গভূমি। সেখানে প্রতিনিয়ত ঘটনাবলী অভিনীত হইতেছে—আমরা সকলে দর্শক। আমি দেখিলাম শত ফুলের মধ্যে আমার নির্দ্দিষ্ট ফুলটী ঝরিয়া পড়িল—অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে আমার লক্ষিত নক্ষত্রটী খসিয়া পড়িল—শত সহস্র শিশুর মধ্যে আমার শিশুর হাসি—চির দিনের জন্য নিবিয়া গেল, আমার স্মৃতি অমনি তাহা অনিমেষ নয়নে দেখিয়া রাখিল—অস্থিমজ্জায় এই দৃশ্য আঁকিয়া রাখিল। এই যেমন একটী দুঃখকাহিনী স্মৃতিকে ধারণা করিতে দিলাম, আবার ঘটনাবলীর মধ্যে স্মৃতির জন্য একটী সুখের কাহিনীও মিলিবে।

স্থায়ী সুখ স্মৃতিতে কৈ? সকল সময়েই স্মৃতিতে সুখ কৈ? অতি বড় সুখের মধ্যে দুঃখের স্মৃতি সুখের হাসিটুকু দুঃখের অশ্রুতে ডুবাইয়া দেয়, আবার অত্যন্ত দুঃখের মধ্যে সুখের স্মৃতি দুঃখের অশ্রুজল মুছাইয়া সুখের হাসি আনিয়া দেয়। তবে অবিমিশ্র স্থায়ী সুখ শান্তি কোথায় মিলে? যাহা ক্ষণভঙ্গুর—যাহা ধরিতে ধরিতে সরিয়া যায়—যাহা দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, আমরা চিরস্থায়ী মনে করিয়া ... সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিয়া ... ঞ্চিত হই। প্রতিদিন আমরা এইরূপ আমাদের সুখশান্তিতে বঞ্চিত হইতেছি, কিন্তু তবুও আমরা বুঝি কৈ? এই যে মৃত্যু এ কোথায় না আছে? তোমার ঘরে আছে—আমার ঘরে আছে—সকলেরই ঘরে আছে। তুমি উহার হাত হইতে উদ্ধার পাও না, আমিও পাই না। এ প্রতিদিনই কাহার না কাহার ঘরে উপস্থিত হইতেছে। তবে উহার নামে অত ভয় কেন? তবে উহার কার্য্যে অত দুঃখই বা কেন? যাহাতে সুখ সম্পত্তি বাধিয়া ছিলাম, ঐ মৃত্যু দ্বারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি উহার কার্য্যে দুঃখ করিতেছি, কিন্তু আমি যে উহার হাতে পড়িব তাহা ভাবি কৈ! কিম্বা যাহার উপর আমার আশা ভরসা সুখ শান্তি ন্যস্ত, সেই হয়ত উহার হাতে পড়িবে তাহাইবা বুঝি কৈ? যদিও বুঝি তবু আশা ভরসা বাধিয়া ক্ষান্ত হই কৈ? যাহা নিশ্চিত, তাহার জন্য আবার দুঃখই বা কি? দুঃখ এই যে যাহাকে দেখিয়া জীবন জুড়াইল—যাহার হাসি শিরায় শিরায় শান্তি প্রবেশ করাইল—যাহার সুধামাখা স্বর অন্য অন্য দুঃখপূর্ণ স্বর ডুবাইয়া দিল, মৃত্যু তাহাকেই গ্রাস করিল, আর আমি আমার জীবন্ত স্মৃতি লইয়া উদাস মনে অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম—তাই আমার দুঃখ। আমরা যে পরিমাণে আশা ভরসা সুখ শান্তি একের উপর নির্ভর করি, তাহাকে হারাইলে সেই পরিমাণে আমাদের দুঃখ হয়। তাই বলিতেছি স্থায়ী সুখ শান্তি কোথায়? আমরা কি

এমন একজন খুঁজিয়া পাই না, যাঁহাকে আমাদের শেষ মুহূর্ত্তেও হারাইব না?—যাঁহার উপর সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিলে সে বন্ধন না ছিঁড়িয়া বরঞ্চ দিন দিন দৃঢ়তর হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সুখ শান্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে? অবশ্য এমন একজন আছেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা চিনিয়াও চিনিনা, জানিয়াও জানিনা। তিনি অনন্ত হৃদয় খুলিয়া দিয়া অনন্ত দিকে অনন্ত প্রেম ছড়াইতেছেন। তাঁহার সেই ভালবাসার কণামাত্র পাইলে আমাদের হৃদয় পুরিয়া যায়—আমরা তাহাতে অমর হই। ভালবাসা পাওয়া যায় না এবং পাইলেও তাহার মাহাত্ম্য বুঝা যায় না। তুমি তাঁহাকে যে পরিমাণে ভাল বাসিবে—সেই পরিমাণে সুখ ও শান্তি অনুভব করিতে পারিবে। এই যে মৃত্যুর জন্য আমরা দিন দিন কত কাঁদিতেছি, দিন দিন উহার সঙ্গে কত আশা ভরসা সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতেছি, এখানে সে ভয় নাই—এসুখ শান্তির অন্ত নাই—এ সুখ শান্তির মরণ নাই—ইহা অমর। এই অনন্ত জীবনে সুখ শান্তি আশা ভরসা বাঁধিলে কোন ভয় নাই—এখানে নিরাশার হৃদয় দগ্ধকারী জ্বলন্ত হুতাশন নাই—অশান্তির কুজ্ঝটিকা নাই—দুঃখের ঘোর অন্ধকার নাই। এ প্রেম শরৎকালের অনন্ত জ্যোৎস্না-বিধৌত অনন্ত বিভাবরী। এ প্রেমে অনন্ত আকাশে অনন্ত কালের জন্য চাঁদ হাসে, তারকা ভাসে, ফুল ফুটে, তটিনী ছুটে—এপ্রেমে পাখী গায়, প্রাণ মাতায়, সকলেই হাসে, কেউ কাঁদে না।

আদর্শ বঙ্গরমণী।*

সুশীলার উপাখ্যান।

১৮৬৮ খ্রীঃঅব্দে হুগলীর অন্তঃপাতী কোন পল্লীগ্রামে শ্যামাচরণ বসু নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব কায়স্থ বাস করিতেন। যদিও তিনি তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ঔদার্য্য ও ধর্ম্মপরায়ণতায় তিনি লোকসমাজে বিশেষ মাননীয় ছিলেন। তিনি স্বকীয় মাতৃভাষায় পারদর্শী হইয়াও কোন উপযুক্ত চাকরী পান নাই, এজন্য জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান অবলম্বনস্বরূপ, একটী ধান্য গোলার উপস্বত্বে কষ্টেস্ষ্টে দিনপাত করিতেন। শ্যামাচরণের সহধর্ম্মিণীর নাম বসুমতী। বসুমতী অত্যন্ত পতিপ্রাণা ছিলেন। শ্যামাচরণের পত্নীকে যে যে স্ত্রীলোক দেখিত, তাহারা তাঁহাকে পতিভক্তির প্রতিমূর্ত্তি বলিত। যে যে রূপ ও গুণ থাকিলে নারীকে বিধাতৃ-সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারুফল বলা যাইতে পারে, বসুমতীকে তৎসমুদায়ই লক্ষিত হইত। কালক্রমে বসুমতী সুশীলা ও সরলা নাম্নী দুইটী কন্যাসন্তান

* বামাবোধিনী জুবিলী উপলক্ষে বাবু চারুচন্দ্র দে কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রসব করিয়া কয়েক বৎসর পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। মাতৃবিয়োগের সময় সুশীলার বয়স সাত ও সরলার বয়স চারি বৎসর ছিল। পিতা প্রৌঢ়াবস্থায় দারান্তর পরিগ্রহে বিমুখ হইয়া সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তজ্জন্য সরলার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সপ্তবর্ষীয়া সুশীলার হস্তে ন্যস্ত হইল।

বয়মতী অবিবাহিতা অবস্থায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, এজন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে সুশীলাকে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাদান করিতে পারিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সেই বিদ্যা ও স্বীয় বুদ্ধির প্রাখর্য্যবলে দ্বাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পিতার সাহায্যে সুচারুরূপে বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। একে স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা গুণে নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে আবার বিদ্যাশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ গাম্ভীর্য্য, চিত্তৌদার্য্য এবং ঈশ্বরপরায়ণতা গুণে অলঙ্কৃত হইয়া বালার্কের ন্যায় দীপ্তিমতী হইয়া দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যদিও পৃথিবীতে জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহ ও বাৎসল্যের একমাত্র আস্পদ এবং সদুপদেশের অদ্বিতীয় আধারস্বরূপা জননীরত্নে শৈশবাবস্থায় বঞ্চিতা হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি উক্ত গুণত্রয়ের অভাব কখনও অনুভব করেন নাই বরং উহা ঈশ্বরানুগ্রহে প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুশীলা পিতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার পাদোদক প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া অতি ভক্তি সহকারে গ্রহণ করিতেন। তিনি সতত যত্নবতী থাকিতেন পিতা যাহাতে পত্নীবিয়োগ-জনিত কোনরূপ কায়িক বা মানসিক ক্লেশ না পান। সায়ংকালে শ্যামাচরণ ধান্যাগার হইতে গৃহিণীশূন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিতেন যে তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা সুধৌত প্রাঙ্গণে একখানি কাষ্ঠপীঠিকা ও একটী সুমার্জ্জিত ভৃঙ্গারে পাদোদক ও তদুপরি একখানি পরিষ্কার গাত্রমার্জ্জনী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। পিতা আসিবামাত্র সুশীলা অন্য গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সরলাকে উৎসঙ্গে স্থাপন পূর্ব্বক স্বাভাবিক প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে পিতৃদেবের সম্মুখীনা হইয়া সরলা আধ আধ স্বরে যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা তাঁহার গোচর করিয়া তাঁহাকে আনন্দসাগরে নিমগ্ন করিতেন। তৎপরে প্রেমের পুত্তলি ভগ্নীকে পিতৃক্রোড়ে দিয়া পিতাকে তামাক সাজিয়া দিতেন। পিতার তামাক সেবনের পর স্বয়ং তাঁহার চরণ ধোয়াইয়া কিঞ্চিৎ জলোযোগ করাইতেন। স্বর্গীয়া মাতাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া সুশীলা বাল্যকালে তাঁহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছিলেন।

পত্নীবিয়োগের পর শ্যামাচরণ রন্ধনের নিমিত্ত একটী স্ত্রীলোককে মাসিক তিন টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুশীলা বয়স্থা হইয়া রন্ধনের ভার নিজে লইয়া পিতাকে ঐ ব্যয় হইতে মুক্ত করিলেন। সেই স্ত্রীলোক সেই পরিবারের

বিশেষতঃ দেবীস্বরূপা সুশীলার দয়াগুণে এতদূর অনুরক্তা হইয়াছিল যে সে ঐ বাটী পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে বলিল "মা সুশীলা! আমি চিরদুঃখিনী, আমার ইচ্ছা আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ তোমাদের সহবাসে কাটাই। আমার বেতনে কোন আবশ্যক নাই, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পাইলেই যথেষ্ট।" সুশীলা ইহা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন এবং যেমন ঐ পরিবারের কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল, দুঃখিনী স্ত্রীলোকটী ও এক এক মুঠা অন্ন পাইতে লাগিল। তদবধি সুশীলার অনেক কার্য্য উহাদ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তিনি ভগিনীকে লালনপালন করিতে ও তাহার সহিত বালিকাসুলভ আমোদ প্রমোদে কাটাইতে অধিকাংশ সময় প্রাপ্ত হইতেন। মাতৃস্থানীয়া সুশীলা সরলাকে অতি যত্নে লালনপালন করিতেন এবং কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইলে তাহাকে একটু আধটু করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সরলা সুশীলাকে না দেখিয়া একদণ্ড তিষ্টিতে পারিত না। দুই ভগ্নীর অকৃত্রিম ভালবাসার বিষয় ভাবিলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাস্তবিক তাঁহাদিগের এক প্রাণ ও এক চিত্ত, দেহ কেবল ভিন্ন ছিল। বাল্যকালে সর্ব্বদা দুইজনে এক স্থানে খেলা করিত, এক স্থানে বসিয়া আহার করিত, এক দ্রব্য দুই ভাগ করিয়া ভক্ষণ করিত এবং এক স্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। এক বৃন্তোদ্ভব কুসুমদ্বয়ের ন্যায় অভিন্নহৃদয়া দুই ভগ্নী সহোল্লাসে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। গ্রামের অপরাপর লোকেরা স্ব স্ব পুত্র কন্যাদিগকে সদ্ভাব শিখাইবার জন্য সুশীলা ও সরলাকে দৃষ্টান্তস্থল করিয়াছিল।

সুশীলা এখন দ্বাদশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করাতে শ্যামাচরণ তাঁহার বিবাহের চেষ্টায় রহিলেন। অনেক স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, শ্যামাচরণও দেখিতে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পাত্র তাঁহার মনোমত হইল না। তাঁহার ইচ্ছা তিনি সুশীলাকে একটী সদ্‌গুণান্বিত পাত্রের হস্তে দিয়া আপনাকে সুখী করেন। যতগুলি পাত্র দেখিলেন তাহাদিগের একটী না একটী দোষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বরের অনুসন্ধানে বৎসরাধিক কাল গত হইলে অবশেষে বহু অন্বেষণের পর তিনি শ্রীরামপুরে নরেন্দ্রনাথ নামে ধীরপ্রকৃতি, গম্ভীর, সুশীল এবং বিদ্যানুরাগী এক যুবককে মনোনীত করিলেন। বিবাহের দিন স্থির হইল। যথাসময়ে শ্যামাচরণ একাধারে সর্ব্বগুণসম্পন্না সুশীলাকে পাত্রস্থ করিলেন। কন্যা সম্প্রদানের সময় মৃতদার শ্যামাচরণের অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত কঠিনহৃদয় পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। এতদিনে তাঁহার পত্নীবিয়োগদুঃখ নবীভূত হইল, তাঁহার নয়নের পুত্তলী গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সুশীলা পরের হইল। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার গুরুদাস বাবুর মাতা।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ সভ্য দেশের মহিলাগণের মহজ্জীবনের কাহিনী অনেক শুনিয়াছেন, একটী প্রবীণা হিন্দু মহিলা কেবল সহজ জ্ঞান এবং ঈশ্বর-নির্ভরের গুণে কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে গৃহধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক সন্তানকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন।

হাইকোর্টের জজ মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতা একটী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু রমণী ছিলেন। ডাক্তার গুরুদাস যখন তিন বৎসরের, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তদীয় জননী এক মাত্র সন্তানকে লইয়া আপনার পিতৃভবনে ছিলেন। তথায় থাকিয়া সন্তানকে লেখা পড়া শিখান। গুরুদাস বাবু বলেন, "যখন আমি চারি বৎসরের, সেই কালে ঠাকুর দালানের সিঁড়িতে ইট এবং মাটীর ঢিল লইয়া খেলা করিতেছিলাম, মাসী ঠাকুরাণী ঠাকুরের ভোগ লইয়া যাইবার সময় আমাকে ধমক দিয়া খেলার সামগ্রী পদ দ্বারা ঠেলিয়া ফেলিয়া দেন। তাহাতে আমার বড় রাগ হয় এবং রাগবশতঃ এক ঢিল তাঁহার পায়ে ছুড়িয়া মারি, তাহাতে আঘাত লাগে। এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ও আমাকে ক্রমাগত দশ বার ঘণ্টা ভর্ৎসনা করেন। সেই হইতে আমি ও রূপ কার্য্য জীবনে কখনও করি নাই। আমার মাতুল আমাকে আদর দেখাইতেছিলেন, কিন্তু জননী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। এই ঘটনাটী আমার চিরস্মরণীয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"

ষোল বৎসর বয়সে গুরুদাস বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। যখন তিনি রাত্রি জাগিয়া অধিক পরিশ্রম করিতেন, তখন জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"এত পরিশ্রম করিলে কি হইবে? ঠাকুরের উপর নির্ভর রাখিয়া পরিমিত পরিশ্রম কর। যদি হবার হয় তাহাতেই হইবে।" জগদীশ্বর কৃপা না করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না, এই কথা পুত্রকে তিনি সচরাচর বলিতেন। পরে যখন প্রথম বারে তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জলপানি পাইলেন এবং এল,এ, দিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, তখনও জননী বলিলেন, "বেশী আশা করা ভাল নয়। যদি পাশ না হও, কি করিবে?"

নিজের জলপানির টাকায় গুরুদাস বাবু এম, এ, পর্য্যন্ত পড়িলেন। তদনন্তর কিছু দিন কলিকাতায় শিক্ষকের কাজে ব্রতী হন। দূরে গেলে বেশী বেতন পাইতেন, মাতৃঅনুরোধে যাইতে পারিতেন না। শেষে বহরমপুর কলেজের আইন শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। মাতা জিজ্ঞাসা

করিলেন, "সে কাযে কি আগে কেউ ছিল?"

উত্তর। "যিনি ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" জননী বলিলেন, "এক জনের স্ত্রী পুত্র সেখান হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিতেছে? আর তুমি সেই চাকরী করিয়া সুখভোগ করিবে? না যাওয়া হইবে না। এখানে যা কিছু পাও, তাই আমার ভাল।" পরে আত্মীয়গণের অনুরোধে তিনি সন্তানকে উক্ত স্থানে যাইতে অনুমতি দেন।

গুরুদাস বাবু বহরমপুরে ছয় বৎসর কাল থাকেন। তথায় ওকালতিতে বেশ পসার হইল। মাসে হাজার বার শত টাকা পাইতে লাগিলেন। তখন জননী বলিলেন, "কলিকাতায় চল, এখানে আর ... না। সেখানে যাহা পা...

নির্ভর করিবে। এ কায তোমার যেমন ভাল হইল, তেমনি ভাবিবার বিষয় হইল।"

এই ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দু মহিলা ৭৫ বৎসর বয়সে সম্প্রতি দেহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। প্রতি দিন তিনি গৃহের সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং বরাবর স্বহস্তে রাঁধিতেন। এত রাঁধিতেন যে তাহাতে পরিবারস্থ লোকদিগের অর্দ্ধেক আহার্য্য প্রস্তুত হইত। ছোট ছোট সন্তানদিগকে কখনও তিনি প্রহার করেন নাই। বলিতেন "যে মারে, ছেলেরা তাহাকে শত্রু জ্ঞান করে।" অথচ ছোট ছোট ছেলেরা তাঁর কাছে আসিলেই শান্তভাব ধারণ করিত। পান ভোজন বিষয়ে বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের অনুরূপ আচ-...

কেন সুভাজন কোথা পাব আর?
এসহে কুমার—বিশকোটি প্রাণ
একান্তে করিছে তোমার সম্মান!
আশীষ করিছে দুই বাহু তুলি
প্রজা সাধারণ, মন প্রাণ খুলি।
কামনা করিছে তোমার কল্যাণ
কায় মন প্রাণে, ভারত সন্তান।
দিছে উলুধ্বনি—যতেক রমণী
তব আগমনে, কাঁপায়ে ধরণী।
দেখিবার আশে—ছাদে আশে পাশে
দাঁড়ায়ে রয়েছে—মনের উল্লাসে—
পুরনারীগণ—ও চাঁদ বদন
নিরখি কৃতার্থ হইবে কখন?
পথ পানে তাই তাকায়ে আছে!
কিবা ভাগ্যবতী!—তোমা হেন ধনে

কত সুখী ...
পেয়ে পুত্র ...
কেবা ভাগ্যবান তাঁহার মতন?
আহা মরি মরি কি সুন্দর কায়,
রূপে গুণে যেন কার্ত্তিকেয় প্রায়!
ধন্য সেই বিধি গড়িল যেবা!
দেখ যুবরাজ—এ ভারত আজ
পরিয়াছে কিবা অপরূপ সাজ!
কেন তব তরে—প্রতি ঘরে ঘরে
উৎসব করিছে প্রফুল্ল অন্তরে—
নরনারী গণ—এত আয়োজন
করিয়াছে কেন তোমার কারণ?
কেন করে সবে তব যশোগান
কিসে হ'লে তুমি এত ভাগ্যবান?
শত শত লোক চাহি মুখ পানে
কৃতার্থ মানিছে কৃতজ্ঞতা দানে—

বলেন, "এত দিন কেবল তাঁহাকে সংসারের মা বলিয়াই দেখিয়া আসিয়াছি। এখন তাঁহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে সেবা করিবার ইচ্ছা হইতেছে।" অন্তিম কালে পুত্র বলিলেন, "গঙ্গা আপনাকে আমাদের কোল শূন্য করিয়া লইতে পারিবেন না।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "আর অমন কথা বলিও না। আমার এখন আর কাহারও প্রতি মায়া নাই।"

এই মহিলা কিরূপ উন্নতমনা ছিলেন, পুত্রের সদ্‌গুণ, ভদ্র ব্যবহার, বিনয়, সচ্চরিত্রতা দেখিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুদাস বাবু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শেষের দিনে ব্রাহ্মদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। বলিয়াছিলেন, "আমার মায়ের নামে এক দিন সার্ব্বভৌমিক প্রার্থনা "universal prayer" হয় এইটী ইচ্ছা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপা জননীর ইনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সৎপুত্র।

অভ্যর্থনা।

এস যুবরাজ—এলবার্ট ভিক্টর!
ওহে ভারতের ভাবী অধীশ্বর?
রাজ-রাজেশ্বরী পিতামহী যার,
[illegible] থাকা হইবে
[illegible] হইবে, তাহাতেই চলিবে। চিরকাল বিদেশে থাকা যায় না।"

গর্ব্বে বরি আজ—ধন্য এভুবনে—
তোমার জননী; জনক তোমার
[illegible] আজ—অবনী যাঁহার।
[illegible] ধি—অমলা রতন
[illegible] রণ ছিল। ধর্ম্মনিষ্ঠা বা কঠোরতা [illegible] বেশী বাড়াবাড়ি ছিল না, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ভগবানের প্রতি নির্ভর করিতেন এবং অপরকে করিতে বলিতেন। ব্রাহ্মেরা এক সময়ে তাঁহার ভবনে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে সেইরূপ কীর্ত্তনের প্রশংসা করেন।

গুরুদাস বাবু বলেন, "জননীর বিশেষ অনুরোধেই কলিকাতায় আসিতে হইল, আমার ইচ্ছা ছিল না। তথায় বেশী অর্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল। এখন দেখিতেছি, তাঁর কথায় মঙ্গল হইয়াছে। তাঁহার শিক্ষার গুণে অর্থ উপার্জ্জনের লালসাও আমার কমিয়া গিয়াছে।"

জননী যে দিন শুনিলেন পুত্র হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, সে দিন তাঁহার এক অতিরিক্ত ভাবনা বাড়িল। পুত্রকে বলিলেন, "ওকালতির কাজে তোমার নিজের উপর দায়িত্ব ছিল না, এখন তোমার কথার উপরে লোকের মঙ্গলামঙ্গল অনেক

লেখা পড়া না শিখিয়া স্বভাবতঃ ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে হিন্দুমহিলা কেমন বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যদক্ষা হইতে পারেন, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গুরুদাস বাবু এমন বিদ্বান্ এবং উচ্চপদস্থ হইয়াও জননীর সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন গুরুতর কার্য্যে হাত দিতেন না। তিনি

ভকতি ভরেতে করিয়ে প্রণাম
ঘোষিছে সকলে তোমার সুনাম।
রাজভক্ত প্রজা—ভারত সন্তান
বিদিত সংসারে, সঁপে দেহ প্রাণ
রাজকরে, করি আত্ম সমর্পণ ;
রাজ-হিতে জানে আপন কল্যাণ,
রাজ-দরশনে স্বর্গ পায় করে।
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারতে আনন্দ অপার!
রাজা—মহারাজা—প্রজা অগণন
যুবরাজে হেরি আনন্দে মগন।
পূর্ণ জনপদ—আনন্দ উৎসবে
নৃত্য গীত বাদ্যে মাতিয়াছে সবে।
জনতায় ভিড়—গাড়ীর ঘর্ঘরী
পশিছে শ্রবণে দিবা বিভাবরী।
নগর সকল ইন্দ্রের ভবন,
আলোক মালায় শোভিছে কেমন ?
চাহিলে মানস মোহিত হয় !
বিলুপ্ত ভারতে আর্য্যকীর্ত্তি সব,
দেখাবার কিছু নাহি অভিনব।
শৌর্য্য বীর্য্য এবে স্বপনের কথা
পুরাণেতে শুনি, যেন উপকথা !
জাহ্নবী যমুনা আছে হিমালয়
জাগাইতে স্মৃতি, কত কিছু লয়
পেয়েছে ভারতে—কাল-স্রোতে গতি;
ধারা বহে চোখে সে সকল স্মরি।
যাও যুবরাজ দেখ ভ্রমি সব,
কোথাও না পাবে প্রাচীন গৌরব।
নীরব সকল গিরি গুহা বন
নদনদী সিন্ধু সুধাংশু তপন।
মরমে মরিয়া আছে যেন সব !
অতুল ঐশ্বর্য্য—বিপুল বৈভব—
নাহি কিছু তার,—কি দেখাবে আর ?
সোণার ভারত এবে ছার খার।
নিরখি বিষাদে নয়ন ঝরে!

বিন্ধ্য হিমাচল জাহ্নবী যমুনা !
এ সময় কেহ নীরব থেকনা।
দেও বিসর্জ্জন বিস্মৃতি সাগরে
পূর্ব্ব কথা, কেহ রেখ না অন্তরে।
'জয় ভিকটরিয়া—জয় যুবরাজ'
কোটি কণ্ঠে মিলে গাও সবে আজ।
অচেতন দেহে আসুক পরাণ,
জাগিয়া উঠুক ভারত সন্তান।
বাজাইয়ে ভেরী ধরিয়ে নিশান,
যুবরাজে সবে করুক সম্মান।
গাওরে বিহঙ্গ সুমধুর স্বরে,
গাইয়ে জনম সফল কররে।
হেন শুভ দিন কবে হবে আর,
বিজন সমাজে করিবি প্রচার
রাজ আগমন ? শুনি সে বারতা
আনন্দে ভাসিবে বন্য তরু লতা
মাতায়ে তুলিবি গহন বন ?

দীর্ঘজীবী হয়ে থাক যুবরাজ।
রাজ-সিংহাসনে যখন বিরাজ
করিবে ভিক্টর, প্রজাপুরঞ্জন
রাজা বলি যেন সুযশ কীর্ত্তন
করে প্রজাগণ,— এই ভিক্ষা চায়
সাধ প্রজাহিত থাকি সুস্থকায়,
ভুঞ্জ রাজ্য-সুখ 'ব্রিটনে' বসি॥

অপূর্ব্ব গহ্বর।

আমেরিকার ওহাইও প্রদেশস্থ ওয়েন-ডট কাউন্টিতে পাথুরিয়া চুণের পাহাড়ে সম্প্রতি একটী অদ্ভুত নৈসর্গিক গহ্বর আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পরিসর প্রায় ৪০ হস্ত এবং উপরের ছাদ প্রকাণ্ড গুম্বজ ন্যূনাধিক ৩৪ হস্ত পরিমিত। আবিষ্কর্ত্তারা একটী বৃহৎ রজ্জু অবলম্বন করিয়া গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। গহ্বরের সকল অংশ সমান নহে। পরিধি দুই হস্ত হইতে বিংশতি হস্ত হইবে। তাঁহারা এইরূপে প্রায় ১০০ পাদ নিম্নে অবতরণ করিয়া সহসা আর একটী বৃহৎ গুহা প্রাপ্ত হন। ইহা প্রথমোক্ত গহ্বর অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং অতীব আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত। প্রাচীর সকল শুভ্র মার্ব্বেলের ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিতেছে। আবিষ্কারকদের নিকট আলোক ছিল। সেই আলোকে শুভ্রতা এত উজ্জ্বল হইল যে তাহার দিকে চাওয়া যায় না। আবিষ্কর্ত্তারা অনুসন্ধান করিয়া গহ্বরের গঠন উপাদানে প্রভূত সুন্দরাকৃতি (Stalactiles and Stalagmites) প্রস্তর দেখিতে পাইলেন। ক্ষণেক অবস্থানের পর পুনর্ব্বার রজ্জু অবলম্বনে উপরে অধিরোহণ করিয়া পার্শ্বস্থ স্থান সকল সম্পূর্ণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। গহ্বরের কিছু দূরে ইহারা একটী হ্রদ দেখিতে পান। ইহার জল যেমনি পরিষ্কার ও নির্ম্মল, তেমনি শীতল। পরিমাণেও অগাধ বলিয়া প্রতীতি হইল। জল এমন পরিষ্কার যে একটী চক্‌চকে তাম্রমুদ্রা ফেলিয়া দিলে, জলের ৫০ পাদ নিম্ন পর্য্যন্ত তাহা মগ্ন হইতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এখানে কোন প্রকার জীব জন্তু নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া একটীও জীবন্ত প্রাণী দৃষ্ট হয় নাই। অন্য দিকেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই হ্রদের অব্যবহিত পরে আর একটী ভয়ানক গহ্বর বিদ্যমান আছে। ইহা দুর্গম গিরিসঙ্কটে পরিরক্ষিত, তথায় গমন করিবার কোন উপায় নাই। আবিষ্কর্ত্তারা কাজে কাজেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার সম্পূর্ণ আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেতেছেন।

কনিমগ দুর্ঘটনা।

আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া প্রদেশের পশ্চিমে কনিমগ্ নামে একটী গিরিনদী প্রবাহিত। ইহারই উপকূলে জনষ্টাউন নগর অবস্থিত। প্রায় ২৫ বৎসর হইল পেনসিলভেনিয়ার পশ্চিম প্রদেশস্থ খালে প্রচুর পরিমাণে জল যোগাইবার জন্য

নদীর কিয়দংশ একটী প্রকাণ্ড সুদৃঢ় সেতু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া বৃহদাকার একটী কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার নাম সাউথ ফর্ক লেক বা দক্ষিণ কণ্টক হ্রদ। ইহা প্রস্থে সার্দ্ধ এক মাইল পরিসর এবং দৈর্ঘ্যে দুই মাইল। সেতুটী প্রস্তরময় ৭০ ফিট উচ্চ ও ইহার ভিত্তি ২০ ফিট। জলরাশির ঊর্দ্ধতম গভীরতা ১০০ ফিট। সেতুটী গিরিসঙ্কটের উপর নির্ম্মিত, সুতরাং ইহা এক প্রকার দুর্ভেদ্য। পঞ্চ বৎসর অতীত হইল, ইহাতে মৎস্যের উৎপাদন করা হইয়াছিল, মৎস্যও বিলক্ষণ জন্মিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ারেরা পরিদর্শন করিয়া সেতুটীকে নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই। গত মে মাসে প্রবল বন্যায় নদী উচ্ছ্বসিত হইয়া জনষ্টাউন নগরের কিয়দংশ ভাসিয়া যায় এবং সেই সময়েই সেতুর প্রতি সন্দেহ হইয়াছিল। ৩১এ মে জনষ্টাউন, কনিমগ প্রভৃতি জনপদে বিপদের বার্ত্তা প্রচারিত হয়। লোকেরা তখনও বিপদের অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিতে না পারিয়া অব্যাহতি পাইবার উপায় অবলম্বন করে নাই। এই দিন অপরাহ্ণ দুইটার সময় সেতু ছাপাইয়া জলরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল—এই সময় বিপদের শেষ সংবাদ লইয়া একজন অশ্বারোহি দূত জনপদ অভিমুখে আগমন করে—সেতুর নিকট প্রায় দেড় মাইল দূরবর্ত্তী জনপদে ছয় মিনিট মধ্যে আগমন করে—জলরাশি কেবল তাহার দুই মিনিট পশ্চাৎ ছিল—সুতরাং অবিলম্বে পশ্চাৎ ধাবিত প্রবল প্রবাহ তাহার ল্যাগাল ধরিয়া জল মগ্ন করিয়া ফেলে।

সেতুর যে অংশ ছাপাইয়া প্রবাহ বহিতেছিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ভগ্ন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সেতুর মধ্যদেশ ভিত্তি সমেত উৎপাটিত হইল। অপরাহ্ণ চারিটার সময় সমস্ত জল বহির্গত হইয়া হ্রদ শূন্য হইল। কিন্তু নিম্নস্থ জনপদের অবস্থা ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। উত্তাল তরঙ্গবেগে প্রপতিত সহস্র সহস্র পর্ণকুটীর, অট্টালিকা, কারখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া নদীগর্ভে কবলিত হইতেছে! জনষ্টাউন নগরের ভয়ানক দুর্দ্দশা। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বাটি জলমগ্ন বা প্লাবিত—ছাদ, চাল ও দারুরাশি স্তুপাকারে নদী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে—সহস্র সহস্র হতভাগ্য বাসিন্দা তদুপরি আরোহণ করিয়া কোন ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিতেছে। গৃহ পরিজন স্বজন কে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, সম্মুখে যে যাহা পাইয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া প্রাণরক্ষার্থ যত্নবান্ হইয়াছে। বিপদের উপর বিপদ! গৃহের ভগ্নাংশ বা কাষ্ঠের স্তুপ সকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া মহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যাহারা জল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইল। জীবনাশে অগ্নি ও বরুণদেবের এরূপ সখ্যতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। কত লোক বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্যাপিও তাহার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই—আনুমানিক ১০০০০ সহস্রেরও

অধিক হইবে। সম্পত্তিও প্রায় ৫।৬ কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে। এরূপ দৈবোৎপাত অল্পই ঘটিয়া থাকে। পেন-সিলভেনিয়া প্রদেশের অধিকাংশ স্থান এই বন্যায় উৎপীড়িত হইয়াছে। ওয়াসিংটন নগরও অক্ষত নহে—তবে জনষ্টাউন নগরও তৎ সন্নিহিত জনসমাজই বিশেষ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে। এই নগরেই কেম্বিয়ার বৃহৎ লৌহ কারখানা। এই কারখানা হইতেই নগরের শ্রীবৃদ্ধি। এখানে প্রায় ২০০০০ লোকের বসতি ছিল। নগরটী মুহূর্ত্তে সমভূমি হইয়াছে। দুর্ভাগ্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ আমেরিকার স্থানে স্থানে প্রভূত অর্থসংগৃহীত হইতেছে। এক নিউইয়র্ক নগর হইতেই দুই দিনে দুই লক্ষ ডলার (প্রায় ৬ লক্ষ টাকা) উঠিয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ব।*

গায়ক বানর।

গিবন নামে এক জাতীয় বানর আছে, তাহারা গান করিয়া থাকে। পরিব্রাজক ওয়াটরহাউস্ সাহেব গিবনের সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন। তিনি বলেন ইহার স্বর কিছু কর্কশ বটে, কিন্তু ইহার গীত অতি সুশ্রাব্য। তিনি আরও বলেন যে গিবন যে স্বরে গান করে, তাহা এত স্পষ্ট যে সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাহা লিপিবদ্ধ করিলে সেই স্বরে গান বাঁধা যাইতে পারে। অধ্যাপক ওয়েলস্ বলেন যে গিবন জাতীয় বানর ব্যতীত অন্য কোন পশুকে গীত করিতে দেখা যায় না। আমার অনুমান হয় গিবনেরা বিবাহের পূর্ব্বে মনোনীত পাত্রীর চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত গান করিয়া থাকে।

সুরঞ্জিত বানর।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মান্দ্রিল নামে এক জাতীয় বানর দেখিতে পাওয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মান্দ্রিলের গাত্র অতি সুন্দররূপে রঞ্জিত। ইহার মুখ গাঢ় নীল বর্ণ। কোন কোন মান্দ্রিলের নীল বর্ণ মুখের উপর শ্বেত বা কৃষ্ণবর্ণের আভা দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ সুরঞ্জিত জন্তু আর নাই।

উচ্চরবকারী কীট।

সিকাডা নামে পদ্মপাল জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র কীট আছে। এই জাতীয় কীটের পুরুষদিগের স্বর যেরূপ উচ্চ ও কর্কশ, এমন আর অন্য কোন জাতীয় কীটের নহে। কাপ্তেন হানকক্ অর্দ্ধ ক্রোশ দূর হইতে সিকাডা কীটের রব শুনিয়াছিলেন। পুরাকালে গ্রীকেরা এই কীটকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পাখীর ন্যায় পুষিত। পুরুষ সিকাডারা এরূপ উচ্চ রব করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী সিকাডারা একবারে বাক্‌শক্তিহীন। তজ্জন্য গ্রীকেরা

* ডারউইন ও অন্যান্য প্রাণিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের লেখা হইতে সংগৃহীত।

বলিত যে সিকাডারাই সুখী, কেননা তাহাদের স্ত্রীরা বাক্যস্ফুট করিতে পারে না।

ঘটিকা পক্ষী।

দক্ষিণ আমেরিকায় এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহাদের স্বর অবিকল ঘটিকার বাদ্যের ন্যায়, তাহাদিগকে ঘটিকা পক্ষী বলিয়া থাকে। ঘটিকা পক্ষী শ্বেতবর্ণ, ইহার আকৃতি কাকের ন্যায়, লম্বা প্রায় এক ফুট। ইহার স্বর অতি গম্ভীর ও উচ্চ, প্রায় দুই ক্রোশ দূর হইতে শুনা যায়। দূর হইতে বোধ হয় যেন ঘটিকার শব্দ হইতেছে।

জিহ্বাশূন্য পক্ষী।

অষ্ট্রেলিয়ায় এমিউ নামক এক জাতীয় পক্ষী আছে, ইহাদের জিহ্বা নাই বলিয়া ইহারা সঙ্গীত করিতে কিম্বা কোন প্রকার শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে না।

হাস্যকারী পক্ষী।

অষ্ট্রেলিয়ায় নানাজাতীয় হাস্যকারী পক্ষী আছে, তন্মধ্যে জ্যাকাশ নামধারী পক্ষীদিগের হাস্যরব অতি স্পষ্ট ও শ্রুতি-মধুর। মনুষ্য হাস্য করিলে যেরূপ শব্দ হয়, ইহারাও হাস্য করিলে ঠিক্ তদনুরূপ শব্দ হয়। ইহারা প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে নিয়মিতরূপে হাস্য করিয়া থাকে। একটা শৃগাল চীৎকার করিলে যেমন নিকটস্থ শৃগালেরা চিৎকার করিতে থাকে, তেমনি একটা জ্যাকাস পক্ষী হাস্য করিলে, নিকটস্থ সমস্ত জ্যাকাস পক্ষী হাস্য করিতে থাকে।

সেনেকা।

রোমীয় পণ্ডিত মহাত্মা সেনেকার নাম সকলেই শুনিয়াছেন। খৃষ্টের জন্মের কিছু-কাল পূর্ব্বেই কর্ডোভা নগরে ইহাঁর অভ্যুদয় হয়। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক রোমীয় সমাজে থাকিয়া ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও ইনি এরূপ জীবন দেখাইয়াছেন, ও এরূপ মহৎ কথা সকল বলিয়া গিয়াছেন যে খৃষ্টানেরা বলেন নিশ্চয়ই তিনি খৃষ্টের উচ্চ উপদেশ সকল সেন্ট পলের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই মহাত্মার চরিতাখ্যায়ক বলেন যে সেনেকা জননীর স্তন্যের সহিত তাঁহার মহত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন। রোমসম্রাট্ দ্বেষপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে দ্বীপান্তরিত করিলে পর জননীকে সান্ত্বনা দিয়া একবার লিখিয়াছিলেন "মা! তুমি বেশ-ভূষার প্রতি আদৌ অনুরক্ত নও। তোমার একমাত্র উৎকৃষ্ট ভূষণ আছে, কাল ইহাকে নষ্ট করিতে পারে না; উহা তোমার সর্ব্বজনপ্রশংসিত সতীত্ব রত্ন"। সেই কালে রোমীয় বালকেরা সাত আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্তঃপুরে রমণী-দের নিকটেই থাকিত। মহাত্মা সেনেকা জীবনে যে সকল সদ্গুণ দেখাইয়া জগৎকে

মোহিত করিয়াছেন ও যে সকল সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘোর খৃষ্টানেরাও তাঁহাকে খৃষ্টান সেণ্ট বা পুণ্যাত্মাদের দলে স্থান দিয়াছেন, সেই মহৎগুণ সমূহের বীজ বাল্য জীবনেই মাতা, মাতৃস্বসা ও ভগ্নীর দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে রোপিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সত্যই বলিয়াছেন যে একজন সুমাতা একশত শিক্ষকের সমান। বস্তুত পৃথিবীর পূর্ব্বতন কাল হইতে যত মহৎ লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা লইলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় শতকরা ৯৯ জন সুমাতাদের গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। সেনেকা যৎকালে অসাধারণ জ্ঞান ও বাগ্মিতার দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিতেছিলেন, সেই সময়ের রোমীয় সমাজের অবস্থার বর্ণনা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু এই জঘন্য ও অতীব ভয়ানক কালে জন্মিয়াও তিনি যে সকল অতি উচ্চ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী মাত্র এখানে উদ্ধৃত হইল। এই সকল কথার সহিত সকল দেশের ধর্ম্মগ্রন্থস্থ উচ্চ কথার আশ্চর্য্য ঐক্য দেখা যায়।

১। ঈশ্বর তোমার নিকটে আছেন, তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার মধ্যে আছেন। পবিত্রস্বরূপ পরমাত্মা আমাদের পাপ পুণ্য সকলই দেখেন। তিনি মনুষ্যের নিকট আছেন, কেবল তাহাই নহে, তিনি মনুষ্যের মধ্যে আছেন। কোন সাধুহৃদয় ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইতে পারে না।

২। আমরা ঈশ্বরের নিকট খোলা রহিয়াছি। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। তিনি আমাদের অন্তরে উপস্থিত রহিয়াছেন এবং আমাদের গূঢ় চিন্তা সকলেও প্রবেশ করেন। আমরা সমগ্র মানবজাতির চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছি ভাবিয়া চিন্তা ও কার্য্য করা উচিত, আর মনে করা উচিত যে কোন না কোন ব্যক্তি আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন ও দেখিতেছেন।

৩। তুমি কি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে চাও? তবে পবিত্র হও ও দেবতার সকলের অনুকরণ কর।

৪। যদি ন্যায়পরায়ণ হইতে হয়, তবে এইটী বুঝা উচিত ও মনে গাঁথিয়া রাখা উচিত যে আমাদের মধ্যে কেহই নিষ্কলঙ্ক নাই। এমন কেহই নাই যিনি নিজের সকল দোষ ক্ষালন করিতে পারেন। যিনি নিজকে নির্ম্মল বলেন, তিনি বোধ হয় অন্য লোকে তাঁহাকে যাহা বলেন তাহাই বলেন, তাঁহার বিবেক যাহা বলে তাহা বলেন না।

৫। ধনই মানবের অসুখ ও অশান্তির প্রধান কারণ। তোমরা ধনে এত মুগ্ধ হও কেন? ও কেবল দেখিতে চক্‌চকে। বরং যথার্থ ঐশ্বর্য্যের (মনের, যাহা নষ্ট হইবে না ও চিরদিন সুখের প্রস্রবণ স্বরূপ রহিবে) দিকে লক্ষ্য কর; সামান্য ধন পাইয়াই সুখী হইতে শিক্ষা কর। ধনী

হইবার প্রধান উপায় ধনের মায়া ছাড়া ও ধনকে ঘৃণা করা । (ও কেবল নেশার মত, খাইলেই ভাল বোধ হয় ও ক্রমেই নেশা বাড়ে ; কিন্তু ফলে উহা বিষ বই আর কিছুই নহে) ।

৬। মনুষ্যেরা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য জন্মিয়াছে। যদি নিজের জন্য বাঁচিতে চাও, তবে পরের জন্যও বাঁচা উচিত। যত দিন আমরা মনুষ্যদের মধ্যে থাকিব, তত দিনই প্রেম ও দয়া বিতরণ করা উচিত। আমরা যেন কাহারও দুঃখ বা বিপদের কারণ না হই। আমরা এক পরিবারের লোক ; পথভ্রান্ত-দিগকে পথ নির্দ্দেশ করিব এবং অন্নহীন কাঙ্গালের সহিত অন্ন ভাগ করিয়া খাইব ।

৭। কাহারও উপকার করিতে পারিলে জিহ্বাকে সংযত করিবে, যেন সে জগৎকে তোমার সৎকার্য্যের কথা না বলিয়া দেয়। উপকার করিতে যাইয়া অহ-ঙ্কার অপেক্ষা পরিত্যাজ্য বিষয় আর নাই।

৮। ভগবানের কতই দয়া ! আমরা কিসের উপযুক্ত ? তথাপি দেখ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন জ্ঞানের আলোক পাই। দেখ তাঁহাকে যাহারা মানে না, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করে, তাহাদিগকেও কত কি (প্রতিক্ষণই) দিতেছেন—যাহারা এত পাইয়াও অকৃতজ্ঞ রহিয়াছে—তাহারাও আবার করুণা পাইতেছে।

গৃহধর্ম্ম ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

যাবন্ন বিন্দতে যায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্
যন্ন বালৈঃপরিবৃতং শ্মশানমেব তদ্গৃহং ।

যাবৎ পুরুষ দারা না করে গ্রহণ,
তাবৎ অর্দ্ধাঙ্গ বলি তাহার গণন ।
শিশুগণে যে গৃহ না হয় পরিবৃত,
সে গৃহ শ্মশানভূমি, নহে বাসোচিত । ১

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

বহু কল্যাণের পাত্রী সম্মান-ভাজন,
সন্তান-উৎপত্তিহেতু হন ভার্য্যাগণ,
শ্রী স্বরূপা নারীগণ গৃহের ভূষণ,
স্ত্রীতে শ্রীতে ভেদ না জানিবে কদাচন । ২

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুস্বভাবযুতেশ্বরঃ ।
ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে ॥

সর্ব্ব অঙ্গে সুসম্পূর্ণা সুশীলা রমণী,
বিবাহ করিবে নর ধর্ম্মপত্নী গণি ।
মূল্য দিয়া ভার্য্যারূপে ক্রীত যেই হয়,
বৈধ পত্নী বলি কভু গণনীয় নয় । ৩

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ ॥

আমরণ না করিবে কোন ব্যভিচার
পরস্পরে, দম্পতির এই ধর্ম্ম সার । ৪

তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রী-পুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরং ॥

গৃহ যুক্ত ভাবে ধর্ম্ম করিবে পালন,
পতি পত্নী বিযুক্ত না রবে কদাচন । ৫

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥

স্বামী ভার্য্যা পরস্পরে সদা তুষ্টচিত
যে গৃহে, সে গৃহে যেন কল্যাণ নিশ্চিত ।

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

পতিপ্রাণা প্রজাবতী পতি-আজ্ঞাধীন
বাক্য মন কর্ম্মে শুদ্ধা ভার্য্যা চির দিন।৭

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥

অনুগতা ছায়া যথা স্বচ্ছ দেহ মন,
সখী যথা পতিহিত করিতে সাধন,
গৃহ কর্ম্মে সুনিপুণ সদা হৃষ্টচিত,
উত্তম গৃহিণী সেই জগতে বিদিত।৮

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী
নচাতিব্যয়শীলাস্যাৎ ন ধর্ম্মার্থ বিরোধিনী॥

অবিবাদী মিতব্যয়ী সুমিষ্টভাষিণী,
ধর্ম্মে অর্থে পতির না হবে বিরোধিনী।৯

পতি প্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া,
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং।

যে নারী পতির প্রিয় কর্ম্মে সদা রত,
সদাচারা ইন্দ্রিয়-সংযমে দৃঢ়ব্রত,
ইহকালে তাঁর যশ গায় সর্ব্ব জন,
পরকালে তাঁর সুখ না যায় বর্ণন।১০

নূতন সংবাদ।

১। যুবরাজকুমার এলবার্ট বিক্টর হায়দ্রাবাদ হইতে মান্দ্রাজে গিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। তিনি ১৬ ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন এবং সমুদ্র পথ দিয়া ২০এ তারিখে রেঙ্গুণে উপস্থিত হইবেন। ২৪এ ব্রহ্মরাজধানী মাণ্ডালেতে যাইবেন এবং কয়েকদিন ব্রহ্মদেশের নানাস্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক মাসের শেষ দিন কলিকাতা যাত্রা করিয়া ৩রা জানুয়ারি শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কলিকাতায় পদার্পণ করিবেন। ১৬ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিবেন। পরে কাশী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, লাহোর, পেশোয়ার দর্শন করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি ফিরিবেন এবং কপূর্থলা, জয়পুর, নেপাল প্রভৃতি রাজ্য পরিদর্শন করিবেন, তাহাতে প্রায় দেড় মাস কাল যাইবে। ২৩এ মার্চ্চ বোম্বাই প্রত্যাগত হইয়া ২৭এ মার্চ্চ ইংলণ্ডে পুনর্যাত্রা করিবেন।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৭ই না হইয়া ২৪ এ ফেব্রুয়ারি এবং বি এ ও এফ এ পরীক্ষা ১০ই মার্চ্চ হইবে।

৩। স্ত্রীলোকদিগকে কার্য্যকরী শিল্প বিদ্যা শিখাইয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য বোম্বাইতে একটী কমিটী হইয়াছে।

৪। আগামী জাতীয় মহাসমিতিতে রমণী-প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা।

৫। ইউরোপ মধ্যে সংবাদ পত্র প্রচারে জর্ম্মণি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তথায় ৫৫০০ খানি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে ৮০০ খান দৈনিক।

৬। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম মাননীয় জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন হাইকোর্টের বিচারক পদ হইতে শীঘ্র অবসর লইতেছেন।

৭। বাবু লালচাঁদ দিল নামে এক মাড়ওয়ারী পুরী যাত্রীদিগের জন্য কটকে

এক বিশ্রামস্থান নির্ম্মাণার্থ ৮ হাজার টাকা ও গৃহের অনেক মাল মসলা দান করিয়াছেন। ছোট লাট ইহার সৎকার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমলোচনা।

১। Practical English Primer, First Book অর্থাৎ ইংরাজী প্রথম শিক্ষার পুস্তক, বাবু কেদার নাথ বসু প্রণীত মূল্য ৵০ আনা। এই পুস্তকখানি এমন সুন্দর রূপে মুদ্রিত হইয়াছে যে দেখিলে বিলাতী ছাপা বলিয়া বোধ হয়। ইহার বাহ্য দৃশ্য যেমন সুন্দর, ইহাকে প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্য গ্রন্থকার সেইরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইংরাজী কথার উচ্চারণ ও অর্থ এবং ইংরাজী হাতের লেখা ও ব্যাকরণের সহজ সূত্র সকল ইহাতে যেরূপ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে গৃহে বসিয়া এক ব্যক্তি ইহা অবলম্বন করিয়া অনায়াসে ইংরাজী শিখিতে পারে। অন্তঃপুরিকাগণ ইহা দ্বারা ইংরাজী শিক্ষার বেশ সাহায্য পাইবেন। ইহা বিদ্যালয়ে পাঠ্য মধ্যে গণনীয়।

২। চাণক্য শ্লোক—পণ্ডিতবর তারা কুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক মূল, বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ, ব্যাখ্যা, প্রমাণ প্রয়োগ, পাঠান্তর ও চাণক্যের জীবনচরিত প্রভৃতির সহিত সম্পাদিত, মূল্য ।০ আনা। হিতোপদেশের ন্যায় এই পুস্তকখানিও ভারতের অমূল্য রত্ন এবং ইহা অতি সুন্দর আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া /৫ মূল্যের ইহার এক সংস্করণ হইয়াছে, তাহাতেও ১০৮টী শ্লোক আছে এবং সকলগুলি সুনীতি শিক্ষার বিশেষ সহায়। প্রত্যেক ছাত্রেরই ইহা শিক্ষণীয়।

বামা রচনা।

দুরন্ত সিন্ধু।

সুনীল অম্বর তলে
ঢালিয়া বিশাল কায়,
ঘোর নীল বারি রাশি,
করিতেছে হায় হায়!১

অবোধ শিশুর মত
কাঁদিতেছে অবিরত,
ধাইতেছে অবিশ্রাম
অনন্তের পানে? ২

কিসের অশান্তি এত
গভীর সাগর প্রাণে?

কত যুগ যুগান্তর ধায়,
অবিরাম একস্বরে

গাইতেছে মহাসিন্ধু
মহাদেব-বাণী
আকাশ গগণ ভেদি
উঠিতেছে ধ্বনি। ৩

সুগভীর গরজনে
কাঁপায়ে জগত প্রাণ
উচ্ছ্বসিত জলরাশি করিছে গর্জ্জন,
পাষাণ বন্ধন গুলি
ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলি
আর্ত্তনাদ করে অনুক্ষণ। ৪

প্রসারি সহস্র বাহু
দিবানিশি 'হু হু' 'হু হু'
দারুণ উন্মাদ
তুলিতেছে ভীষণ নিনাদ।
গরজিয়া শূন্যে উঠে
আকুল পরাণ,
আছাড়েতে ধনী টুটে
হয় শত খান। ৫

আত্মঘাতী পাগলের পারা
চারিদিগে ছুটে দিশাহারা,
একান্ত অধীর প্রাণ
না মানে সান্ত্বনা,
আবরি রাখিতে নারে
প্রাণের যাতনা। ৬

আপন গাম্ভীর্য্য ভুলি
ফেণিল তরঙ্গ তুলি
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে
রোষেতে মাতিয়া
ধরণীর পদপ্রান্তে
পড়ে আছাড়িয়া। ৭

মহা বেগে ছুটিতেছে
আবর্ত্তের জল।
নিজ বক্ষে টানিতেছে
বিশ্ব ভূমণ্ডল।
আকাশ দাঁড়ায়ে
যেন স্তম্ভিত অচল,
নীরবেতে শুনিতেছে
মহা কোলাহল। ৮

দিবস রজনী রয়েছি পশি,
কাটিয়া যাইছে বরষ মাস,
দেখিলাম দিন রাতি
বিরাম নাই এক রতি
শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই—
অবিরাম অবিশ্রাম
বিদ্রোহী হৃদয় সম
করিছে সংগ্রাম। ৯

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বার মাস
অবিরাম তুলিতেছে আকুল নিশ্বাস,
ভেদিয়া গভীর নিশি
ঐ শ্বাস মর্ম্মে পশি
শিহরিয়া উঠিছে পরাণ;
সতত উন্মত্ত পারা
একেবারে দিশা হারা,
ধরণীর কোলে যেন
যেতে চায় মিশি,
গভীর প্রাণের ব্যথা
কহি নিরালায় বসি। ১০

দিবসের কোলাহল
দূরে করে পলায়ন,

জগৎ ঘুমায় সুখে
বিরামের কোলে।
নিঝুম নীরব চারি ভিত,
নিস্তব্ধতা ধীরে
বসিয়া শিয়রে
গায় মৃদু শান্তির সংগীত। ১১
নিদ্রাহীন স্বপনের মত
শুধু সিন্ধু জেগে অবিরত,
জাগাইয়া জগতেরে
একাকী লইয়া বসি
গোপনে প্রাণের কথা
কহে দিবা নিশি। ১২
মধু নিশি পূর্ণিমায়
বাতায়াতে বার বার
বসন্ত সমীরে খেলে
জোছনা লহরী,
আকাশ বিজনবনে
ধরে না মাধুরী। ১৩
পুলকে অবশ হিয়া
পাখীটি গায় হরষে
কি জানি কি স্মৃতি লয়ে
তুমি উঠ আকুলিয়ে
অধীর হুতাশে। ১৪
অকূল বাসনা লয়ে
ফিরিতেছ চারিভিত,
ডাকিতেছ কার নাম গেয়ে ?
হারায়ে গিয়াছে যেন
হৃদয়ের ধন,
পর্ব্বত সমান ব্যথা
করিছ গোপন। ১৫
কি দারুণ অশান্তি সদা
জাগিছে অন্তরে,
তাই বুক ভাঙ্গিতেছ
কঠিন প্রস্তরে!
তব এ অবুঝ ভাষা
বুঝে ওঠা দায়,
আভাসে শুনিনু যেন
শুধু হায়! হায়! ১৬
কি গভীর বেদনা তব
আছে সঙ্গোপনে,
ইচ্ছা হয় অতলে পশি
করি অন্বেষণ,
গভীর রহস্য ভেদি
করি প্রাণপণ। ১৭

শ্রীমতী দেবী—
মাদ্রাজ।

আদরিণী।

নেচে নেচে দুলে দুলে,
আদরিণী আয় কোলে,
ঢেলে দেরে প্রাণে মোর,
সুখ হাসিখানি তোর,
আয় বোন, আলোটুকু
আঁধার বুকে
রাঙ্গা ছোট দুটী ঠোঁটে
হাসি ফুটে ফুটে ওঠে
উজ্জল চপল পারা,
চঞ্চল আঁখির তারা

মধুর হাসিতে ভরা,
আয় দেখি যাদুমণি !
এসেছ মলিন মুখে,
আয় দিদি, আয় বুকে,
সুখের স্বপন রাশি
আঁধারে চাঁদের হাসি,
আয়রে তাপিত প্রাণে,
শীতল স্নিগ্ধ বারি !
আধ আধ মধু বোলে
দেরে কানে সুধা ঢেলে
মোহিত বিভল পারা,
করিয়ে আপনা হারা,
ভাসায়ে আবার প্রাণ
ও তোর হাসির ঢেউয়ে,
কোথা হতে এত হাসি।
এ অনন্ত সুখ রাশি
এত স্নেহ এত মায়া,
স্বরগের শান্তি ছায়া,
জুড়াতে পরাণ কার
এনেছিস সাথে করে ?
স্বরগের আলোরাণি !
থোয় ওই হাসি খানি
কি জানি কি ভেবে ভুলে,
কে কবে দিয়েছে ফেলে,
এ পাপের ধরা বুকে,
আমাদের ভাঙ্গা ঘরে।
কোন্ চাঁদিমার দেশে,
কোন্ তারকার পাশে
কোন্ অলকার পুরে,
কোন্ মন্দাকিনী তীরে
ছিলি তুই কোথাকার

কোন্ অমরার রাণী ?
কোন্ রাতে দেবপুরে,
কার বীণা চুরি ক'রে
স্বর্গের কমল ছিঁড়ে
চাঁদের কিরণ হরে
পলাইয়া এসেছিস
লুকাইতে ভবপুরে ?
পাপময় মর্ত্ত্য ভূমি,
জগতের নও তুমি,
কাহার পুণ্যের বলে,
এসেছিস ধরা তলে ;
কি জানি কাহার পাপে,
কি জানি কিসের তরে !
কথায় কথায় তাই,
ছুঁতে তোরে ভয় পাই
ব্যথা পাছে লাগে প্রাণে,
চলে যাস্ কোন খানে,
ভয়ে তাই সারা হই,
দেখিলে নয়নে বারি ;
আজ কেন আঁখি জল,
দুটী চোকে ছল ছল,
ঢাকা অভিমান ভরে.
অধর কাঁপিছে ধীরে,
কেন রে কিসের ব্যথা,
কে দিয়েছে গরবিণী ?
কেন রে কিসের তরে,
এক ধারে আছ সরে
এত ভাবি আয় রাণি,
গরবিণী, অভিমানী,
মুছে ফেলে আঁখি বারি
আয় যাদু ছুটে আয় ! শ্রীপ্রমীলা বসু—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০০ সংখ্যা। | পৌষ ১২৯৬—জানুয়ারি ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুবরাজকুমারের অভ্যর্থনা— আগামী ৩রা জানুয়ারি প্রিন্স আবলার্ট বিক্টর কলিকাতায় শুভাগমন করিবেন। কি প্রকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হইবে, এজন্য মিউনিসিপালিটীতে, টাউন-হলে এবং অন্যান্য স্থানে ধুমধামের সহিত সভা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কলিকাতা-বাসীদিগের মধ্যে দুই দল হইয়াছে। একদল ধনিপ্রধান, তাঁহারা, আলো ও তামাসাতে রাজকুমারকে বিমোহিত করিতে চান; আর এক দল অধিকাংশ কৃতবিদ্য যুবক ও মধ্যশ্রেণী, তাঁহারা কোন স্থায়ী কীর্ত্তিদ্বারা তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিতে চান। এই উভয় দলের সম্মিলনে একটী সাধারণ ফণ্ড হইয়া তামসিক ব্যাপারে কতক টাকা ব্যয়িত এবং অবশিষ্ট দেশ-হিতকর একটী সদনুষ্ঠানে নিয়োজিত দেখিলে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতাম। দ্বিতীয় দল কুষ্ঠাশ্রমের পক্ষ-পাতী, কিন্তু তদপেক্ষা "Technical Institute" অর্থাৎ অর্থকরী শিল্পশিক্ষালয় স্থাপনের আবশ্যকতা আমরা অধিক অনু-ভব করি, ইহাহইলে দেশের সাধারণ লোকের জঠরজ্বালা নিবারণের কিঞ্চিৎ উপায় হইতে পারে।

দেশীয় বাইস চ্যান্সেলর— সুপণ্ডিত অনারেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর একটী উচ্চপদ পাইয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। সার পিথারাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইস-

চান্সেলর পদ ত্যাগ করাতে তাঁহার শূন্যপদে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর ইহাঁকেই বরণ করিয়াছেন। এ পদ বাঙ্গালী কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও পান নাই।

বর্দ্ধমান রাজসংসারে শান্তি—বৃদ্ধা রাণী ১৩ লক্ষ টাকা ও তাঁহার দাবীকৃত অলঙ্কারাদি পাইয়া পোষ্য পুত্রকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া চুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। এই মিলন সংবাদে আমরা যার পর নাই সুখী হইলাম।

হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান জজ—অনরেবল রমেশচন্দ্র মিত্র কলিকাতার হাইকোর্টের জজীয়তী পদ পরিত্যাগ করাতে আমীর আলী তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। রমেশ বাবু একজন আদর্শ জজ এবং ১৫ বৎসরের অধিক কাল অপক্ষপাতে অতি সুখ্যাতির সহিত পদোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

জাতীয় মহাসমিতি—২৬এ ডিসেম্বর হইতে বোম্বাই নগরে কন্‌গ্রেস্ মহাসমিতির অধিবেশন। ভারতের নানা-স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ এবং ইংলণ্ড হইতে ইহার সভাপতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবরণ সমাগত। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সমিতির সিদ্ধি ও কল্যাণ প্রার্থনা করি।

খৃষ্টীয় মহিলাদের সদুৎসাহ—মহিলাবান্ধব লিখিয়াছেন এডিনবরার ৩টী ভগিনী আফ্রিকায় ধর্ম্মপ্রচারে ব্যগ্র হন। তাঁহারা দুঃখিনী, এজন্য এক ভগিনী আফ্রিকায় গিয়া প্রচার করিবেন ও আর দুই-ভগিনী দেশে থাকিয়া খাটিয়া তাঁহার খরচ যোগাইবেন, এইরূপ স্থির করেন। এই নিয়মে তাঁহাদের কার্য্য বেশ চলিতেছে।

কুপার্স হিল পরীক্ষা—কোন বন্ধু আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন যে এন্, ঘোষের পূর্ব্বে ললিত মোহন বসু এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য এবং পরলোকগত রাজকৃষ্ণ সেনের পুত্র এম, সেন বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এই পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম উত্তীর্ণ হন।

বিনয় ও তেজস্বিতা।

জল কত তরল! অথবা তরলতা বুঝিতে হইলেই আমরা জলের দৃষ্টান্তে বুঝি। আমরা নদীর জলে প্রবেশ করিয়া স্নান করি, জল বাধা দেয় না; পানের জন্য এবং অন্য ব্যবহারে জল তুলিয়া আনি। আমাদেরও আয়াস নাই, জলেরও আপত্তি নাই। জলের উপরে হউক, মধ্যে হউক, আমরা যেখানে পথ চাই, সেখানেই পথ পাই; তাই, আমাদের বাণিজ্যপোত জলস্রোতে ভাসিয়া দেশদেশান্তর হইতে সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করে। এই তরল জল, অথবা মূর্ত্তিমতী তরলতা

সঙ্কুচিত হইতে জানে না। জলকে চাপিয়া ক্ষুদ্রায়তন করিবে সে সাধ্য নাই। লৌহ আগুণে উত্তপ্ত হইলে হাতুড়ির প্রহারে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু তুমি যত বড় বীর হওনা কেন, এক ছটাক জলকেও চাপিয়া অল্পায়তন করিতে পারিবে না। লৌহ হয় একটী ক্ষুদ্র কণিকা বাহির করিতে হইলে কত ক্লেশ! কিন্তু সে লৌহও আঘাতে সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু জল? অবাধে অক্লেশে যাহাকে বিভাগ করা যায়, তাহাকে বহু আয়াসেও সঙ্কুচিত করা যায় না। আয়াস কথাটাই অয়স (লৌহ) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আর একটী কথা; শীতল করিয়া এ সংসারে সকলকেই সঙ্কুচিত করা যায়; জলও কিছুদূর পর্য্যন্ত বাগ মানে। কিন্তু তার পর? কিছু দূর পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়াই আবার তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে; যত শীতল করিবে, তত তাহার অবয়বের বৃদ্ধি! অল্প একটুকু জলে বড় এক খানা বরফ হয়। লৌহ ও জলে যে প্রকার প্রভেদ, এসংসারের অনেক লোকের মধ্যেও সেই প্রকার প্রভেদ দেখা যায়। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কর্কশভাষী, স্বার্থপর, দয়ার লেশমাত্রশূন্য। ক্ষুদ্র একটুকু পরোপকারেও তাঁহাদের এক কণিকা মাত্র সহজে ব্যয়িত হয় না। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরা চাপের ভয়ে—অত্যাচারীর ভয়ে ভটস্থ। হাতুড়ীর আঘাতে ইহাঁরা সঙ্কুচিত হয়েন—প্রসারিত হয়েন। সাধারণ শ্রেণীর একজন শ্বেতাঙ্গপুরুষের ভ্রকুটিতে ইহাঁদের অনেক কণিকার ক্ষয় হয়। ইহাঁরা বীরবেশে কাপুরুষ; স্বার্থভয়ে সত্যভ্রষ্ট! কিন্তু আর এক শ্রেণীর লোক দেখ। সকলের কাছে বিনীত, সকলের কথার বশ! জলের মত পরোপকারে এমনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন যে, তাঁহার ভাণ্ডারে যাহা কিছু আছে, প্রয়োজন অনুসারে সকলেই তাহা অবাধে পাইতে পারে। তাঁহার দয়া, তাঁহার স্নেহ এ বিশ্বসংসারের জন্য সর্ব্বদাই প্রসারিত আছে। কিন্তু যিনি এইরূপ সদ্গুণের আধার, বিনয় যাঁহার ভূষণ, তিনি এসংসারের বৃথা ভ্রকুটীতে ভয় পান না। কেহ চোখ্ রাঙ্গাইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য বুদ্ধি-ভ্রষ্ট করিবে সে যো নাই। তাঁহার ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির খর্ব্ব করিবার জন্য তুমি যত চাপ দিবে, সকলি ব্যর্থ হইবে। ইনি বিনীত বলিয়া দাস নহেন, তেজস্বী। ইনি নরম বলিয়া ইহাঁকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইবে, সে পথ নাই। যেখানে বিনয় এইরূপ তেজস্বিতার সহিত যুক্ত হয়, সেখানে খাঁটি মনুষ্যত্বের বিকাশ। আমরা লৌহ হইতে চাই না; তরল হইতে চাই—জল হইতে চাই। পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে চাই, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা ব্যক্তিত্ব কখনও কাহারও ভয়ে, কোন দায়ে যেন সঙ্কুচিত না হয়।

পুরাণ কথা।

কয়াধু।

"সাধু ইচ্ছা যার হরি বন্ধু তার।"

প্রিয় ভগ্নীগণ! আপনারা সকলেই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের জলন্ত বিশ্বাসের কথা শুনিয়াছেন। এখানে পুনরায় প্রহ্লাদের বিষয় বর্ণনা অনাবশ্যক বোধে কেবল প্রহ্লাদের জননী কয়াধুর কথা কিছু বলিব। প্রহ্লাদের এরূপ বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মূল কারণ যে তাঁহার জননী তাহা হয়ত অনেকে জানেন না। এক পিতা মাতার সন্তান হইয়া ও এক স্থানে শিক্ষা পাইয়া প্রহ্লাদ কেন এরূপ হইলেন, আর তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ কেন সেরূপ হইল না? জন্মাবধি হরিদ্বেষী অসুরের নিকট থাকিয়া তিনি কিরূপে এরূপ হরিভক্ত হইলেন, পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। কথিত আছে কয়াধু যখন গর্ভবতী, তখন দেবাসুরে ভয়ানক যুদ্ধ হইতেছিল। সেই যুদ্ধে দেবতারা জয়ী ও অসুরেরা পরাজিত হইলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু যখন দেখিলেন তাঁহার আর জয়াশা নাই, সমস্ত সৈন্যাদি হত হইয়াছে, তখন ক্রোধে ও অভিমানে কাহাকে কিছু না বলিয়া তপস্যার্থে প্রস্থান করিলেন—মহিষীদিগের কি পুরজনদিগের একবার অনুসন্ধানও লইলেন না। এদিকে অসুর-পত্নীরা যখন শুনিলেন তাঁহাদের পরাজয় হইয়াছে ও রাজা পলায়ন করিয়াছেন, তখন তাঁহারা আত্মরক্ষার্থ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এমন সময় দেবরাজ ইন্দ্র অন্তঃপুরে আসিয়া গর্ভবতী কয়াধুকে রথে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। কয়াধু ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নারদ ঋষি সেই পথে যাইতেছিলেন। কয়াধুর রোদনের শব্দ শুনিয়া নারদ ইন্দ্রের সমীপাগত হইয়া দেখিলেন দৈত্য-পত্নী কয়াধুকে ইন্দ্র হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। নারদ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তদনন্তর ইন্দ্রকে বলিলেন "হে ইন্দ্র! ঈশ্বর-কৃপায় তোমরা জয়ী হইয়াছ, আর সমস্ত অসুরকুলের ধ্বংস করিয়াছ, এখন অবলা সরলা দৈত্যপত্নীদিগকে কি জন্য কষ্ট দিতেছ? বিশেষতঃ এই সাধ্বী মহিষী কয়াধু গর্ভবতী।" ইন্দ্র বলি-লেন "হে মুনি! মহিষী গর্ভবতী বলিয়াই হরণ করিয়াছি, বাস্তবিক আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই; মহিষী প্রসব করিলে সন্তানটীকে হত্যা করিব। কারণ ঐ পুত্র পরে আবার আমার শত্রু হইতে পারে।" নারদ শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "হে দেবরাজ! তুমি সেজন্য ভীত হইওনা। এই বার মহিষীর গর্ভে যে পুত্র হইবে, তাহার তুল্য ভক্ত আর কেহ জন্মে নাই, সে অত্যন্ত হরিভক্ত হইবে, এমন কি সেই কুলপাবন সৎপুত্র শিব অপেক্ষাও

হরির প্রিয় হইবে।" ইন্দ্র নারদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কয়াধুকে পরিত্যাগ করিলেন। কয়াধূ নারদের সহিত যাইয়া তাঁহার আশ্রমে রহিলেন। নারদ তাঁহাকে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। নারদের উপদেশে কয়াধু সমস্ত শোক তাপ ভুলিলেন, তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইল ও তিনি পরমানন্দিতা হইলেন। কিছুদিন পরে হিরণ্যকশিপু ঈপ্সিত বর পাইয়া নারদের আশ্রম হইতে কয়াধুকে লইয়া গেলেন। প্রবাদ আছে নারদ কয়াধুকে যে সকল উপদেশ দিতেন, গর্ভস্থ অবস্থায় প্রহ্লাদ সে সমস্ত শিক্ষা করিতেন। ইহা অসম্ভব হইলেও মাতার গর্ভাবস্থায় মনের ভাব যেরূপ থাকে, সন্তান যে তাহা প্রাপ্ত হয়, ইহা তাহারই এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নারদের উপদেশে কয়াধু ভক্তিমতী ও বিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রহ্লাদ এই জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রাদিতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক পাওয়া যায়। বাস্তবিক মাতা ভাল না হইলে সন্তান কখনই ভাল হইবে না। আমাদের আধুনিক অবস্থা ইহার আর এক প্রমাণ। আমাদের নিজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সন্তান ভাল হইবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। অধিকন্ত বাঙ্গালী জাতির দুরবস্থায় আমরা যে এক প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। অগ্রে নিজে ঠিক হও, পরে অপরকে ভাল করিবে, নচেৎ অন্ধের অন্ধকে পথ দেখান কখনই হইতে পারে না। জনৈক মহাত্মা বলিয়াছেন দেয়াশেলাইয়ের কাটী ভাল করিয়া না জ্বলিলে যদি প্রদীপে ধরাইতে যাও, তবে প্রদীপত ধরিবেই না, অধিক কি কাটীটীর নির্ব্বাণ হইবার খুব সম্ভাবনা। প্রথমে কাটীটীকে ভাল করিয়া জ্বালাইয়া যাহাতে দিবে, তাহাই খুব জ্বলিবে, এমন কি ক্ষুদ্র কাটীটীর দ্বারা পৃথিবী পোড়াইতে পারা যায়। ইহা বড় সত্য কথা। মাতা নিজে সুশিক্ষিতা হইয়া সন্তানকে সুশিক্ষা দিলে তাহার খারাপ হইবার অল্প সম্ভাবনা। কিন্তু অশিক্ষিতা মাতার সন্তান যে প্রায় ভাল হয় না ও হইবে না, তাহা আর কাহাকেও বলা অনাবশ্যক। পৃথিবীতে যত বড় লোক জন্মিয়াছিলেন, মাতার গুণই যে তাঁহাদের উন্নতির এক প্রধান কারণ তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সুমাতা অত্যন্ত বিরল। পাঠিকাগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন, কয়াধুর বিষয় বলিতে বলিতে মনের আবেগে অন্য কথা পাড়িয়া আপনাদিগকে হয়ত বিরক্ত করিলাম। তারপর দেখুন, হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে নানারূপে কষ্ট দিয়া হরিনাম করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন কয়াধূ তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। অস্ত্রাঘাতে, হস্তিপদে ও তপ্ত তৈলে যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন দুষ্ট হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে পোড়াইয়া বধ করিতে আদেশ দিলেন। অন্তঃপুর হইতে কয়াধু

তাহা শুনিয়া প্রহ্লাদকে ডাকাইয়া কহিলেন "বাছা! এবার আর তোমার নিস্তার নাই, কিন্তু তোমার হরি বড় দয়াল, আমি জানি তাঁহার নামের অনন্ত মহিমা। তুমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছ, বস্তুতঃ তিনিই তোমার সম্বল ও সহায় হইয়াছেন, তুমি অদ্য তাঁহাকে "বিপদভঞ্জন দয়াল হরি" বলিয়া ডাকিও, দেখিবে তোমার আর কোন বিপদ হইবে না।" ইহাতেও যখন প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু পুনরায় আদেশ করিলেন যে উহার গলদেশে শিলা বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর। তখন কয়াধু প্রহ্লাদকে বলিলেন "বাছা! ভয় করিও না, হরিই তোমাকে রক্ষা করিবেন; যেরূপে তুমি তাঁহার নাম করিতে শিক্ষা করিয়াছ, সেইরূপ করিয়া তাঁহার নাম করিবে, তোমার কোন বিপদ হইবে না। সেই নামের এমন গুণ যে জলেও শিলা ভাসে, ঐ প্রভুর নামের গুণে অসম্ভবও সম্ভব হয়।" এরূপ মাতা না হইলে কি এমন ছেলে হয়? সত্য বটে জলন্ত বিশ্বাস, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নির্ভরশীলতার নিকট কোন যন্ত্রণা তাদৃশ কষ্টকর হয় না, বরং আমার প্রভুর জন্য কষ্ট সহ্য করিয়া আমার জীবন ধন্য হইতেছে বলিয়া বোধ হয়; তথাচ এরূপ মাতা অত্যন্ত বিরল। প্রথমতঃ প্রিয়তম পুত্রকে জলন্ত অগ্নিতে পুড়িবার সময় বিশ্বাস করিয়া নাম করিতে কয়জন বলিতে পারেন? দ্বিতীয়তঃ স্বামীর বিরুদ্ধেও কয়াধু পুত্রকে উৎসাহ দিতেছেন, হিরণ্যকশিপু জানিতে পারিলে তাঁহার জীবনও রক্ষা হইবে না ইহা জানিয়াও সাহস করিয়া উৎসাহ দেওয়া অল্প বিশ্বাসের কার্য্য নহে! আজ কালকার বিলাসিনী বঙ্গমহিলা হইলে বলিতেন "কাজ কি বাছা ওসব কথা বলে? উনি যদি বিরক্ত হয়েন, নাই বলিলে? বলিয়া এত কষ্ট কেন ভোগ করিতেছ?" আবার উহার মধ্যে কেহ কেহ ছেলেকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেন ও বলিতেন "হরিনাম করা যেমন উচিত, পিতা মাতার আদেশ পালন করা তদপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্য। আর তোমার কিছু এখন হরিনাম করিবার বয়স হয় নাই, তোমার পিতা যাহা বলেন তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।" যেমন মাতাদের স্বভাব, সন্তানগণও সেইরূপ হইতেছে কবে আমাদের ভগ্নীগণ কয়াধু সুনীতির মত হইবেন? কবে তাঁহাদের সন্তানেরা ধ্রুব প্রহ্লাদের মত হইয়া ভারত পবিত্র করিবেন? কবে তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইয়া পুত্র কন্যাগণকে সুশিক্ষিত করিবেন? কবে তাঁহারা ভারত মাতার উপযুক্তা কন্যা হইয়া দুঃখিনী ভারত জননীকে সুখী করিবেন? কবে তাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মরত্নে ভূষিতা হইয়া জগৎকে সুদৃষ্টান্ত দেখাইবেন ও অন্যান্য দেশের ভগ্নীদিগকে নিজেদের মত করিবেন? ভারত ভূমির অবস্থা আবার ফিরিবে কি? না ভারতের গৌরব ভারত মহিলা সীতা সাবিত্রী কয়াধু সুনীতির সহিত একবারেই অস্ত গিয়াছে?

সুশীলাবালা সিংহ।

আদর্শ রমণী।

সুশীলার উপাখ্যান।

(২৯৯ সংখ্যা ২৪১ পৃষ্ঠার পর)

পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, স্বস্থগতচিত্ত সুশীলা অতি কষ্টে পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। তাঁহার শ্বশুর নিতান্ত ধনী ছিলেন না, তবে শ্যামাচরণের ন্যায় দরিদ্রও ছিলেন না। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। এখানে পরিজনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। গৃহস্থের মধ্যে বৃদ্ধ শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর ও একটী বিধবা ননদ। এতদ্ব্যতীত একটী চাকর, এক দাসী ও এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। কর্ত্তামহাশয়ের গ্রামের অনতিদূরে একটু জমী ছিল, সেই জমীর উপস্বত্ব ও নরেন্দ্রনাথের বেতন ৬০৲ টাকা এই উভয় দ্বারা তাঁহার সংসারযাত্রা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। পরিজনবর্গ নূতন বধূকে পাইয়া তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতে লাগিল। শ্বশুর শাশুড়ীকে আপনার পিতামাতার ন্যায়, দেবর ও ননদকে আপন সহোদর ভ্রাতা ও সহোদরা ভগিনীর ন্যায় যথাযোগ্য ভক্তি ও আদর করিতে লাগিলেন।

নববধূকে দেখিতে এপাড়া ওপাড়া হইতে অনেক স্ত্রীলোকের সমাগম হইল। সকলেই সুশীলাকে দেখিয়া তাঁহার রূপগুণের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিল না। প্রত্যুত অনেককে অনিচ্ছা সত্বেও প্রশংসা করিতে হইয়াছিল। সমবয়স্কাদিগের সহিত সদ্ভাবে মিলিত হইতে সুশীলার বেশী বিলম্ব হইল না। তাহারা যেন বহুদিনের বিদেশ হইতে প্রত্যাগত সহোদরা ভগ্নীকে প্রাপ্ত হইল। প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে তাহারা আসিয়া সুশীলাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। এদিকে তিনি বৃথা সময় অপব্যয় না করিয়া নীতিপূর্ণ এক একটী গল্প রচনা করিয়া তাহাদিগকে সেই সকল দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে উত্তেজিত করিতেন। সুশীলা দেখিলেন যে ঐ উপায় অবলম্বন না করিলে —তাঁহার নীতিগুলিকে ঐরূপ অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া বাহির না করিলে তাহাদিগের ভাল লাগিবে না এবং তাহারা আর তাঁহার কাছে আসিতে ইচ্ছুক হইবে না। ফলতঃ তাঁহার হিতেচ্ছা সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল। ছোট ছোট বালিকাদিগকে তিনি পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ঐ সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিবিধান করিতেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত অনাদর ছিল, কারণ সকল স্থানের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের সমাজনেতাগণ উহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা তাহাদিগের নিকট অতি ঘৃণিত, সুতরাং পুত্তলিকাবৎ তাহাদের হস্তে পরিচালিত, সর্ব্বসাধারণেও উহার বিরোধী

হইয়া উহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। সৌভাগ্যবশতঃ সুশীলা বাল্যকালে পিতৃগৃহে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পাইয়া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে শিক্ষাব্যতীত জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় না, কুসংস্কার অপসারিত হয় না, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি সকল দূরীভূত হয় না; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যখন শিশুপালনের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, যখন শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা কি প্রকারে হয়, সে বিষয়ে তাঁহাকে যত্নবতী হইতে হইবে, যখন তিনি স্বয়ং তাহার নৈতিক ও মানসিক প্রবৃত্তি সকলের আদর্শস্বরূপা এবং যখন তিনিই তাহার সর্ব্বপ্রথম শিক্ষয়িত্রী, তখন এ সমস্ত বিষয়ের একমাত্র উপায়স্বরূপ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়া ভবার্ণবে ভাসমানা তপ্তরীর সহায়হীন ও দিশাহারা কর্ণধারের নায় বেড়ান অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপদজনক। উক্ত চিন্তায় একেবারে উত্তেজিত হইয়া তিনি লোকলজ্জার ভয় রাখিলেন না। সমবেত প্রতিবেশিনী বালিকাসগুলীর মধ্যে বসিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজের ব্যয়ে পুস্তক ক্রয় করিয়া শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার শাশুড়ী এবিষয়ে অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, তথাপি অত্যন্ত আদরের পাত্রী একমাত্র পুত্রবধূকে এবিষয়ে কিছু বলিতেন না। ইহা সুশীলার পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক বলিতে হইবে, কারণ দুই চারিটীর ঘরে পড়িলে তাঁহার এই মহতী আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইত। এইরূপ নানাগুণে বিভূষিতা হইয়া তিনি তদীয় সমাজে অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। বালিকারা তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত শিক্ষয়িত্রী, যুবতীরা তাঁহাকে প্রেমময়ী সহোদরা এবং বর্ষীয়সীরা তাঁহাকে ভূতলাবতীর্ণা দিব্যাঙ্গনার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইহাত গেল পরের কথা। ঘরের কথা কিছু বলা আবশ্যক। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ী তাঁহাকে সাবিত্রীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া সংসারের কর্ত্রীত্বপদ তাঁহাকে দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। দেবর এবং ননদ প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মীকে বহুকাল-সমাগতা অভিন্নহৃদয় ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। চাকরেরা তাঁহাকে স্নেহ ও মমতার একমাত্র আধার দেখিয়া গর্ভধারিণীর মায়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্যে অধীনতার ক্লেশানুভব দূরে থাকুক, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। আর স্বামীর কথা কি বলিব? নরেন্দ্রনাথ নিজ প্রেয়সীর বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সতীত্ব, সচ্চরিত্রাদি সদ্‌গুণনিচয়ে সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া তাদৃশ সর্ব্বগুণবতী সুলক্ষণা ভার্য্যালাভে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিলেন। আর সুশীলাও আলস্যশূন্য হইয়া পিতামাতার ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, দেবতার ন্যায় পতিকে ভক্তি করিতে লাগিলেন, গৃহকার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে

লাগিলেন এবং নিজে দয়াদাক্ষিণ্যগুণের আধার হইয়া সমস্ত পরিজনবর্গকে বশীভূত করিলেন।

সুশীলা সময়ের কোন অপব্যয় করিতেন না। দিবারাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টাকাল নিদ্রার জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট ষোল ঘণ্টা নানাকাজে ব্যয় করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। সেই সময়োচিত গললগ্নবাসা ও অর্দ্ধনিমীলিতনয়না স্থিরা সৌদামিনীর ন্যায়তাঁহাকে দেখিলে কাহার না চিত্তে ভক্তিরসের উদ্রেক হইত? তৎপরে অবশিষ্ট সময় গৃহকার্য্যে, সূচিকার্য্যে, ভাল ভাল পুস্তক পাঠে এবং নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। একাকিনী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বিধবা বালিকার মনে নানা চিন্তার উদয় হয় বলিয়া তিনি স্বীয় ননদকে নয়নপথের বাহিরে রাখিতেন না। তিনি সতত সতর্ক থাকিতেন যেন কখনও অতি সামান্য মনোবেদনাও উপস্থিত হইয়া তাঁহার তাপিত প্রাণকে ব্যথিত না করে। তিনি বলিতেন যে নিঃসহায়া বিধবারএক এক বিন্দু নেত্রবারি ঈশ্বরের কাছে এক একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় পরিণত হইয়া অপরাধীকে অল্পেং বিন্ধিয়া জর্জ্জরীভূত করিবে। তিনি তাঁহাকে একাকিনী বা বিষন্ন দেখিলে সুমধুর বাক্যামৃতে তৃপ্ত করিতেন অথবা ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকের আলোচনায় বা উপদেশপূর্ণ গল্প কথনে তাঁহার মনের প্রফুল্লতা জন্মাইতেন। কখন কখন রামায়ণ বা মহাভারতের নীতিগর্ভ গল্প গুলি পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

সুশীলার সহবাসে যে প্রতিবেশীমণ্ডলীর সর্ব্বতোভাবে উপকার হইয়াছিল, তাহা সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। প্রায় প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার বাটীতে একপ্রকার অঙ্গনাদিগের ছোট খাট সভা হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাতে যে বিভিন্ন প্রকৃতির স্ত্রীলোকের সমাগম হইবে ইহার আর বিচিত্র কি? প্রথম প্রথম দিনকতক কেহ কেহ পরের নিন্দা ও পরের কুৎসায় বিব্রত থাকিয়া মাথা ধরাইয়া বসিতেন। কেহ কেহ আবার পরস্পরের সহিত অশ্লীল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। যদিও এসব বিষয় সুশীলার রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত,তথাপি তিনি কোনপ্রকার কোপ বা অশান্তির চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া অতি সাবধানে অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে আকর্ষণ করিতেন। প্রকাশ্যে বারণ করিলে পাছে তাঁহাদিগের রাগ হয় এই ভাবিয়া গল্প ও ইতিহাসচ্ছলে পুরাণোক্ত আদর্শরমণীগণের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগের দোষ দেখাইয়া দিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে চতুরাগণ ইহাতেই সতর্ক হইতেন। যাঁহাদের ইহাতেও অভ্যাস ঘুচিত না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। কেহ

কেহ বিরক্ত হইয়া দুই একদিন আসিতেন না, কিন্তু না আসিয়া কত দিন থাকিবেন ? যে সুশীলার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে সে কি আর তাহার মোহিনীশক্তির হস্ত এড়াইতে পারে! কাজেই তাঁহারা আবার গুটি গুটি আসিয়া সেই সভায় যোগ দিতেন। এইরূপ উপায়ে অসৎ কথার আলোচনা ইত্যাদি অপসারিত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে সভা হইতে তাহাদিগের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। সুশীলার সভা অচিরে সংস্কৃতা হইয়া উন্নতি সোপানে অধিরোহণ করিতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার মনোমত পুস্তক সকল ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন তবে বুঝি সুশীলা নানারূপ অপবিত্র নাটকেশ্বরী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বপ্নেও কখনও নাটক নবেল পাঠলিপ্সার উদ্রেক হয় নাই। তাঁহার পুস্তকের মধ্যে একখানি রামায়ণ, একখানি মহাভারত, আরও দুই একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রার্থনা পুস্তক, স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীরপালন, গৃহিণীপনা, রন্ধন প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত কয়েকখানি পুস্তক, কয়েকখানি নানাদেশীয় পতিব্রতা নারীদিগের জীবনচরিত এবং দুই এক খানি ইতিহাস ছিল। ইহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এক একখানি সংবাদ পত্র পাইলেও পড়িতে যত্নবতী হইতেন।

(ক্রমশঃ)

চরিত্র।

চরিত্র মানবের স্বর্গীয় সম্পত্তি। হীনচরিত্র মানব পশু হইতেও নিকৃষ্ট। পশু, প্রাকৃতিক নিয়মে বিবেচনা-হীন বলিয়া, পশ্বাচার তাহার স্বাভাবিক সংস্কার বলিয়া সে পশু, নিকৃষ্ট জন্তু। আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মানব বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আত্মসংযমে সক্ষম হইয়া যদি পাশবাচার করে, তবে তাহাকে "পশুর অধম" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সচ্চরিত্র হইয়া জীবন যাপন করা কখনই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়; বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান প্রভৃতি উপার্জ্জন করিতে মানুষের যত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, চরিত্র রক্ষা করিতে কখনই সেরূপ হয় না, বরং অসচ্চরিত্র মানবকে আত্মগোপন জন্য অনেক শঠতা ও প্রবঞ্চনা করা আবশ্যক। যে পথ সত্য ও সরল, সেই পথে থাকিয়াই লোকে চরিত্রবান্ হইতে পারে। কিন্তু পতঙ্গ যেমন আগুণের শিখা দেখিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, অপরিণামদর্শী মানুষও সেইরূপ আপাতমধুর প্রলোভনে ভুলিয়া চরিত্র বিনিময় করে। লক্ষ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে এক কড়া কাণা কড়ি কিনিলে ক্রেতা যে ক্ষতি-গ্রস্ত না হন—যে কোন রিপুর উত্তেজনাতেই হউক, অস্থায়ী সুখের জন্য, চরিত্র বিনিময় করিয়া মানব তদধিক

আপনার সর্ব্বনাশ করে, তথাপি মানবের কেমন যে ভুল, কেমন যে দুর্ব্বলতা, পতঙ্গের মত অলন্ত আগুণে ঝাঁপ দিয়া পড়ে! সে আপনিও পুড়িয়া মরে, পরকেও পোড়াইবার জন্যে চিতা সাজাইয়া রাখে!

মানুষের প্রবৃত্তি স্বভাবতঃই সৎপথে ধাবিত হয়। যাবৎ মনোবৃত্তি সকল অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তাবৎ মানবের নিকটে পাপকার্য্য রাক্ষসের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও পিশাচের ন্যায় ঘৃণার্হ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়াছেন "মনুষ্যের হৃদয় যে সমস্ত কার্য্যকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করে, মনুষ্য সেই সমস্ত কার্য্যে আপনা হইতে আপনি প্রথমতঃ আসক্ত হয় না। পাপের দুর্গন্ধময় বিকটচ্ছবি তাহার চিত্তে কেমন এক প্রকার বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা জন্মায় যে উহা হইতে ভয়ে দূরে রহিতে পারিলেই ভাল বাসে।" যতক্ষণ মন প্রকৃতিস্থ থাকে, যতক্ষণ ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলির উপর ধূলা মাটী পড়িয়া তাহাদিগকে মলিন করিয়া না ফেলে, ততক্ষণ মনুষ্য এইরূপ মানসিক অবস্থাতেই থাকে। তার পর যখন মনের ভিতর পাপ কীট প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিনাশ করিতে থাকে, যখন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তারকার মত ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিগুলি এক একটী করিয়া অঁাধারে ডুবিতে থাকে, তখন মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে; তখন কর্ত্তব্য বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব, চরিত্রের মহত্ব, আত্মার দেবত্ব সবই মহা-সমুদ্রে বিসর্জ্জন করে; কেবল এক স্বার্থপরতাই তাহার সর্ব্বস্ব হয়; স্বার্থপরতার অনুরোধে সে দুষ্প্রবৃত্তির চরণে আপনাকে বলি দেয়! সে গোষ্পদের জলে তাহার বিশ্ব-সংসার ডুবায়! সে তাহার জগদ্ব্যাপী প্রাণ, হাতের মুঠার ভিতরে রাখে! তাহার এমনি দৃষ্টি-ভ্রম হয় যে পাপের বীভৎস মূর্ত্তিকেও সে পরম রমণীয় মনে করে; সে কাল সর্পকে ফুলের মালা বলিয়া গলায় জড়াইয়া রাখে!—যদি তাহার সেই ছবি অাঁকিয়া তাহাকে দেখান যায়, তবে সে লজ্জায় মরিয়া যায়! যখন এক পলকের জন্য তাহার ক্ষীণ বিবেক রশ্মি অস্পষ্ট আলোক বিকীরণ করে, তখন সে নিজের ছায়া দেখিতে পাইয়া নিজেই চমকিয়া উঠে; অনুতাপের ও আত্মগ্লানির তীব্র কশাঘাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। তাই পাপগ্রস্ত মানব যাতনায় অধীর হইয়া যত মনের কালি ঢালিয়া বিবেকের ক্ষীণ আলো ঢাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে! এই যাতনাই জীবন্তে নরক যাতনা! ভাই মানুষ, সাবধান হও, জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া নরককুণ্ড কিনিও না, এ জনমের মত সুখ শান্তি অতল জলে ডুবাইওনা।

হীনচরিত্র মানব সমাজে অশ্রদ্ধেয়। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন প্রভৃতি তাঁহার যতই থাকুক না কেন, তিনি যে কোনও বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, যাঁহার চরিত্র কলঙ্ক কালিমাময়, তাঁহার মত নীচ কে? তাঁহার মহত্ব কিসে? যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি রাখিতে অক্ষম, যে

ব্যক্তি ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তিগণের ক্রীত দাস, তাহার উপর লোকে বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি করিয়া? সে কোন্ দিন কোন প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে কে বলিতে পারে? লঙ্কাধিপতি রাবণ কিসে হীন ছিলেন? তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞ, তাঁহার মত রণ-দক্ষ, তাঁহার মত দিগ্বিজয়ী সে সময়ে কয় জন ছিল? কেবল দুষ্প্রবৃত্তিবশে, অশাসিত চরিত্রের আগুণে তাঁহার সকল গুণ-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইল। তাঁহার মত খ্যাত-নামা ব্যক্তি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া জীব-লীলা সমাপ্তি করিল। যে মহাপুরুষ——এ অনেক দিনের কথা নয়, এখনও যাঁহার জীবনী কল্পনা-স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই কালের উজ্জল নক্ষত্র. যিনি বীরদর্পে "অসম্ভব" শব্দকে উপহাস করিয়াছিলেন, বিজয়-লক্ষ্মী যাঁহার আজ্ঞাকারিণী, সেই নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক এমন শোচনীয় কিসের জন্য? ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে, তৃতীয় রিপুর সন্তুষ্টির জন্য! অন্য বিষয়ে সহস্র ক্ষমতা-পন্ন হইয়াও চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম ছিলেন সেই জন্য! তাই বলিতেছি মানুষ চরিত্র রক্ষা করিতে অক্ষম হইলে, রাবণই হউন, বোনাপার্টেই হউন, এণ্টনিই হউন আর তাহা হইতে অধিক ক্ষমতা বা প্রতিভা-সম্পন্ন যে কেহই হউন, তিনি "মনুষ্যত্ব-হীন," তিনি অপদার্থ। বিশেষতঃ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হন, তবে অনেকেই তাঁহাকে আদর্শ জানিয়া তাঁহার অনুকরণ করে। "অধোগতির লঘুরেখা" দোষের অনুকরণ শীঘ্রই হয়! এই কারণে বলিয়াছি, হীনচরিত্র ব্যক্তি নিজেও অসীম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরেরও সর্ব্বনাশ করে, তাহার বিযাক্ত নিশ্বাস যাহার গায়ে লাগে, তাহারই রক্ত শুকাইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

প্রাণিতত্ত্ব।

কুকুরের বিবেক শক্তি।

স্কটলণ্ডবাসী কোন দরিদ্র স্ত্রীলোকের কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া যান। দরিদ্র ঐ অর্থ অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন এবং পাছে উহা অপহৃত হয় তজ্জন্য সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। কিছুকাল পরে তিনি এক প্রতিবাসীকে তাঁহার শঙ্কার কারণ জানাইয়া কি উপায়ে টাকাগুলি চোরের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে, তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতিবাসী বলিল "তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। আমার এক অতি বিশ্বস্ত কুকুর আছে, তাহাকে আমি প্রতিদিন রাত্রে তোমার বাটীতে রাখিয়া আসিব। সে থাকিলে কখনই চোর আসিতে পারিবে না।" এইরূপ স্বীকার করিয়া সে

রাত্রে কুকুরটীকে তাহার টাকার সিন্দুকের পার্শ্বে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। রাত্রে উক্ত প্রতিবাসী স্ত্রীলোকটির অর্থ অপহরণ মানসে তাহার গৃহে গমন করিল। সে মনে করিয়াছিল তাহার নিজের কুকুর তাহাকে কখনই কিছু বলিবে না। কিন্তু সে যখন সিন্দুক খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিবে, কুকুর অমনি তাহার হাত কামড়াইয়া ধরিল ও চীৎকার করিতে লাগিল। যতক্ষণ না ঐ স্ত্রীলোকটী জাগরিত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়িল না। কুকুরটীর তাহার প্রভুর অপেক্ষা কর্ত্তব্য বোধ ছিল। একজন নিঃসহায়া স্ত্রীলোককে প্রবঞ্চনা না করিয়া তাহার প্রভুর অপ্রিয় হওয়া যে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

২। কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের বাটীতে কাঠ রাখিবার একটী স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। মধ্যে মধ্যে উহা হইতে কাঠ চুরী যাইত; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত ভদ্রলোক চোর ধরিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি তাঁহার "হেল্‌প্‌" নামক কুকুরকে ঐ কাঠের গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক দিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন যে তাঁহার এক জন ভৃত্য গৃহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর হেল্প তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া উপবিষ্ট আছে। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সে কাঠ চুরী করিবার জন্য গৃহে প্রবেশ করে। হেল্প তাহার সুপরিচিত, তজ্জন্য সে মনে করিয়াছিল তাহাকে কিছুই বলিবে না। কিন্তু সে যেমন এক বোঝা কাঠ লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল, হেল্‌প্‌ সক্রোধে অমনি তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল, তৎপরে সে যতবার পলাইবার চেষ্টা করিল, ততবার তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। হেল্প ভৃত্যকে বেশ চিনিত, তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া নিজ কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ হইল না।

৩। "সেণ্ট বার্ণার্ড" কুকুরের বিষয় অনেকে জানেন। এল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের অতি দুর্গম স্থানে "সেণ্ট বার্ণার্ড" নামক একটী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক বাস করেন। তাঁহাদের অনেকগুলি সেবক কুকুর আছে। উহাদের প্রত্যেকের গলদেশে একখানি কম্বল, কিছু পরিধেয় বস্ত্র, কিঞ্চিৎ আহার এবং দুই এক বোতল মদিরা বাঁধা থাকে। উহারা তুষারাচ্ছন্ন এল্‌পস্‌ পর্ব্বতের উপর পা ন করিয়া বেড়ায়, কোন পথিক পথ হইয়া শীতে কষ্ট পাইলে এই সকল সেবক তাহাদের গলদেশস্থ দ্রব্য দিয়া তাঁহাদের সেবা করে ও তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া আসে। দুঃখের বিষয় মনুষ্যও কুকুর জাতির ন্যায় বিশ্বাসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরোপকারী হইতে পারে না।

জীবন প্রভাত।

ঘুচিল আঁধার উদিল তপন
বহিল মৃদুল বায়,
ফুটিল কুসুম
ছুটিল ভ্রমরা—
মধুর পিয়াসে ধায়। ১

বিহগ বিপীনে গাইছে ললিত
মোহিছে মনুষ্য মন,
শিশিরের কণা বিভাকর করে
মরি কিবা সুশোভন! ২

আনন্দে মগন—নিখিল সংসার!
পেয়ে বল অভিনব,
জাগিয়া উঠিছে
অচেতন প্রাণ
ঘুমাইয়া ছিল সব। ৩

প্রকৃতির শোভা নিরখি ভাবুক
ভাবেতে বিভোর এবে,
ভকতি ভরেতে মন প্রাণ খুলি
ব্রহ্ম সনাতনে সেবে। ৪

মানস বিহঙ্গ তুই শুধু ব'লি—
নীরব, ভবের মাঝে?
মহেশ মহিমা গাও একবার
তুলনা সে বিশ্বমাঝে। ৫

জীবন প্রভাতে না ভজিলি যদি
হবে কি সময় আর?
এমন সুযোগ পাইবিনা কভু
আসিছে ঘোর আঁধার! ৬

জীবন সন্ধ্যায় ফুরাইলে বেলা
অস্ত যাবে আয়ু-রবি,
শিথিল—অবশ
হইবে এ দেহ
থাকিবে না রাঙ্গা ছবি! ৭

বার্দ্ধক্যে জড়তা স্বভাবের গতি
কে রোধিতে পারে তার?
শমন আসিবে হেরিয়ে তখন
করিবিরে হায় হায়! ৮

অতএব বলি প্রভাত সময়
বিভু পদে সঁপে মন,
মানব জনম সফল কররে
ছাড়ি পাপ প্রলোভন। ৯

সেক্সপিয়ারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন সংগ্রহ।

১। বিবেক সহস্র অসির সমান।

২। অজ্ঞানতা ঈশ্বরের অভিসম্পাত,জ্ঞানরূপ পক্ষ দ্বারা আমরা স্বর্গে উঠিতে পারি।

৩। দুরাশারূপ কীটকে হৃদয় হইতে দূর কর।

৪। কাল পুরাতন বিচারক; সময়ে সকল দোষীরই দণ্ড হয় ও কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

৫। নির্ম্মল বিবেক প্রচুর আনন্দ প্রদান করিতে পারে।

৬। শান্তভাবে শুনিবে ও দয়ার সহিত বিচার করিবে।

৭। বিপদও মহৌষধি হয়। (দুঃখ বিপদও মঙ্গলের কারণ হয়।

৮। ভালবাসা ও দয়া চিরদিনই প্রতিহিংসা অপেক্ষা ভাল।

৯। যদি প্রত্যেক মনুষ্যকে দোষগুণ অনুসারে বিচার করিতে হয়, তবে কে না চাবুক খায়?

১০। তুমি যত প্রকাশ কর, তাহা অপেক্ষা অধিক তোমার থাকা উচিত; তুমি যত জান, তাহা অপেক্ষা কম বলিবে; তোমার যাহা আছে, তদপেক্ষা অল্প ধার দিবে।

১১। একটী পাপ আর একটীকে জাগায়।

১২। জীবন অপেক্ষা সত্যের আদর করিবে ও সত্যকে ভাল বাসিবে।

স্বপ্ন।

স্বপ্ন কি? ইহা অতি পুরাতন প্রশ্ন হইলেও অদ্যাপি ইহার মীমাংসা হয় নাই। স্বভবাদী ইহাকে শারীরিক অবস্থা বিশেষ হইতে উৎপন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাহারা অজীর্ণ বা উদারাময় রোগে প্রপীড়িত, তাহারা ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। বিখ্যাত বিবি র‍্যাডক্লিফ ইহা জ্ঞাত ছিলেন, অধিক রাত্রিতে অপক্ক বস্তু (যাহা শীঘ্র জীর্ণ হয় না) ভোজন করিয়া শয্যায় শয়ন করিতেন এবং নানা বিভীষিকাময় স্বপ্ন দর্শন করিতেন। তাঁহার রচিত "Mysteries of Udolpho "উডলফের রহস্য" পুস্তক এইরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিকৃত ভয়ানক বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। মিলারের একজন ছাত্র একদা স্বপ্ন দেখে প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডে বিশ্বসংসার জলিয়া যাইতেছে এবং তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দগ্ধ হইতেছে। জ্বালায় অস্থির হইয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে কড়ার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে—শয়নের সময় অগ্নি উস্কান ছিল, কিন্তু নিদ্রার পূর্ব্বে নির্ব্বাণ করা হয় নাই। স্বপ্নাবস্থায় মন ইচ্ছা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করে। স্বপ্নে আমরা আমাদিগের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারি। জাগ্রৎ অবস্থাতেই সতর্ক হইয়া ছদ্মবেশে সংসারে চলিতে হয়, কিন্তু নিদ্রাকালে সেরূপ কোন বাধা থাকে না, সুতরাং আপনার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়ে যিনি আপনার চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন তাঁহার স্বপ্নের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মিথ্যাবাদী স্বপ্নে কখনই আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে না—কৃপণও আপনাকে সজ্জন, বা ভীরু আপনাকে সাহসী বলিয়া কখনই প্রতিপন্ন করে না। স্বপ্নে সময়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না, বোধ হয় যেন সমস্ত একবারে সংসাধিত হইতেছে। ডি কুইন্সী

অহিফেন সেবন করিয়া নিদ্রিত হন ও স্বপ্নে এক রাত্রিতে আপনাকে শত বৎসরের বলিয়া প্রতীত করেন। লর্ড ব্রুগাও একদা একটী বক্তৃর পাঠ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়েন, এবং যাহা স্বপ্ন দেখেন তাহা লিখিতে প্রায় কুড়ী মিনিট লাগে। অথচ তিনি ঘুমাইবার পূর্ব্বে একটী বাক্য (Sentence) শুনিয়াছিলেন, তাহা এবং পর বাক্যের শেষ ভাগ তাঁহার বিলক্ষণ মনে ছিল। ইহাতে বোধ হয় তিনি কয়েক সেকেণ্ড মাত্র ঘুমাইয়াছিলেন। মহম্মদের বিষয়ে বর্ণিত আছে যে তিনি নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একটা জলপূর্ণ বদনা (গাড়ু) ফেলিয়া দেন, এবং ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন যে তখনও বদনার জল পড়িতেছে, সম্পূর্ণ খালি হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে দেবদূত গাব্রিয়েলের সমভিব্যাহারে সপ্ত স্বর্গ ও তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আসেন। সাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিও স্বপ্নে অলৌকিক ভাব প্রাপ্ত হয়। যদি স্বপ্নের কথা সমুদায় যথাযথ মনে থাকে, তাহা সংগ্রহ করিলে অপূর্ব্ব পুস্তক রচিত হয়। কোলরিজ স্বপ্নাবস্থায় “কবলা খাঁ” রচনা করিয়া জাগ্রদবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিখ্যাত বীণাবাদক টার্টিনী একদা স্বপ্নে একটী প্রেতাত্মার সহিত মিলিত হন ও তাহাকে বীণা বাজাইতে দেখেন। সে এমনি সুন্দর বাজাইল যে তিনি শুনিয়া মোহিত হইলেন—জাগ্রত হইয়া সেইরূপ বাজাইবার অভিপ্রায়ে “Devil's sonatre” ‘প্রেতের স্বর” রচনা করেন, কিন্তু সেরূপ হইল না বলিয়া বীণা ভগ্ন করিয়া সঙ্গীত অনুশীলন পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন। স্বপ্নে আমরা জগতের বহির্দেশে ও সর্ব্বত্র বিচরণ করি—কখনও কখনও অনায়াসে শূন্যে উড়ি বা শূন্য হইতে পতিত হই। জাগ্রদবস্থায় পতনের সময় যেরূপ ভাব, স্বপ্নেও প্রায় সেইরূপ হয়। উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময় শীতল বায়ু পর্য্যন্ত অনুভব করিয়া থাকি। স্বপ্নে ভ্রমণ, উড্ডয়ন, পতন ইত্যাদি কত অবস্থাই অনুভূত হয়। স্বপ্নে পূর্ব্বস্মৃতি সকল মনে জাগরূক হয়। হয়তো অনেক দিন হইল কোথায়ও কি দেখিয়াছিলাম, একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, স্বপ্নে আজিও তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। বাল্যসখার সহিত কতকাল পূর্ব্বে কি করিয়াছি, স্বপ্নে সে ঘটনাগুলি জাগিয়া উঠে। অনেক মৃত বন্ধুর সহিত আলাপ ও সম্ভাষণ করি। ইহাতে বোধ হয়, কিছুই এককালে বিস্মৃত হওয়া যায় না। আমাদের কৃত প্রত্যেক কার্য্যের স্মৃতি আমাদের সঙ্গে চির-বিরাজমান। যেমন সার্সিতে অঙ্কিত কোন চিত্র ধূলায় আবৃত হইলে দেখা যায় না, ফুৎকার দিলে বা মুছিলে স্পষ্ট দেখিলে পাওয়া যায়, স্মৃতিমার্জ্জন বিশ্ব তবং ঘটনা সকল স্পষ্ট মনে পড়ে, স্বপ্ন আশ্চর্য্যরূপে এই স্মৃতিমার্জ্জন কার্য্য সাধন করে। স্বপ্নে যেরূপ অতীত কালের সেইরূপ ভবিষ্যৎকালের ফল বলা যায়। আমরা পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই বা শুনি নাই, স্বপ্নে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ও

শুনিতে পাই। যাহা মানব মধ্যে অসম্ভব, তাহাও স্বপ্নে সহজ সম্ভব বলিয়া বুঝিতে পারি। স্বপ্নে যাহা দেখা গিয়াছে, অনেক দিন পরে তাহা সফল হইয়াছে। কখনও কখনও দূরতর স্থানে যাহা হইয়াছে এবং স্বপ্নে দেখা গিয়াছে, জাগিয়া সংবাদ পাওয়া গেল ঠিক তাহা ঘটিয়াছে। আত্মীয়দিগের মৃত্যু বা অন্ত প্রকার অমঙ্গল স্বপ্নে যেরূপ দেখা যায়, অনেক স্থলে ঘটনায় তাহা ঠিক প্রকাশ পায়। এরূপ সৌসাদৃশ্যের কারণ কি? দর্শন, বিজ্ঞান বা ন্যায় শাস্ত্র, অদ্যাপি অবধারণ করিতে পারেন নাই। কারণ যে কিছু আছে, তাহার সন্দেহ নাই এবং তাহা-বিশেষ অনুসন্ধানের যোগ্য। তবে একথা ঠিক, যত স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার শতকরা ১টা যদি সফল হয়, ৯৯টা বিফল হইয়া যায়। এজন্য স্বপ্নে রাজ্য লাভ দেখিয়া বৃথা লোভে লুব্ধ হওয়া উচিত নয় এবং সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া দুশ্চিন্তায় পাগল হওয়াও বিধেয় নয়। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া স্বপ্নের ফলাফল বিষয়ে তাঁহার উপরে নির্ভর করাই উচিত। স্বপ্নে আমাদের জীবনের যে অনিত্যতা ও চরিত্রের যে হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

"কোহিনুর" হীরক।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণের ইতিহাস অনুসন্ধানের মধুময় ফল, অদাকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধ। প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় কোহিনুরের অত্যল্প মাত্র বিবরণ সংগ্রহ হয়, তৎপরে ইংরাজী সাহিত্য হইতে অবশিষ্ট ভাগ সংগৃহীত হইল।

কোহিনুর শব্দের অর্থ 'জ্যোতিঃ পর্ব্বত' বা আলোক-গিরি। হিন্দু গ্রন্থানুসারে গোলকুণ্ডার আকরে ৩০০০ তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও কোহিনুরের উৎপত্তি। অঙ্গ-রাজ্যাধীশ্বর কার্ন, ঐ রত্নের অধিস্বামী ছিলেন।

২। মতান্তরে গোলকুণ্ডাধিপতির গৃহেই এই মহারত্ন ছিল। মিজিনয়লা নামক তাঁহার এক সেনাধ্যক্ষ কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক ইহা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়া সাজাহান সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করে। অনেকেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, ন্যূনাধিক ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।

৩। যৎকালে উক্ত বাদশাহকে উল্লিখিত হীরক খণ্ড সমর্পিত হয়, তখন উহার তাদৃশ দীপ্তি, চাকচিক্য বা মসৃণতা ছিল না। উহা দেখিতে বিশ্রী ও বর্ত্তমান সময়ের অবয়ব অপেক্ষা দ্বিগুণতরাকার লক্ষিত হইত। সুতরাং সম্রাট উহা এক মণিকারের করে প্রদান করেন। মণিকার,

কোহিনুরের কোথায় কমনীয় কান্তি প্রকটিত করিয়া দিবে, না তাহার আদিম অবস্থা অপেক্ষা বরং কোনও বিষয়ে হীনতা করিয়া দেয়, সে হীরার অবয়বও অর্দ্ধ ভাগ মাত্র রাখিয়াছিল। সাজাহান ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া পুরস্কারের বিনিময়ে মণিকারকে কেবল তিরস্কার ও প্রহার করিয়া নিরস্ত হইলেন না, তাহার ২,২৫০ মুদ্রা অর্থদণ্ড করিলেন। সম্রাটের ক্রোপ হইবার কারণ ছিল বটে, [কিন্তু ব্যবসায়ীর প্রতি এত দূর কঠোর শাস্তি দেওয়া সুসঙ্গত নয়, কেহ কেহ মনে করেন। অন্যেরা কহেন, যদি জহরী, বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত, তবে তাহার ভাগ্যে অনেক পারিতোষিকও ঘটিত। রাজানুগ্রহ প্রত্যাশা করিলে রাজনিগ্রহও ভোগ করিতে হয়।

৪। প্রায় ২০০ দ্বিশত বর্ষ বিগত হইল, ট্রাভারনির্ নামক এক ফরাসিদেশীয় পর্য্যটক, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণোপলক্ষে সমাগত হইয়া উক্ত মাণিক্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তদবধি কোহিনুর কত বিক্রান্ত লোকের গ্রাসে কবলিত হইয়াছিল। যাহাহউক, তৎপরে উহা কাবুলের খাঁর করে নিপতিত হয়। তাঁহার নিকট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কোহিনুর, পুরুষসিংহ রণজিৎ সিংহের প্রাসাদ সমুজ্জ্বল করে। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, পঞ্জাবকেশরী প্রথমতঃ ছলে ও কৌশলে, অবশেষে বলে উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, পঞ্জাব-পতি খাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন ভবনে আনয়ন করেন। খাঁর মনে সন্দেহ হওয়ায়, প্রকৃত কোহিনুর আপন প্রাসাদে রাখিয়া একটি নকল মণি লইয়া ও সেই কৃত্রিম মণির কোহিনুর নাম দিয়া তাহা সঙ্গে করিয়া রণজিতের রাজ্যে উপস্থিত হন। রণজিৎ, তাঁহাকে কোহিনুর প্রদান করিতে বলিলে খাঁ নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক দিলেন। তৎক্ষণাৎ সংস্কারার্থ মণিকারের বিপণিতে উহা প্রেরিত হয়। অবিলম্বে রণজিতের শ্রুতিগোচর হইল, উহা প্রকৃত কোহিনুর নয়। অতঃপর পঞ্জাব-সিংহ, রোষ-পরবশ হইয়া নিতান্ত অধীরভাবে সসৈন্যে কাবুল আক্রমণ করিলেন। খাঁর সুরম্য হর্ম্ম্য সমুদায়ের সকল স্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াও কোহিনুর হস্তগত করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক ধূর্ত্ত ভৃত্য, অর্থলোভে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তৃণাকার ভস্মপ্রচ্ছন্ন মণি দেখাইয়া দিল। মহাড়ম্বরে ও পরম সমারোহে উহা পঞ্জাবে আনীত হইল। তাঁহার পরলোক গমনের পর হীরক খণ্ড, তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মুকুট সুসজ্জিত হইয়াছিল।

৫। পঞ্জাব প্রদেশের লোকেরা যখন বৃটিশ বীরগণের বশ্যতা স্বীকার করে, তদবধি অর্থাৎ ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বজন-মনোহর কোহিনুর, ইংরেজ-ভাগ্যে নিপতিত হইয়া যেন আর ভারতের জল বায়ু সহ্য হইল না বলিয়াই, সুদূর ইংলণ্ড যাত্রায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেই হইতে এ দেশের লোকে ভারতবর্ষে কোহিনুরের তিরো-

ভাবে নিরাশা পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছেন। হায়! কোহিনুর! তুমি দেশের মায়ায় একেবারে জলাঞ্জলি দিলে! তুমি বিদেশ বিলাতে গেলে, তথাপি তোমার নিস্তার নাই। মাহাত্মান রণজিতের অধীনে তোমার অঙ্গসংস্কার হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তোমার দেহ কত বিক্ষত হয় নাই, কে বলিতে পারে? যাহাহউক, তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অবস্থান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দমনে কালাতিবাহন করিবে ভাবিয়াছিলে, কিন্তু তোমার অদৃষ্টের দোষ—তোমার শরীরের স্থূলতা দূরীকরণ ও কৃশতা সম্পাদন দ্বারা তোমার কায়-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজধানী আমষ্টার্ডম নগরে কষ্টার কোম্প্যানির কর্ম্মালয়ে তোমাকে গমন করিতে হইল! বিধাতা তোমাকে বুঝি ভ্রমণার্থেই সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

আমষ্টার্ডমে মণিকারের বিপণিতে ৩৮ আটত্রিশ দিবস ক্রমাগত হীরাটীর কারুকার্য্য হইয়াছিল। ঐ দীর্ঘ কালে প্রতিদিন ১২ দ্বাদশ ঘটিকা ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইত। ওয়েলিংটনের ডিউক ঐ স্থত্রে মণিকারের কর্ম্ম শিক্ষা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে উহা রাজ্ঞীর করে সমর্পিত হয়। কোহিনুর, তদবধি অদ্যাপি ইংলণ্ডেশ্বরীর শিরোভূষণ হইয়া আছে। উহাই সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণি।

জেন ওএল্‌স কার্লাইল।

আমাদিগের দেশে অল্প আয়ের লোকেও চাকর চাকরাণী রাখিতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডে আমরা যাঁহাদিগকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বলি, তাঁহারাও পারেন কি না সন্দেহ। এখন বিবেচ্য দার-পরিগ্রহ করিবার পরেও কার্লাইল কিরূপ অবস্থার লোক ছিলেন। কৃষকসন্তান এই সময় আপনার অবস্থা যে কিছু উন্নত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা অনুমিত হয় না। কোন কোন মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া তিনি কিছু কিছু পাইতে ছিলেন। তাহাতে তাঁহার এক প্রকারে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলিত। অপিচ, তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন, মিতব্যয়িতাগুণে তিনি এই অল্প আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি আদর্শ সাংসারিক লোক ছিলেন। বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহাদিগকে তাঁহাকে দেখিতে হইত। ভাই ভগিনী গুলিকে তিনি প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন, সহোদর ভ্রাতা জন কার্লাইল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহার সমস্ত ব্যয় তাঁহাকে যোগাইতে হইত। জন যদিও তার পর কাউণ্টেস্ অব্ ক্লেয়ারের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে রোম ও নেপল্‌স নগরীতে গিয়া এই টাকা ঋণ পরিশোধের ন্যায়

প্রতিপ্রেরণ করেন, তথাপি এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, তিনি সেই অনটনের সময় আপনার আরাম ব্যারামের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ভ্রাতাকে আবশ্যকমত অর্থ-সাহায্য করিতেন। উল্লিখিত সমস্ত ব্যয় কুলান করিয়া একটী মাত্র দাসী রাখিতে সক্ষম ছিলেন। ইহাকে "জুতা গড়া হইতে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত" সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইত। এবিম্বিধ পরিচারিকাকে স্কটলণ্ডে "Maid of all work" সর্ব্বকর্ম্মান্বিতা পরিচারিকা বলে। কার্লাইলের দাসী বেসিবার্ণেটকে বাজার করা, গোয়াল ঝাঁট দেওয়া, দুগ্ধ দোহন করা, রন্ধন, বস্ত্র ও ভোজন পাত্র ধৌত করা, মার্জ্জনী দ্বারা গৃহ পরিষ্কার ও ধৌত করা, ধূলা ঝাড়া, শয্যা করা, জুতা ব্রুশ করা ও ঝাড়া এবং আমাদিগের দেশের অপেক্ষা বেশির ভাগ রজকের কার্য্য প্রভৃতি বিস্তর কর্ম্ম করিতে হইত। আর যে কিছু বাকি ছিল, তাহা বোধ হয় না। ইহার ফল এই হইত যে, তাহা দ্বারা কোন কর্ম্ম সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইত না, হইবারও কথা নয়। ইহার রন্ধন অনেক সময়ে ভাল হইত না, অনেক সময়ে ভাল হইলেও গৃহস্বামী কার্লাইলের মুখে ভাল লাগিত না; সুতরাং পতিপ্রাণা জেন ওএলস অনেক সময়ে স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। উদরাময়গ্রস্ত উগ্রস্বভাব কার্লাইল ইহার অন্যান্য কার্য্যেও কতবার অসন্তুষ্ট হইতেন। জেন স্বামীর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত যে সকল পর্য্যন্তও করিতে ত্রুটি করেন নাই। বলিতে কি তিনি স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও যথার্থ ভালবাসায় উদ্বেলিত-হৃদয় হইয়া তাঁহার জুতা ব্রুশ, জুতা ঝাড়া, দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি অতি নীচ কর্ম্মও আনন্দের সহিত করিতেন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতেন না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কার্লাইল বিবি জেন ওএলসকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। এই কি সেই ভালবাসার নিদর্শন? তিনি ভাবিতেন যে, স্ত্রীর এই সকল কর্ত্তব্য; যে স্ত্রী এই সকল কার্য্যে পরাঙ্মুখ, তিনি কখনই কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী নহেন, যেহেতু তিনি আপনার মাতা মারগেরেটকে এবম্বিধ কার্য্যে দিবানিশি নিয়োজিত থাকিয়া স্বামিশুশ্রূষায় পরম প্রীতি লাভ করিতে দেখিয়াছিলেন, এবং আপনার স্ত্রীর নিকট ঐরূপ কঠোর পাতিব্রত্য প্রত্যাশা করিতেন। জেন কার্লাইল এ সমস্তও করিয়া দেখিলেন, যে তবু স্বামীর মন পান না, স্বামীর সকাশে যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাহা প্রাপ্ত হন না। কারণ, কার্লাইলের স্বভাবতঃ কতকগুলি দোষ ছিল, যে সকল দোষ কিছুতেই অপনীত হইবার নহে! তিনি কিয়ৎপরিমাণে ঘোর-পরতন্ত্র ছিলেন, লোকে ভাষায় 'বদমেজাজ' যাহাকে বলে, তাহা তাঁহার চরিত্রে বিলক্ষণ উপলব্ধি হইত। তিনি সময়ে সময়ে নৈরাশ্য ও দাম্ভিকতার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িতেন। আপনার মুখে ব্যক্ত করেন যে, তিনি কখনও কখনও দুষ্টমতি 'শয়তানের আয়ত্তাধীন' হইতেন। এই সময়ে প্রকৃতিস্থ থাকা দূরে থাকুক,

মানব-প্রকৃতির অধস্তন সোপানে অবতীর্ণ হইতেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার জীবনে এমন মুহূর্ত উপস্থিত হইত, যখন তিনি কাহারও সঙ্গলাভেচ্ছা করিতেন না। আগন্তুকদিগকে "Nauseous intruders" "অযথা কার্য্যহন্তা" নামে অভিহিত করিতেন। তিনি শয়তানের এই সুখের রাজত্ব কালে—এমন কি স্ত্রীর সঙ্গও সহ্য করিতে পারিতেন না। যে স্ত্রী তাঁহার প্রতিভা স্ফূরণ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করেন, যে স্ত্রীকে তিনি প্রথমতঃ আপনার রচনাবলী দেখাইয়া প্রীত করিতে পারিলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিতেন এবং যে স্ত্রীর প্রতিভাও তাঁহার চিদাকাশে প্রতিভাত হইয়া তাঁহার প্রতিভার উদ্দীপন করে, যে স্ত্রীর লেখনীপ্রসূত ভাবময়ী রচনাবলীর প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না, সেই স্ত্রীর সহিত ভোজন পান দূরে থাকুক, তিনি সময় সময় তাঁহাকে ত্রিসীমায় আসিতে দিতেন না। যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি যে অন্যের প্রতি কঠিনতর ব্যবহার করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইটি তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব বা বিধির বিড়ম্বনা। এই কারণে জেন্ কার্লাইল পরিণীত জীবনে হতাশ হইয়া অনেক দুঃখে বলিয়াছেন "ভগিনীগণ! কুত্রাপি প্রতিভাশালী মহাত্মাগণকে বিবাহ করিও না। তুঙ্গতম গিরি-চূড়াসম মহানুভব ব্যক্তিগণের প্রতিভা সাধারণের উপযোগী নহে।" সংক্ষেপে বলিতে হইলে আমরা এই বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি যে বিবি কার্লাইল শিক্ষায় বিচক্ষণা, গৃহকার্য্যে দ্রৌপদী এবং স্বামী ভক্তিতে সীতা ছিলেন। স্বামীর স্বভাব ও চরিত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হওয়া বড় সহজ বলিয়া অনুমিত হয় না; তিনি তাহা করিয়াছিলেন। কার্লাইল খাদ্য সামগ্রী সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান থাকিতেন, জেন্ ওএলশ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া আহারের সুব্যবস্থা করিতেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁর জন্য অতি নীচ পাচিকা ও পরিচারিকার কার্য্য করিয়া তিনি আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিতেন। মা, কার্লাইল-কুললক্ষ্মি! তুমি ভারত মহিলার তুল্য গুণাবলী ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যে প্রকারে পতিসেবা করিয়াছিলে, সেরূপ তোমার স্বদেশ ও ইংলণ্ডের কথা দূরে থাকুক, পতি-ভক্তিতে চিরপ্রসিদ্ধ ভারতের কন্যাগণও এখন পারেন কি না সন্দেহ। তোমার দৃষ্টান্ত বঙ্গের গৃহে গৃহে পূজিত হউক।

কার্লাইল প্রায় সকল বিষয়ে হতাশ ও বিফলপ্রযত্ন হইয়া অবশেষে 'সার্টর রিসার্টস্' রচনা করিয়া ইহার যদি কোনও প্রকাশক পান, এই আশায় মহানগরী লণ্ডনে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। জেন ওএলস্‌ও তাঁহার অনুগমন করিলেন। ইনি ১৮৩১ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে তথায় পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়া পিতৃব্যপত্নী বিবী ওএলসকে, লিবরপুলে, ননদিনী

কুমারী জিন্ কার্লাইলকে, ব্রাট স্ ব্রিগে যে দুই খানি পত্র লেখেন, তাহাতে লণ্ডন ও লণ্ডনের বিষয়গুলী সম্বন্ধে বলেন যে "আমি অন্য কোথাও এবম্বিধ দয়াশীল তাগুণ-কলাপ দেখি নাই। লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমরা আরও এইপ্রকার মহাশয় ব্যক্তিগণকে দেখিবার আশা করি। সকলেই স্বামীকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। সে দিন পণ্ডিতদিগের একটী সভা আহূত হয়। তিনি তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় উইয়া হগ,লকার্ট,গ'ট, এল্‌গন, কনিংহ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।"

বিবি কার্লাইল রুগ্ন ও কৃশ ছিলেন। তাহাতে আবার স্নায়বীয় পীড়ায় দুর্ব্বল ছিলেন। ইহাতে তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। এই কঠিন দুরারোগ্য পীড়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

কার্লাইলের হৃদয় প্রধানতঃ দুই ব্যক্তি দ্বারা অধিকৃত হয়। সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মাতৃদেবতা, তৎপরে পত্নী। তিনি নিজে এবিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জীবনচরিত লেখক সুবিখ্যাত ফ্রুডও তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক একটী ত্রুটি বশতঃ এই বিশুদ্ধ পত্নী-প্রেম ও পত্নী-অনুরাগ কথঞ্চিৎ কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি আপনি সুস্থ ও সবল দেহ থাকিলে সকলেই সুস্থ ও সবল-দেহ আছে, ভাবিতেন। তিনি আপনি অসুস্থ ও ক্ষীণকায় থাকিলে সকলেই অসুস্থ ও ক্ষীণকায় ভাবিতেন। আপনার পীড়া হইলে, তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার অবধি থাকিত না এবং আপনি ভাল থাকিলে, স্ত্রীর উৎকট পীড়া হইলেও একবার জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

(ক্রমশঃ)

গৃহ চিকিৎসা।

কলেরা—ওলাউঠা।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ও ইউরোপের কোন কোন স্থানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলায় বহু ব্যাপকরূপে এই রোগ প্রকাশ পায়; এক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রায় সকল সময়েই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

কারণ।

এই রোগ এক প্রকার বিশেষ বিষ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, অপরিষ্কার জল পান, অপরিমিত আহার, অধিক অম্ল সংযুক্ত কাঁচা ফল খাওয়া, নূতন চাউলের অন্ন, লোণা মৎস্য, রাত্রি জাগরণ, অধিক শোক বা ভয় পাওয়া, অধিক মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

লক্ষণ।

প্রথমে জলবৎ মলত্যাগ হয়, বিবমিষা বা বমনেচ্ছা ও বমন, দুর্ব্বলতা, মুখাকৃতি পরিবর্ত্তন, অপ্রফুল্লতা, শিরোঘূর্ণন, আলস্য, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পরে পীড়া ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিলে ঘন ঘন চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় দাস্ত, মলে দুর্গন্ধ, পুনঃ পুনঃ বমন, শরীর নিস্তেজ, হাতে পায় খিল ধরে, নাড়ী দুর্ব্বল ক্ষীণ এবং পাওয়া যায়না। শরীর শীতল ও নীল বর্ণ, হাত পায়ের অঙ্গুলি কোঁকড়ান বা চোপসান, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, স্বর ভঙ্গ, গায়ের জ্বালা, রোগী বিছানায় ছট্‌পট্ করে, অসাড়ে মল ত্যাগ, ওষ্ঠ নীল বর্ণ, নেত্র অর্দ্ধ মুদ্রিত, শ্বাস কষ্ট, শয্যা কণ্টক, মূত্র বন্ধ, পেট ফাঁপে, উদরে অতিশয় বেদনা, শরীরের চর্ম্ম শুষ্ক, জিহ্বা শীতল, হৃৎপিণ্ডের বেগ ও শব্দ অতিশয় ক্ষীণ, অতিশয় পিপাসা, কিন্তু জল পান করিলে বমন হয়, আক্ষেপে ক্রমে ক্রমে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া অবশেষে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

চিকিৎসা।

ক্যাম্ফার।—(ডাঃ রুবিনীর আবিষ্কৃত) পীড়ার প্রথমাবস্থায় এই ঔষধ পরিষ্কার চিনির সহিত ১০।১৫ মিনিট অন্তর ৪।৫ বার সেবন করাইবে, মাত্রা বয়স অনুসারে ১ হইতে ৫ ফোঁটা পর্য্যন্ত। পীড়ায় চরমাবস্থায় এই ঔষধেও বিশেষ উপকার দর্শে।

একোনাইট।—ডাঃ হেম্পল এই ঔষধের মাদার টিংচার অথবা ১ ক্রম ব্যবহার করিতে বলেন। রোগের প্রথম অবস্থায় ভেদ ও বমন, উদরে বেদনা, মুখশ্রী মলিন ও নীল বর্ণ, এই ঔষধ পীড়ার শেষ অবস্থায়ও বিশেষ উপকার দেয়।

ভিরাট্রাম-এলবম।—ঘন ঘন চাউল ধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ, বমন, অতিশয় দুর্ব্বলতা, মুহুর্মুহু জল পানে ইচ্ছা, শরীর নীলবর্ণ, সাদা দুর্গন্ধ যুক্ত আমমিশ্রিত দাস্ত, নাড়ী সূক্ষ্ম, সর্ব্ব শরীর খিল ধরা, অসাড়ে ভেদ, মুখ শুষ্ক, জিহ্বা ঠাণ্ডা, চক্ষে অতিশয় যন্ত্রণা, চক্ষু বসিয়া যায়। পেটে বেদনা, দাস্তের বর্ণ কটা ও কালচে, বমনে পিত্ত ও শ্লেষ্মা থাকে, বমনের বর্ণ সবুজ অথবা হরিদ্রা বর্ণ। এই ঔষধের ৩।৬ ক্রম ব্যবহার করিবে। বমন অপেক্ষা অধিক ভেদে ইহা ব্যবহার্য্য।

কুপ্রম-মেটালিকম।—পদ দ্বয়ে, হস্তে ও উদরে খিলধরা, জল পান করিলে ঘড় ঘড় শব্দ, মুখাকৃতির বিকৃতি, উদরে অসহ্য বেদনা, নাড়ী লুপ্ত, বিবমিষা ও বমন অন্তে চক্ষু হইতে জল পড়া, শরীর শীতল ও নীল বর্ণ, শ্বাসাবরোধ। এই ঔষধ ব্যবহারে আক্ষেপ যুক্ত বিসূচিকায় বিশেষ উপকার দর্শে। ৩।৬ ক্রম ব্যবস্থা।—

আর্সেনিক-অ্যালবম।—অতিশয় দুর্ব্বলতা ও অস্থিরতা, মূত্রাবরোধ, অসাড়ে ভেদ, হস্ত পদাদির অঙ্গুলি সঙ্কোচ,

অপরিহার্য্য তৃষ্ণা, ওষ্ঠ ও জিহ্বা শুষ্ক, পুনঃ পুনঃ বমন, গাত্র শীতল, অতিশয় ঘর্ম্ম, পাকাশয়ে প্রবল বেদনা ও জ্বালা, দুর্গন্ধযুক্ত তরল কৃষ্ণবর্ণের বা সাদা বর্ণের ভেদ, রোগী ছটফট করে, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, আক্ষেপ ৬।৩০ ক্রম ব্যবস্থা। ভেদ অপেক্ষা অধিক বমনে ইহা ব্যবহার্য্য। আমাদের কেবল এই ঔষধ সেবনে ও ওলাউঠা রোগীর আরোগ্য হইয়াছে।

ইপিকাকুয়েনা।—এই পীড়ার ভেদ অপেক্ষা বমন অধিক হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। পুনঃ পুনঃ বমন, উদরে খামচান ও মুচড়ে ধরার ন্যায় বেদনা, শিরোঘূর্ণন। গ্রীষ্মকালে শিশুদিগের পীড়ায় সাদা ও সবুজ বর্ণের ফেণা যুক্ত শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভেদ হইলে এই ঔষধের দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ৩।১২ ক্রম ব্যবহার্য্য।

নক্সভোমিকা।—রাত্রি জাগরণ, মাদকদ্রব্য সেবন, অপাক, মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে পীড়া হইলে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে। মাথায় পশ্চাতে বেদনা, টক গন্ধযুক্ত বমন, ৬।৩০ ক্রম।

পলসেটিলা।—তৈলাক্ত ও ঘৃতাক্ত দ্রব্যাদি আহার করিয়া এই পীড়া জন্মিলে এই ঔষধ দিবে। হরিদ্রা বর্ণ ও আম যুক্ত ভেদ, জিহ্বা লেপযুক্ত, দাস্তের রং সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন, পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমন। ৩।৬ ক্রম।

কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস।—রোগী অবসন্ন মৃতবৎ, পতনাবস্থায় এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে, মলে দুর্গন্ধ, স্বর ভঙ্গ, শ্বাসকষ্ট, রোগী বিছানায় ছটফট করে, শরীর শীতল, নীল বর্ণ, নাড়ী পাওয়া যায় না, পেট ফাঁপে, কপালে ও গলায় অল্প অল্প ঘাম হয়। ৬।৩০ ক্রম।

হাইড্রোসিয়েনিক এসিড।—শীতল চট চোটে ঘর্ম্ম, স্থির দৃষ্টি, অসাড়ে মল ত্যাগ, আক্ষেপ, নাড়ী লুপ্ত, কনীনিকা প্রসারিত, মুখ মণ্ডল মলিন, ৬।৩০ ক্রম দিবে। ইহা বিষ, শেষ অবস্থায় ও সাবধানে ইহা ব্যবহার্য্য।

রিসেনস।—অতিসারিক বিসূচিকা, চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, বেদনা শূন্য বিসূচিকায় বিশেষ উপকারী, মুখ মলিন, নাড়ী পাওয়া যায় না, স্বরভঙ্গ, শরীর শীতল, চক্ষু বসিয়া যায়, ৬।১২ ক্রম।

গ্রীষ্ম কালীন বিসূচিকা।—আর্স *, চায়না, ক্যাম, কলো, ডালকা, ইপি, ভেরাট।

বমন বেশী থাকিলে।—ইপি, আইরিস, আর্স, নক্স, ইপি, ইউপে।

হিক্কা থাকিলে।—বেল, কার্ব্বো, হায়োসিয়মাস, ইগ্নেসিয়া, সলফার, নক্স।

বিকার হইলে।—রসটক্স, ব্রাই, আর্স, বেল, হায়স, ওপিয়ম, ষ্ট্র্যামোনিয়া।

রোগের প্রথম হইতে নাড়ী বিলুপ্ত হইলে।—আর্স, ভেরাট, ক্যামো, কার্ব্বো, হাইড্রো।

* ঔষধের সংক্ষিপ্ত নাম—আর্স—আর্সেনিক, ক্যাম॥ ক্যামমিলা, কল—কলসিন্থ; ইপি—ইপিকাক, ব্রাই—ব্রাইওনিয়া ইত্যাদি।

শরীর নীল বর্ণ হইলে।—কার্ব্বোভেজ, ক্যাম্ফো, ভেরাট, আর্স, ওপিয়ম।

ভেদ অধিক হইলে।—ভেরাট, আর্স, সিকেল, কুপ্রম, এসিড—ফস, ডলকামেরা, পডো, সলফার।

উদরে বেদনা থাকিলে।—কলোসিন্থ, আর্স, কুপ্রম, নক্স।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—যখন চারিদিকে এই রোগ হইতেছে, তখন ভিরাট্রাম—আলবম ও কুপ্রম—মেটালিকম এক মাত্রা করিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে; এবং গন্ধকচূর্ণ পায়ের তলাতে বা জুতার মধ্যে রাখিবে। কর্পূরের আঘ্রাণ লইবে, একখণ্ড তাম্র কটিদেশে ধারণ করিবে।

প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বাটীতে কর্পূরের ও গন্ধকের ধূম দিবে। অম্ল দ্রব্য ভোজন, উপবাস, রাত্রিজাগরণ ও দুষ্পাচ্য ভোজন করিবে না, বাটীর মধ্যে বা আশ পাশে কোন প্রকার ময়লা রাখিবে না, শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। ওলাউঠা রোগীর ভেদ ও বমন গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিবে। ওলাউঠা রোগীর সেবা করিতে হইলে খালি পেটে থাকিবে না। সর্ব্বদা আনন্দচিত্তে থাকিবে। কুচিন্তা করিবে না।

রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে রাখিবে, সাহস দিবে, রোগীর বাসগৃহ পরিষ্কার রাখিবে, যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালন হয় তাহার চেষ্টা করিবে। রোগীর গৃহে গোলমাল করিবে না। রোগীর পিপাসা পাইলে শীতল জল ও বরফ দিবে। রোগী ক্রমশঃ সচ্ছন্দ বোধ করিলে সাগু, বার্লি, ও এরারুট দিবে। রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইলে ফ্লানেল দ্বারা বা অন্য কোন প্রকারে গরম সেক দিবে।

রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করাইবে, আবশ্যক হইলে ৩০। ১৫। ১০ মিনিট অন্তর ঔষধ দিবে। পূর্ণবয়স্কের মাত্রা এক ফোঁটা, শিশুর পক্ষে বয়স বিবেচনায় এক ফোঁটা ২।৩ বা ৪ বার দিবে। ধাতু পাত্রে ঔষধ রাখিবে না। কাচের, পাথরের অথবা বেলোয়ারের পাত্রে ঔষধ রাখিবে। যে জল ব্যবহার করিবে তাহা পরিষ্কার, কর্পূর-হীন ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধবিহীন হইবে।

দেশাচার।

১। ব্যাবিলনীয় বিবাহ প্রথা,—ব্যাবিলনীয়দিগের মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যা "নিলাম" হইত। সৌন্দর্য্য ও গুণানুসারে প্রত্যেক কন্যার মূল্য স্থিরীকৃত হইত, এবং যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে পারিত, সেই তাহার বাঞ্ছিত কন্যাকে লাভ করিত। এইরূপে সুন্দরী কন্যা বিক্রয় দ্বারা যে ধন লাভ হইত, ঐ ধন পুনরায় সৌন্দর্য্যহীনাদিগকে যৌতুক স্বরূপ প্রদত্ত হইত। কুরূপাদিগের

বিবাহ দিবার সময় ঐ ধন দান দ্বারা রূপের ক্ষতি পূরণ হইত এবং অর্থলোভী পুরুষগণ উঁহাদের পাণিগ্রহণ করিত।

২। পুরাতন রোমীয় উদ্বাহ প্রথা—বিবাহের সময় পাত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ হইত। পিতামাতা কি অন্য অন্য অভিভাবক ইচ্ছা করিলেই কোন রমণীকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিতেন না। সেই সময়ে রোমীয়মহিলাগণ বড়ই স্বাধীনতাপ্রিয়া ছিলেন। স্বামীদের উপর তাঁহাদের অনেকটা আধিপত্য খাটিত এবং স্বামী স্ত্রীর স্বাধীনতায় অণুমাত্র হস্তক্ষেপ করিলেই স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেন। খৃষ্টের জন্মিবার ২৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে রোমে উদ্বাহ শৃঙ্খল ভঙ্গ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎকালীন রোমানেরা বিবাহকে পবিত্র ও গুরুতর ব্যাপার মনে করিতেন না। অনেক সময়ে সন্তান না জন্মিলেও স্ত্রী স্বামীদ্বারা পরিত্যক্তা হইতেন।

৩। নারী সৌন্দর্য্য—জাপানীয় বালিকাগণ সোণার জলদ্বারা দন্ত রঞ্জিত করে এবং আমেরিকার আদিমবাসীদিগের বালিকাগণ দন্তে লাল রং করে। শুভ্র দন্তকে ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ না করিলে গুজরাটী রমণীদের সৌন্দর্য্য হয় না। গ্রীণলণ্ডে নারীগণ মুখে নীল ও হরিদ্রা বর্ণের রং করে; রুসীয়ায় মস্কোবাসিনী বালিকাগণ মুখে এক প্রকার প্রলেপ দেয়। চিন স্ত্রীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহপাদুকা ব্যবহার দ্বারা চরণযুগলকে আশ্চর্য্যরূপে ক্ষুদ্র করেন। পূর্ব্বকালে পারস্য দেশে নাসিকার সৌন্দর্য্য দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী যুবরাজদের মধ্যে সিংহাসনারোহণের অধিকার স্থিরীকৃত হইত। কোন কোনও দেশে জননীগন সন্তানের নাসিকা "খাঁন্দা" করিয়া দেন; কোনও দেশে আবার দুইটী কাঠের পাটার মধ্যে সন্তানের মস্তক রাখিয়া উহাকে চাপ দিয়া সুন্দর চতুষ্কোণ করা হয়। আধুনিক পারস্য-জাতি লাল চুল বড়ই ঘৃণা করে, এবং তুরুস্কেরা আবার উহারই ভক্ত। ইংরাজেরা হরিদ্রা ও ভারতবর্ষীয়েরা কৃষ্ণ বর্ণের কেশ পছন্দ করেন।

চীনদেশে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুই সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং ভ্রূর চুল দীর্ঘ করিবার জন্য সর্ব্বদাই চীন বালিকারা উহা টানিয়া তুলিয়া ফেলে। তুর্কীনারীগণ ভ্রূতে ঘোর কাল রং লাগাইয়া থাকেন; উহা দিবাভাগে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু রজনীতে বড়ই চক্চকে বোধ হয়। ইহারা নখে গোলাপী রং লাগায়। আফ্রিকাবাসিনী সুন্দরীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্তৃত ওষ্ঠ, খাঁন্দা নাক ও সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের বড়ই আদর করেন। বিবাহকালে ইহাঁরা গাত্রে মনের সাধে জুতার কালি ঘর্ষণ করেন। ইংরাজ মহিলাগণ নাসিকায় কোন অলঙ্কার ব্যবহার করেন না। পেরু-দেশস্থ মহিলাগণ স্বামীর পদমর্য্যাদানুসারে এক প্রকার ভারী "নথ" ব্যবহার করিয়া থাকেন; এদেশীয় মহিলাদের মধ্যেত অছিদ্র কর্ণ বা নাসিকা খুঁজিয়া পাওয়াই দুর্লভ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়া নারীগণ নাসিকা ও কর্ণে বিভিন্ন প্রকার বহু আকারের, প্রস্তর, কাঁচ ইত্যাদি লাগাইয়া রাখেন। ভুটিয়া স্ত্রীগণ বৃদ্ধ অঙ্গুলীতে বৃহৎ হস্তি-দন্তের অঙ্গুরীয় ব্যবহার করে; নাসিকা ও কর্ণেও হস্তিদন্তের অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। দার্জ্জিলিঙ্গে যাইলেই দেখা যায় সন্ধ্যাকালে ভুট্ স্ত্রীগণ "কাঁটা" দ্বারা কেশ বিন্যাস করেন, ইহাই তাঁহাদের "চিরুণী"।

চীন নারীগণ অবস্থানুযায়ী তাম্র বা সুবর্ণ নির্ম্মিত পক্ষীমস্তকে পরিধান করেন; তাহার দুই পক্ষ মস্তকের দুই পার্শ্ব আচ্ছাদন করিয়া থাকে। উহার সুদীর্ঘ চঞ্চু নাসিকার উপরিভাগে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

মার্যাণ্টিজাতীয়াগণ— মস্তকোপরি অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ ও ৫।৬ অঙ্গুলী বিস্তৃত কাষ্ঠের পাটা ব্যবহার করেন। অনেক জাতির মধ্যেই "উল্কি" লওয়ার প্রথা দেখা যায়। আফ্রিকার এক অসভ্য জাতীয়া রমণীগণ নিম্ন ওষ্ঠে "নথ" ব্যবহার করেন ও উহা উল্টাইয়া দন্তের মাড়ি প্রদর্শনে মুখ সৌন্দর্য্য প্রকাশ মনে করেন।

লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ।

আমাদের দেশে প্রবাদ "লক্ষ্মী সর-স্বতীতে চির-বিবাদ।" লক্ষ্মীর পুত্র হইলে প্রায়ই সরস্বতীর এবং সরস্বতীর পুত্র হইলে লক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সকল দেশের পক্ষেই একথা সত্য। একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতীর পূর্ণ কৃপা প্রায় অবতীর্ণ হয় না। যাঁহারা কেবল লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্র হইয়া সরস্বতীর ত্যাজ্য পুত্র হইয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব কোথায়? কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্মীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইয়াও সরস্বতীর বরলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কীর্ত্তি ও গৌরব চিরস্থায়ী। এইরূপ মহাত্মাদিগের পরিচয় দান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আধুনিক কালের গ্রন্থকারগণের দারিদ্র্যের বিষয় উল্লেখ করা অনাবশ্যক। অস্মদ্দেশীয় গ্রন্থকার-দিগের বিষয়েও অনেকেই অবগত আছেন। অতএব প্রাচীন কালের বিদে-শীয় প্রধান প্রধান প্রতিভাশালী ও দুঃখ-পীড়িত গ্রন্থকারগণের দারিদ্র্য ও দুর্ভা-গ্যের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। অদ্বিতীয় গ্রীক কবি হোমার সঙ্গীত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও সামান্য ভিক্ষার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন। ইনি নিজ রচিত "ওডেসী" ও "ইলিয়াড্" গান করিয়া প্রচার করিতেন। তৎকালে পুস্তক লেখা হইত না। আরও দুঃখের বিষয় যে এই মহাত্মা অন্ধ ছিলেন!

২। সক্রেটিস পশ্চিম দেশের দার্শ-নিকাগ্রগণ্য। ইহাঁর তুল্য নীতিবেত্তা

ও সত্যপ্রিয় সাধু জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি অতি সামান্য অবস্থায় ছিলেন; ও তাঁহার স্বদেশবাসীগণ তাঁহাকে "হেমলক্" বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল।

৩। মহাবীর আলেক্জেণ্ডারের শিক্ষক আরিষ্টটল্ দেশীয়গণের উৎপীড়নে বিষপান করিয়াছিলেন। ইনি রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক গভীর চিন্তা পূর্ণ গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছিলেন।

৪। যিনি বিজ্ঞানের গূঢ় সত্য আবিষ্কার করত সমসাময়িক সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অজ্ঞান ও অসত্যের প্রতিবাদ পূর্ব্বক সূর্য্যকে এই সৌরজগতের মধ্যস্থিত জ্যোতিষ্ক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, যিনি বৃদ্ধবয়সে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াও সত্য প্রচারেরই জন্য আত্মীয়স্বজনকে ছাড়িয়া কারাগারে যাইতেও ভীত হন নাই, সেই ধীশক্তিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক জগতের বীর গেলিলিওর বিষয় কে না শুনিয়াছেন? একজন ধর্ম্ম যাজক এই মহাত্মার স্ত্রীর নিকট হইতে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহ হস্তগত করিয়াছিল ও যাহাতে তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল লিখিত ছিল উহা দগ্ধ করিয়া দেয়।

৫। ইতালীয় মহাকবি পেট্রার্ককে সর্ব্বদাই সভয়ে থাকিতে হইত, কারণ তৎকালে তাঁহার স্বদেশীয়গণের বিশ্বাস ছিল যে কবি হইতে হইলে পিশাচী সাধন ও ভোজবিদ্যা জানা আবশ্যক। কেবল যে ইহাই তাহার জীবনকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহা নহে। তিনি ঈপ্সিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পান নাই বলিয়াও চিরজীবন দুঃখেই কাটাইয়াছিলেন।

৬। দার্শনিক ডেকার্টে প্রথমে হলণ্ড দেশে তাঁহার মত প্রচার করেন। সেই জন্য তিনি নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ডিসিয়ান নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তি নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছিলেন।

৭। স্পেন দেশের গ্রন্থকার, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন "সার্ভোণ্টিস্" এত দুঃখে কাল কাটাইতেন যে অবশেষে তিনি অনাহারে জীবন হারাইয়াছিলেন। ইহাঁরই লিখিত "ডনকুইক্সো" পাঠ করিয়া অদ্য আমরা কতই আনন্দ লাভ করিতেছি।

৮। পর্টুগেল দেশের কবিশ্রেষ্ঠ "ক্যমোএনস" জীবিকোপায়-শূন্য হইয়া লিস্বন নগরে এক দরিদ্রনিবাসে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর গ্রন্থের নাম "লুসিয়েড"।

৯। হলণ্ড দেশীয় মহাকবি ভণ্ডেল নব্বুই বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি মহা দারিদ্র্যে কাল যাপন করিয়াছিলেন।

১০। ইতালীয় মহাকবি টেসো এক সপ্তাহ কাল কিরূপে জীবন কাটাইবেন ভাবিয়া অস্থির হইতেন ও ২।১ টাকার

জন্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ করিতেন তাঁহার রক্ষিত বিড়ালটীর চক্ষের জ্যোতি দ্বারা দীপের অভাব মোচন করিতেন।

১১। এরিয়ষ্টো একজন প্রধান ইতালীয় কবি। আলফন্সোর সাহায্যে একটী সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলে পর কেহ কেহ বলিয়াছিল "যে ব্যক্তি গ্রন্থে সুন্দর সুন্দর প্রসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার গৃহ এমন সামান্য কেন?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "পদবিন্যাস ও হর্ম্ম্যার্থে প্রস্তর বিন্যাসত এক নহে।"

১২। প্লটাস্‌ খ্রীষ্টের জন্মিবার দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে রোমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, ও নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করণার্থে একজনের দাস হইয়া ময়দার "জাঁতা" ঘুরাইতেন।

১৩। ইতালীয় কবি টিরেনস ও দার্শনিক শিরোভূষণ এপিক্‌টিটাস ক্রীতদাস ছিলেন।

১৪। কার্ডিনেল বেন্টিভোলী ইটালী ও ইটালীয় সাহিত্যের ভূষণ স্বরূপ ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে অতুল বৈভব হারাইয়া ঘোরতর দীনাবস্থায় বহু ক্লেশ পাইয়া মরেন।

১৫। দারিদ্র্যে ও অনাদরে স্পেন্সার ও কলিন্‌স ইংরাজ কবিদ্বয়ের মৃত্যু হয়।

১৬। মহাকবি মিল্‌টন্‌ "পেরেডাইস লষ্ট" নামক তাঁহার প্রধান গ্রন্থ ১৫০টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন, ও শেষ দশায় অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেন।

১৭। বিখ্যাত ফরাশি কবি ডু রায়ার বহু ক্লেশে দিনপাত করিতেন।

১৮। ড্রাইডেন্‌, অটওয়ে, লী, গোল্ডস্মিথ, সেভেজ, চেটারটন্‌ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ কবিগণ দারিদ্র্য ও কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ও অনেকে অকালে গতায়ু হন।

১৯। বাট্‌লার ও জীল নামক বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থকারগণ দারিদ্র্যে অন্নাভাবে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

২০। সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি উপন্যাসলেখক লা সেজ্‌ অতি কষ্টে উদর পূর্ণ করিতেন ও সামান্য কুটীরে বাস করিতেন। ইহাঁর পিতৃভক্ত পুত্র যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা বৃদ্ধ বয়সে পিতার কষ্ট মোচন করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হন।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্‌টর।

ইংলণ্ডেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স আলবার্ট চার্লস বিক্‌টর। ইহাঁর পিতা যুবরাজ অতি সুন্দর পুরুষ; ইহাঁর জননী প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী। তাঁহাদের প্রথম সন্তান যে প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রিন্স বিক্‌টর ১৮৬৪ সালের ৮ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং তিনি ঠিক্‌ ২৫ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার

কনিষ্ঠ এক ভ্রাতা ও তিন ভগিনী। যুবরাজের পর ইনিই সমুদায় ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর।

প্রিন্স বিক্‌টরের প্রথম শিক্ষা গৃহেই হয়, পরে তিনি ইংলণ্ডের কেম্‌ব্রিজ ও জর্ম্মাণির "হালদবর্ট" বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৩ সালে মহারাণীর নিকট "গার্টার" নামক কৌলীন্য-সূচক উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৮ সালে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল এল ডি উপাধি লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই দেশ ভ্রমণে কুমারের প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। ১৮৭৯ সালে যখন ইঁহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা জর্জকে সঙ্গে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন এবং সমুদ্রপথে ২।৩ বৎসর ভ্রমণ করেন। তৎপূর্ব্বে ভ্রাতার সঙ্গে রণপোতের কার্য্য শিক্ষা করেন। সৈনিক কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্যও অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করেন এবং ইয়র্ক সায়ারের হসার্স সৈনিকদলের লেপ্‌টনেণ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাজ-পরিবার হইতে সর্ব্বপ্রথম মধ্যম রাজকুমার এডিনবরার ডিউক ভারতে পদার্পণ করেন, তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ স্বয়ং যুবরাজ ও কনিষ্ঠ কনটের ডিউক এ দেশ দর্শন করেন। এক্ষণ মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের শুভাগমন হইয়াছে। শতাধিক বর্ষ ভারত ইংরাজের অধীন হইয়াও রাজদর্শনে এককালে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু গত ২০ বর্ষের মধ্যে চারিবার রাজবংশধরগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহা দেশের পক্ষে শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। রাজমুখশ্রী দর্শন এখন আর বিরল নহে। মহারাণীর তৃতীয় পুত্র কনটের ডিউক সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সস্ত্রীক এদেশে বাস করিতেছেন। মহারাণী স্বচক্ষে একবার ভারত দর্শন করিবেন, এরূপ জনরবও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। এখন ইহা আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

রাজভক্ত ভারতবাসিগণ সর্ব্বদাই মহারাণীর জয় কামনা করিতেছেন এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তাঁহার পরিজনগণের অভ্যর্থনা ও পরিচারণায় পরম পরিতুষ্ট। যুবরাজপুত্র রাজ্যে রাজ্যে নগরে নগরে মহা সমারোহে গৃহীত হইতেছেন এবং যতদিন এখানে থাকিবেন রাজভক্তির অসংখ্য নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন। আমরা মঙ্গলময় বিধাতার নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তিনি সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাকিয়া ভারতের সম্পূর্ণ চিত্র হৃদয়পটে মুদ্রিত করিয়া লণ্ডন এবং আশ্রিত দরিদ্র ভারতবাসীদিগের কল্যাণ চিন্তায় কায়মনোবাক্যে রত হইয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষার পরিচয় প্রদান করুন।

নূতন সংবাদ।

১। বোম্বাই কন্‌গ্রেসে যে সকল ভারত-মহিলা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম ঃ—পণ্ডিতা রমা বাই, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি এ, শ্রীমতী * * দাস, শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারী কুমারী দেবী, কর্ষ্টিন, শ্রীমতী ত্রিম্বক কনায়েল, ও নিকাম্বে। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে তত্রত্য সামাজিক সমিতি ও ব্রাহ্মসম্মিলন সভাতেও যোগদান করিয়াছিলেন। ক্রমে অধিক সংখ্যক রমণী দেশহিত ব্রতে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতেছেন ইহা এ দেশের বর্ত্তমান উন্নতি ও ভাবী কল্যাণের নিদর্শন।

২। কনগ্রেস মহাসভায় পার্লেমেণ্টের অন্যতম সভ্য সুপ্রসিদ্ধ ব্রাডল সাহেব উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন এবং ভারতের সভ্য হইয়া পার্লেমেণ্টে ইহার সপক্ষে বিশেষরূপে আন্দোলন করিবেন আশ্বাস দান করিয়াছেন, ইহা এ বৎসরের পরম লাভ। কন্‌গ্রেসে দুই হাজারের অধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হন এবং ইংলণ্ডে ভারত সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য ৬০ হাজারের অধিক টাকা চাঁদা উঠে, ইহাও সামান্য আনন্দের বিষয় নয়। ব্যবস্থাপিক সভার সংস্কার এ বৎসরের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। তাহা স্থিরীকৃত এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের নির্দ্ধারণ সকল পুনর্নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

৩। যুবরাজকুমার আলবার্ট ভিক্টর ৩রা জানুয়ারি অপরাহ্নে মহা সমারোহে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন।

বামা রচনা।

কুমার আগমনে বঙ্গমহিলার কথোপকথন।

প্রথমা—

এ কি কেন আজ ভারতবাসীর
আনন্দ হৃদয়ে বহিছে হায়,
বল কেন আজ হাসিছে নগরী
সকলি নেহারি আনন্দময় ?
আজ রাজধানী কলিকাতা মাঠে
লাল বস্ত্র সব বিছায়ে করে,
আলোক মালায় হয়েছে সজ্জিত
জলে দীপাবলী কত ঘরে ঘরে।
নূতন করিয়া সাজায়েছে পুন
বিপণি গবাক্ষ বণিক গণে,
পুষ্প-দাম শোভে নগরীর অঙ্গে
দেখিয়ে হরিষ উপজে মনে।
বল সখি বল ইহার কারণ,
কে আসিবে এই নগর পরে,
কার তরে এত সুসজ্জিত বেশ
বল রূপবতী নগরী ধরে ?

দ্বিতীয়—

জান না কি ভাই কারণ ইহার ?
রাণীর নন্দন—নন্দন এবে,
আসিছে নগরে জয় ডঙ্কা তুলে,
ভেটিতে কুমারে যাইছে সবে।
ছাড়িয়া ইংলণ্ড কুমার এবার
এসেছেন এই ভারত পরে,
তাই লো সখানি এতই আনন্দ
সুমঙ্গল ধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে
দেখ দেখ কত সিপাহীর দল
ধাইছে করেতে বন্দুক লয়ে,
আসিবে কুমার নগর ভিতরে
কতই মনের উল্লাস ভরে।
ভারতবাসীরা পরম যতনে
পূজিবে কুমারে দেবতা মত,
সাথে রবে কত রাজা মহারাজা,
সম্মুখে পশ্চাতে ধাইবে শত।

পূজা।

১

পূজিতে পবিত্র প্রাণে, বাসনা মানস মাঝে,
কি আছে গো এহৃদয়ে কি দিলে ওপদ সাজে?
এ প্রেম পূজার নয়,
কেবল কলঙ্ক-ময়,
এ নহে গো ভালবাসা, স্বার্থের বিকাশ এ যে
তোমার হবেনা প্রাণ, লাগিবেনা কোনকাজে।
কোথা আত্ম বিসর্জ্জন,
কোথায় জীবন মন,
বিভোর উন্মত্ত প্রাণ, সেবিতে হৃদয়রাজে,
ছিছি!! কোথায় আমি মরি যে কহিতে লাজে।

২

দানী বুঝি দাসী হতে পারিল না প্রাণনাথ?
পারিল না বিকাইতে ওপদে জনমমত?
এ নহেত ভালবাসা,
শুধু নিজ সুখ আশা,
হৃদয় জীবন দূরে, মুখে সদা অনুগত,
এ প্রাণ পূজার নয়, স্বার্থে ভরা কলঙ্কিত,
তোমার অধীনে রব,
তোমারে পরাণ দিব,
জানিনা যে তোমা বিনা তুমিই হৃদয়-নাথ,
আমার ওপদ কবে জীবনে মনের মত।

৩

তোমার ও রূপ রাশি নয়নে লাগিয়ে থাকে,
অমৃত মধুর ভাবে পরাণ ভরিয়া রাখে।
পবিত্র প্রেমের নেত্রে,
পারিব কি নিরখিতে,
কি আছে তোমাতে দেব, কি মাধুরী চাঁদমুখে,
অজানা রহিল বুঝি, স্নেহ নাথ এ দাসীকে,
হয় ত গো এ জনমে,
শুধু নিরমল প্রেমে
ভাসিব না, দেখিব না-পিপাসা রহিল বুকে,
হয়ত স্বতন্ত্র রব তোমা ছাড়া সুখে দুখে।

৪

আশীষ দাসীরে দেব, যেন এ পরাণ মন,
পারি গো তোমার পদে করিবারে সমর্পণ,
হৃদয়আনন্দ তুমি,
প্রাণের দেবতা তুমি,
তুমিই "গৌরব" আশা সুখ সাধ প্রিয় জন,
প্রাণ সিংহাসন মাঝে,
বসায়ে হৃদয়রাজ,
মলিন অযোগ্য তবু পূজি সাধ শ্রীচরণ,
পুরিবে কি এ বাসনা জুড়াইবে প্রাণ মন?

৫

দাসী কি "তোমার" হতে পারিবে না প্রাণেশ্বর!
পারিবেনা সমর্পিতে যা আছে হৃদয় পর?
কি মন্ত্র কি যাদু গুণে,
মোহিয়াছ এ অধীনে,
যে ভাবে পরাণ ভোর করিয়াছ যাদুকর,
পারিবেনা—জানোনা যে মোহিতে অমর নর
আত্ম সুখ পরিহরি,
আত্ম সমর্পণ করি,
লুটাব আদরে কবে চরণে হৃদয়েশ্বর,
সেবিব মনের সাধে, জীবন শীতল কর।

৬

কবে গো পূজিব তোমা মানস গোলাপফুলে,
ওপদ সেবিব কবে আমাকে আমায় ভুলে?
বিষাদ বিষমানল,
কবে হবে সুশীতল,
চরণ রাখিব কবে আদরে হৃদয়ে তুলে,
পূজিব পঙ্কজ পদ কবে গো প্রেমের ফুলে,
হৃদয় জীবন ঢালি,
"স্বতন্ত্র" এ যাই ভুলি,
ওশোভাবেদিন কবেআলোকেতেজ খিখুলে,
সুখের দাসদে সাধে বিকাইব দিনি মূলে।

৭

তোমারে সঁপিয়া প্রাণ তোমার হইব কবে?
আত্ম সুখ এ বাসনা কবে গো ঘুচিয়া যাবে?
আর কি তোমার হাতে,
পারিব-আমাকে দিতে,
বিভোর থাকিবে প্রাণ, সদত প্রেমের ভাবে,
কবে ও চরণামৃতে হৃদি নিমগন রবে,
তোমা ছাড়া ভাবিব না,
তোমা ছাড়া জানিব না,
তুমিই আমার প্রভু, সকল সঁপিব কবে?
আশিও শরণাগতে, এ দাসী তোমারি হবে।

শ্রী——দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩০১ সংখ্যা। | মাঘ ১২৯৬—ফেব্রুয়ারি ১৮৯০। | ৪র্থ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী-প্রচারক—খৃষ্টীয় রমণীগণের ধর্ম্মানুরাগ ধন্য! কুমারী এলেন পাস নাম্নী এক ইংরাজ বালিকা গার্টেন কলেজের বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। তিনি মুক্তি-ফৌজের প্রচারিকা হইয়া আসিয়া বোম্বাই সহরে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা—বঙ্গদেশের গত প্রাইমারী পরীক্ষায় ২০টা ছাত্রবৃত্তির মধ্যে ৮টা বালিকারা পাইয়াছে। ক্রমেই বালিকারা বালকদিগকে হারাইয়া দিতেছে।

রচনা পারিতোষিক—বাবু ব্রজমোহন দত্ত প্রদত্ত গত বর্ষের পারিতোষিক ৫০ টাকা, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু প্রাপ্ত হইয়াছেন, রচনার বিষয় "সীতা ও দময়ন্তী।" ইহা বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। আগামী বর্ষের রচনা "বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা।" বাঙ্গালা বা সংস্কৃতে যে কোন স্ত্রীলোক এই রচনা লিখিয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে "সেন্ট্রাল টেক্সট্ বুক কমিটী"তে পাঠাইতে পারেন।

ইংলণ্ডেশ্বরীর নিজস্ব সম্পত্তি—ইনি পৃথিবীর সকল রাণী অপেক্ষা ধনশালিনী। আপনার আয়ের উদ্বৃত্ত হইতে ৪ কোটী টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন।

রাজদুর্ঘটনা—জর্ম্মণ সম্রাটের পিতামহী ও ইংলণ্ডেশ্বরীর বৈবাহিকপত্নী বৃদ্ধা মহারাণী অগষ্টা পরলোক গমন করিয়াছেন। জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

সম্রাট উইলিয়ম যেমন জর্মণির "পিতা," ইনি সেইরূপ "মাতা" বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি অনেক সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। ব্রেজিল সম্রাট পেড্রো সাম্রাজ্য হারাইয়া রাজমহিষীকেও হারাইয়াছেন। সম্রাজ্ঞী মৃত্যুর আলিঙ্গনে সকল জ্বালা জুড়াইয়াছেন।

প্রিন্স আলবার্ট বিক্টর—৩রা হইতে ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া পশ্চিম অঞ্চল ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ গড়ের মাঠে আলোকোৎসবে প্রায় অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ভোজ, কৃত্রিমযুদ্ধ প্রদর্শন, মৃগয়াযাত্রা প্রভৃতি দ্বারাও তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন করা হইয়াছে। তাঁহার পিতৃব্য ডিউক অব কনট সস্ত্রীক এ সময়ে উপস্থিত হইয়াও রাজধানীকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যুবরাজপুত্র কলিকাতা ভ্রমণ করিয়া কয়েকটী বিদ্যালয় দেখিয়াছেন, বেথুন বালিকাবিদ্যালয় তাহার অন্যতম। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা দর্শনের স্থায়ী চিহ্ন স্থাপনার্থ যে ফণ্ড হইয়াছে, তাহাতে ইতিমধ্যে ৺২,০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। তিনি কুষ্ঠাশ্রমের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিবার অনুমতি দিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি এ ফণ্ডের আরও উন্নতি হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্য সমাহিত হইবে।

মাঘোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এ বৎসরের মাঘোৎসবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই অধিক সমারোহ। ব্রাহ্মিকাগণও উৎসাহের সহিত কতকগুলি সদনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

সমাজ সংস্কার—রাজপুতানার রাজগণ স্বজাতিমধ্যে অনেক প্রকার সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত করিয়াছেন। বিজয়নগরের মহারাজও আপনার রাজ্যমধ্যে বৃদ্ধ পুরুষদিগকে বালিকা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিতে দিবেন না, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম।

শ্রীহট্ট সম্মিলনী—গত ১৫ই জানুয়ারি মহাসমারোহে এই সম্মিলনীর ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে, আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। গত বর্ষে এই সম্মিলনী ৬০৩ জন রমণীর পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাদের উৎসাহদানার্থ যথেষ্ট পুরস্কার ও ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সভার শ্রীবৃদ্ধিতে আমরা আনন্দিত, ঈশ্বর ইহার আরও উন্নতিবিধান করুন।

ভক্তি ও মুক্তি।

"সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

অনেক লোকে মুক্তি চান, কিন্তু মুক্তির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বুঝেন না। সাধারণ লোকে মনে করে, সংসার একটা বন্ধন, বৈরাগী হইয়া এই বন্ধন কাটিলেই মুক্তি হয়। এইজন্য লোকে সহজে ধার্ম্মিক সাজ সাজিয়া বসে। গৈরিক পরিয়া, ভস্ম মাখিয়া, জটা ধারণ করিয়া কত লোকে বৈরাগী হইয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জনকে সংসার-বাসনা-শূন্য দেখা যায়? মোহন্ত সন্ন্যাসী হইয়াও কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিষয়াসক্ত, আত্মসুখে রত। আত্মসুখের বাসনা মন হইতে দূর না হইলে প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না—মুক্তির সম্ভাবনাও হয় না। আত্মসুখের বাসনা কি সহজে যায়? কঠোর করিয়াও কি তাহা দূর হইতে পারে? ভূমিশয্যা, মলিন বাস, ছিন্নকন্থা ও দণ্ড কমণ্ডলুর মধ্য হইতেও মানুষের অহঙ্কার ও বিলাস-বাসনা ফুটিয়া উঠে। ইহার প্রকৃত কারণ এই মানুষের অন্তরের বাসনা ও প্রবৃত্তি সকল বন্য জন্তুর ন্যায়, তাহাদিগকে জোর করিয়া দমন করা যায় না। কাটগড়া করিয়া তাহার মধ্যে একটী বন্য হরিণকে যদি রাখা যায় এবং ক্রমাগত প্রহার করা যায়, তথাপি সে পোষ মানিবে না, ঢু মারিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে। কষ্ট করিয়া আত্মসংযম ও রিপুদমনের চেষ্টার ফলও সেইরূপ। কিন্তু ব্যাধেরা যে কৌশলে হরিণ ধরে, সেই কৌশলে অন্তরিন্দ্রিয় সহজে বশীভূত হয়। সুমধুর বংশীধ্বনি করিলে বন্যমৃগ এমনি মুগ্ধ হয় যে সে নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তখন তাহাকে প্রহার করিয়াও কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারে না। ভক্তি এই বংশীধ্বনি, ইহার মধুরতার আস্বাদন পাইলে মানুষের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া আপনাকে ভুলিয়া যায় এবং সেই সুস্থিরচিত্ত সহজে ভগবানের বশীভূত হয়।

বলদ্বারা আসক্তি ছিন্ন হয় না, আসক্তি দ্বারাই আসক্তি জয় হয়। ভগবানে ভক্তি যত হয়, সংসারের আসক্তি ততই আপনা হইতে শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং মুক্তির প্রকৃত অর্থ ভগবানের সহিত প্রাণের যোগ। যে যত তাঁহাতে যুক্ত, সে তত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত। ভক্তিই মানুষের প্রাণের সহিত ভগবানের মধুর যোগ স্থাপন করে; সুতরাং ভক্তি আসিলেই তার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মুক্তির জন্য মানুষকে ভাবিতে হইবে না, প্রাণকে ভক্তিতে—ভগবানের অনুরাগ ও প্রেমে পূর্ণ কর, মুক্তি আপনা আপনি আসিয়া দেখা দিবে। জপ, তপ, সাধন, বৈরাগ্য, যাগযজ্ঞ এ সকলের সার ভক্তি। শাস্ত্র, বিধি, তীর্থ, গুরু, সাধুসঙ্গ—

এ সকলের মূলে ভক্তি। অনুতাপ, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণা, উপাসনা ও সমাধি এ সকলের সার ভক্তি। জীবে দয়া ও বিশ্বসেবা এ সকলের মূলে ভক্তি। ভক্তির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। ভগবানে প্রেম হইয়া আত্মা তন্ময় হইলে সে তাঁহাতেই স্থিতি করে, তাঁহাতেই বিচরণ করে, তাঁহাতে জীবিত থাকিয়া অপার আনন্দ সম্ভোগ করে। ভক্তের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা—ইহার নিকটে মুক্তি অর্থাৎ কেবল বিষয়বাসনা-শূন্য হওয়া ছার। ভক্ত মুক্তি চান না, কিন্তু মুক্তি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করে। অতএব "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

সীতা ও দময়ন্তী।

মহাকবি বাল্মীকি সীতাচরিত্র অঙ্কনে যে আশ্চর্য্য কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বদেশে ও বিদেশে সর্ব্বকালে অন্য কোন কবি এরূপ অতুলনীয়া রমণী চরিত্র অঙ্কন করিতে পারিয়াছেন কিনা, জানি না। সারল্য, সৌকুমার্য্য, অসাধারণ পাতিব্রত্য, আশ্চর্য্য ক্লেশসহিষ্ণুতা ও অদ্ভুত তেজোময় পবিত্র চরিত্র প্রভাবে সীতা জগতের রমণীকুলের শিরোমণিরূপে গণ্যা হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে বালিকার সারল্য ও কমনীয়তা, যুবতীর গভীর অনুরাগ ও অক্ষুব্ধ আত্মত্যাগ, প্রৌঢ়ার অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অদ্ভুত চরিত্র গৌরব এবং প্রাচীনার স্থৈর্য্য ও ক্ষমাশীলতা একাধারে বর্ত্তমান। রমণীর প্রকৃতির কঠিন ও কোমল গুণগুলি তাঁহাতে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট বলিয়াই, সীতা হিন্দুরমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া হইয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রমণী-চিত্র অতি দুর্লভ।

সীতা রাজর্ষি জনকের দুহিতা। মহারাজ জনক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ। এই উন্নতমনা, তত্ত্বজ্ঞ, পবিত্রজীবন, স্নেহময় পিতার সুস্নিগ্ধ বাৎসল্যের শীতল ছায়ায় বর্দ্ধিত হইয়া জনককুমারীর হৃদয়ের উন্নত বৃত্তিগুলি অল্পবয়সেই উন্মেষিত হয়; কিন্তু তাঁহার সদ্গুণরাশি পিতৃ ও শ্বশ্রূ গৃহে বিবিধ ঐহিক সুখে পরিবৃত থাকিয়া সম্যক্‌রূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই। পার্থিব সুখের সমুদয় উপকরণ থাকিতেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কাল দুঃসহ দুঃখে অতিবাহিত হইয়াছে এবং সুগন্ধি ধূপের ন্যায় দুঃখাগ্নিতে অবিরত দগ্ধ হইয়াই তাঁহার চরিত্র-সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে।

কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামচন্দ্র যখন নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করেন, তখন সীতা তরুণবয়স্কা। সংসারের দুঃখতাপ রাজোদ্যানে সযত্নে বর্দ্ধিত বিকাশোন্মুখী এই কোমল নলিনীকে স্পর্শও করে নাই। রাজ-অট্টালিকায়

পিতার স্নেহময় পক্ষপুটের আবরণে তাঁহার বাল্যকাল, এবং ভারত-সম্রাটের গৃহে অতুল বিভব ও সুখরাশির অন্তরালে তাঁহার বধূজীবন এপর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ সম্পদসুখময় রাজ-জীবন হইতে সহসা চীরধারিণী বন-বাসিনীর জীবন অবলম্বন করা যে কি দুঃসহ ক্লেশকর, তাহা পৌরজন সকলেই বুঝাইলেন; কিন্তু সীতার প্রেমপূর্ণ হৃদয় সে প্রবোধ মানিল না। যে বনবাসের ক্লেশের কথা স্মরণ করিতে পৌরুষময় নর-হৃদয়ও কম্পিত হয়, প্রেমময়ী পত্নী প্রিয়-তম স্বামীর পার্শ্বস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাহা অম্লানবদনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই ঘটনা হইতেই সীতার চরিত্র বিকাশ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়।

রমণী-হৃদয়-বৈচিত্র্য এই স্থানে অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরুষ দৈহিক বলে বলিষ্ঠ, রমণী হৃদয়ের শক্তিতে শক্তিশালিনী। যে কার্য্য করিতে দৃঢ়দেহ পুরুষ কুণ্ঠিত বোধ করেন, রমণী হৃদয়ের উত্তেজনায় তাহা অবলীলাক্রমে সংসাধন করেন। তাঁহার দুর্ব্বল দেহযষ্টিতে তখন অমিত বলের আবির্ভাব হয়; তাঁহার কোমল মন তখন আশ্চর্য্য তেজস্বিতায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই শক্তি প্রভা-বেই আজন্ম অতুল সম্পদ ও স্নেহে লালিতা রঘুবধূ, অনভ্যস্ত ক্লেশে আপনাকে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিমেষে রাজবস্ত্র ত্যাগ করিয়া চীরধারিণীরূপে কাননে গমনোন্মুখ স্বামীর পার্শ্বস্থ হইলেন।

নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহ-কেও বৈদেহীর ন্যায় পরস্পর-বিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু ইহাঁর চরিত্রের একটী প্রাণমুগ্ধকর ভাব এই, যে যখন যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই চরিত্রের সুন্দর পরিণতি প্রদর্শন করিয়া-ছেন। তাঁহার চরিত্রের কি এক সুমিষ্ট স্বাভাবিক ভাব, যে অবস্থাতে পতিত হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার পবিত্র প্রাণের আভা প্রতিফলিত হইয়া তাহাকে অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। ইহারই গুণে তিনি রাজকুমারী ও যুবরাজ-পত্নী হইয়াও পঞ্চবটীবনে আজন্ম প্রকৃতি কোলে বর্দ্ধিতা সরলা কাননবালা; রাবণ-পুরে শত চেড়ীবেষ্টিতা বন্দিনী হইয়াও পুণ্যদীপ্তা গাম্ভীর্য্যময়ী মানবকুল ঈশ্বরী; রাজপ্রাসাদে পতির সৌভাগ্যে সৌভাগ্যা-ন্বিতা ভারত-সম্রাজ্ঞী হইয়াও মুগ্ধস্বভাবা রমণী এবং বিনা অপরাধে বাল্মীকির আশ্রমপদে নির্ম্মমরূপে পরিত্যক্তা হইয়াও সন্তুষ্ট চিত্ত কঠোর ব্রতধারিণী তপস্বিনী। পঞ্চবটী অবস্থান সময়ে সীতার চরিত্রমাধুর্য্য সম্যকরূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। তথায় তিনি যেরূপ সুন্দর স্বাভাবিক সরলতা সহকারে বাস করিতেন, যেরূপ স্বভাব-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া হৃদয়ের আনন্দ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেন, তাহা অতি মনোহর। তাঁহার তদানীন্তন জীবন পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, যে আজন্ম কাননে বর্দ্ধিতা মুগ্ধস্বভাবা কোন তাপস-

তনয়ার জীবন কাহিনী পাঠ করিতেছি। মনুষ্যালয়ে বিবিধ উত্তেজনার মধ্যে বাস করিয়া অনেক সময় সুন্দর রমণীপ্রকৃতিকে বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সীতার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান গৌরব এই, যে আজন্ম রাজকুলে অতুল ধন সম্পদের ক্রোড়ে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও স্বভাব-বর্দ্ধিতা সুস্নিগ্ধ-কান্তি লতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের নিত্য নবীন মাধুরী, প্রাণবিমুগ্ধ করে।

পঞ্চবটী বনস্থলী স্বভাব সৌন্দর্য্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। তাহা ভীম ও মধুর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন ভূমি। কোথাও নিবিড় অরণ্য, তথায় চির হরিৎপত্র শোভিত সরল তাল তরু শ্রেণী উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান; কোথাও ঘননিবিষ্টপত্র বনস্পতি-রাজি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখাবাহু বিস্তার করিয়া আছে এবং নবীন কিশলয়যুক্তা পুষ্পাভরণা সহর্ষা লতা সাদরে বিশাল বৃক্ষদেহকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। বিশাল বৃক্ষছায়ায় মধ্যাহ্ন রৌদ্র ক্লান্ত শয়ান মৃগদম্পতীর পার্শ্বে প্রফুল্ল মৃগ-শিশুর অবিরাম নৃত্য। অপর স্থানে ভীম-কান্তি ঘননীল পর্ব্বত তপোরত ঋষির ন্যায় নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে দিক্ পূর্ণ করিয়া বিরাজমান। শৈলদেহ ধৌত করিয়া স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী ঝর ঝর শব্দে নিম্নে অবতরণ করিতেছে; সহর্ষ শুভ্র বিহঙ্গকুল তৎপার্শ্ববর্ত্তী বেতসলতার উপর বার বার উপবেশন করিতেছে এবং তাহাদের পক্ষ সঞ্চালনে বৃন্তচ্যুত কুসুমকুল জলধারার উপর পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিতেছে। পত্রান্তরালে অদৃশ্য দেহ সুকণ্ঠবিহঙ্গ মধুর সঙ্গীত ধারায় নিস্তব্ধ পর্ব্বত ভূমি প্লাবিত করিতেছে। পঞ্চবটীর প্রান্তভাগে পুণ্য-সলিলা গোদাবরী কূল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইত এবং গোদাবরী সৈকতে ক্রীড়াশীল মরালকুল সতত তাহার শোভা বর্দ্ধন করিত।

এই মনোহর স্থানে বাস করিয়া সরলা পবিত্রপ্রাণা হৃদয়ময়ী সীতার হৃদয়-স্থিত গুণাবলী অতি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাষাবিহীন জড় প্রকৃতির, মানব মনের উপর, অতি আশ্চর্য্য প্রভাব! ইহার প্রভাবে রিপু-কলুষিত উত্তেজিত কঠোর মানবহৃদয়েও অনেক সময় অভূতপূর্ব্ব উন্নত ভাবের আবির্ভাব হয়। সুতরাং এইরূপ মধুর স্বভাব-সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া দেবরের অকৃত্রিম প্রীতিপূর্ণ পরিচর্য্যায় ও পতির গভীর অনুরাগে উৎফুল্লহৃদয়া রঘুপত্নীর বিশুদ্ধহৃদয়ের রমণীয় বৃত্তিগুলি যে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। বসন্তাগমে স্নিগ্ধ মলয় পবনের মৃদু মধুর হিল্লোলে, প্রাণপ্রদ বৃষ্টিধারায় ও সুখদ রবিকিরণ সংস্পর্শে যেমন শোভনা মাধবীর সুন্দর অঙ্গে ধীরে ধীরে কোমল পল্লব ও সুগন্ধি কুসুমগুচ্ছের উদ্ভব হয়, সেইরূপ সীতার সুন্দর হৃদয়বৃত্তি গুলি পবিত্রপ্রেমে ও প্রকৃতির শুভ্র লাবণ্যের সংস্পর্শে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সীতার ভগিনীস্নেহ নবলতিকার

উপর, ভ্রাতৃস্নেহ নবতরুর উপর, পুত্রস্নেহ মৃগশিশু ও করি-শাবকের উপর। তিনি লতা ও তরুদেহে পুষ্পোদ্গম হইতে দেখিলে আনন্দে অধীর হন। মৃগ শিশু ও করিশাবককে সহস্তে নবপল্লবাগ্র আহার করাইয়া অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করেন এবং গোদাবরী সৈকতে মরাল-দম্পতীসহ ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া আত্ম-বিস্মৃতা হইয়া যান। কদম্বতরুশাখায় উপবিষ্ট ময়ূর তাঁহার করতালি ধ্বনি শুনিয়া বিহ্বলচিত্তে নৃত্য আরম্ভ করে। তিনি কখনও পতিহস্তরচিত সুগন্ধি তমাল পল্লব ভূষণে সজ্জিত হইয়া পতির আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। এমনি আশ্চর্য্য ভাবে আপনাকে প্রকৃতির মধ্যে মিশাইয়া দিয়াছিলেন যে তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিয়া লওয়া দুঃসাধ্য। স্বভাবজ পদার্থের মধ্যে মিশিয়া তাহাদের ন্যায় আড়ম্বরহীন প্রকৃত সৌন্দর্য্য লাভ করাই যেন তাঁহার সংকল্প। বনস্থলী অনন্ত স্বভাবসৌন্দর্য্যে চির শোভাময়ী; কিন্তু সে সৌন্দর্য্যের সারভূতা লাবণ্য স্বয়ং পৃথ্বী-দুহিতা সীতা। প্রকৃতিজননীর জ্যেষ্ঠা তনয়া তিনি; তিনিই সেই পবিত্র ভূমির প্রাণস্বরূপ। তাই সুন্দর ফুল, আন্দোলিতা লতা, কোমলপল্লব, মধুর কিরণ, সুকণ্ঠ বিহঙ্গ, নৃত্যশীল মৃগশিশু সকলেই তাঁহার প্রতি সোদর-স্নেহ প্রকাশ করে। কেহ সুন্দর সৌরভ আনে, কেহ কোমল বাহু প্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করে, কেহ সৌন্দর্য্যের আলোক ধরে, কেহ কলকণ্ঠে প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করে, কেহ নৃত্য করিয়া স্বাগত জানায়। যাহারই নিকটে যাইতেন, সেই কিছু প্রেমের উপহার সাদরে আনিয়া দিত। তাঁহার প্রীতিতে সকলেই তৃপ্ত।

নিষ্ঠুর লঙ্কাধিপতি যখন এই কানন জ্যোতিকে হরণকরিয়া লইয়াগেল, তখন যে শুদ্ধ রামচন্দ্রের হৃদয় অন্ধকার হইল তাহা নহে; বস্তুতঃ সমগ্র কানন ভূমির সস্মিত মুখশ্রীও যেন বিলুপ্ত হইল। এতদিনে জানকীর প্রকৃত চরিত্রপরীক্ষা উপস্থিত হইল। যে আশ্চর্য্য মানসিক তেজস্বিতায়, যে অদ্ভুত তেজোময় চরিত্রগৌরবে, তিনি নারীকুলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই অনুপম চরিত্রের মহিমাচ্ছটা এই রক্ষঃপুরেই বিকশিত হয়। এতদিন জানকী চরিত্রের সুস্নিগ্ধ মাধুর্য্যে সকলের মন বিমুগ্ধ করিয়াছেন; নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকা-পুষ্পের ন্যায় তাঁহার শুভ্রহৃদয়ের মধুর সৌরভ, দিগন্ত সুগন্ধ বিকীর্ণ করিয়াছে। কিন্তু সুনীল আকাশবক্ষে ভাসমান, অমৃত-ধারা নিষেকনিরতা নয়নানন্দদায়িনী এই কাদম্বিনী-হৃদয়ে ঈশ্বর যে অদ্ভুত জ্যোতির্ময় প্রখর তেজ নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা তখনও কেহ জানিত না; এই রক্ষপুরেই তাহার অপার্থিব আভা প্রথম বিস্ফারিত হইয়াছে, যাহা দেখিয়া জগৎ বিস্মিতনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে।

যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে দেবগণ কম্পিত, যাহার চরণতলে পৃথিবী বিলুণ্ঠিত, যাহার অবৈধ বাসনায় অগ্নিতে শত শত

কুলনারী নিরীহ মেষযূথের ন্যায় নিত্য উৎসৃষ্ট হয়, সেই মূর্ত্তিমান পাপের পুরীতে তাহার পাপ আকাঙ্ক্ষার অন্যতম বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হইবার জন্য তিনি নীত হইয়াছেন। সীতা দুর্ব্বল রমণী। তাঁহার বাহিরের বল যাহা কিছু ছিল, সকলই পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহাদের আলিঙ্গন পাশ হইতে দুরাত্মা তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে।

ঈশ্বর মানবাত্মায় যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা যে জগতের সকল শক্তি হইতে বলবতী, সেই শক্তি প্রভাবে মানব যে সকল শক্তির প্রতিকূলে আপনার উন্নত গৌরব অব্যাহত রাখিতে পারেন, কবি এই ঘটনা দ্বারা তাহা উজ্জ্বলরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

দৈহিক বলহীনা সীতা সম্পূর্ণ সহায়শূন্য অবস্থায় রক্ষোগৃহে বন্দিনী। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস ঐহিক সকল শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া তাঁহার পবিত্রতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। কিন্তু বৈদেহীর হৃদয়ে ঈশ্বর যে শক্তি নিহিত করিয়াছেন, তাহা দেবতেজ; স্থূলনেত্রে অদৃশ্য হইলেও উহা বিদ্যুতের ন্যায় প্রখর ও নিমেষে সর্ব্বপাপ-ধ্বংসক্ষম। এই অলৌকিক তেজোমণ্ডিতা বলিয়াই তিনি এইরূপ বিপদসংকুল অবস্থায় পতিত হইয়াও বিপদে অজেয়া, ভয়ে অসঙ্কুচিতা, আপনার চিত্তগৌরবে সুদৃঢ় সংস্থাপিতা এবং স্থৈর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে মহামহিমাময়ী রমণীসাম্রাজ্ঞী। এই অদ্ভুত জ্যোতি দর্শনে দশানন তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। বাহুবলদৃপ্ত পাপাসুর ধর্ম্মের উন্নত সিংহাসনে আসীনা পবিত্রতার শুভ্রপরিচ্ছদপরিহিতা উজ্জ্বল কিরিটধারিণী রমণীকুল-রাজ্ঞীকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিল না। ধর্ম্মের জয় হইল।

অলীক লোকাপবাদে ভগ্নহৃদয় পতি কর্ত্তৃক অতি দুঃসময়ে পরিত্যক্তা হইয়াও অপরিমিত স্নেহশালিনীর অপার প্রেম ক্ষণকালের জন্য পতিহইতে অপসারিত হইল না। রসনা হইতে একটী অসন্তোষব্যঞ্জক বাণী বাহির হইল না। ক্লেশে প্রাণ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, অথচ আহতকারীর প্রতি নিমেষের জন্য বিরক্তি ভাব নাই। এমনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা! এমনি অদ্ভুত প্রেমময় হৃদয়! লক্ষ্মণের নিকট সাভিমান উক্তি কি মনোহর!

বাচ্যস্ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদ শ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য॥

যে বিখ্যাত কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে রামের এত দাঢ্য, আমার প্রতি অন্যায়াচরণ দ্বারা সেই রঘুকুলের ন্যায়পরতাকে কি খর্ব্ব করা হইতেছে না? বিনা অপরাধে পরিত্যক্তা রমণীর সীমাতিক্রান্ত লোকানুরঞ্জণ-স্পৃহ স্বামীর প্রতি হৃদয়ের এই ভাব কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়! তৎপরেই,

কল্যাণবুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাক বিস্ফূর্জ্জথুর প্রসহ্যঃ॥

যেন হৃদয়ের আবেগে তীব্র কথা বলিয়া ফেলিলেন বলিয়া অনুতপ্তচিত্তে

তাহা আবার সংশোধন করিয়া লইলেন। কি অবিচলিত গাঢ় অনুরাগ ও সানুরাগ বিশ্বাস! পতি যে তাঁহার প্রতি যথেচ্ছ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিয়াও সাধ্বীর অন্তরে এ কথা একবারও উদয় হইল না। চিরজীবন এমন প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে রাম-হৃদয় পাঠ করিয়াছেন, যে সুনিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে তাঁহার পক্ষে আমার প্রতি অপ্রিয় আচরণ করা একেবারে অসম্ভব। এই যে ক্লেশ পাইতেছি, ইহাতে তাঁহার কোন ত্রুটি নাই; ইহা আমারই জন্মান্তরার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল মাত্র। তাহা না হইলে যিনি আমার প্রতি চিরকল্যাণময়, তাঁহার অন্তরে সহসা এই ভ্রান্তবুদ্ধি উপস্থিত হইল কেন? এই কথা ভিন্ন পতিপ্রাণার বিশুদ্ধ হৃদয়ে অন্য কোন ভাব মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হইল না। এমন আশ্চর্য্যরূপে পতির হৃদয়ের সঙ্গে আপন হৃদয়,কে মিলাইতে পারিয়াছে? স্বামীর হৃদয়ের গূঢ় কথা এমন করিয়া অক্ষরে অক্ষরে আর কে পড়িতে পারিয়াছে? সুগন্ধি কুসুমযুক্তা প্রফুল্ল-লাবণ্য মাধবীর ও হরিৎ পত্রশোভিত উন্নত দেবদারুর শাখায় শাখায় জড়িত যুগল মূর্ত্তি অতৃপ্তনয়নে অনেক বার দর্শন করিয়াছি, কিন্তু আত্মায় আত্মায় জড়িত মানব জীবনের এমন হৃদয়মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। পৃথিবীতে এ দৃশ্য সম্ভবে না, স্বর্গে দেবসমাজে ইহার অনুরূপ ছবি আছে কি?

বিদায় সময় লক্ষ্মণকে বলিয়া দিলেন,

> সাহং তপঃ সূর্য্য নিবিষ্ট দৃষ্টিঃ
> উর্দ্ধং প্রসূতেশ্চরিতুং যতিষ্যে।
> ভূয়ো যথা মে জননান্তরেঽপি
> ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগঃ॥

"জন্মান্তরে তুমিই যেন আমার ভর্ত্তা হও, কিন্তু তখন যেন বিচ্ছেদ না ঘটে।" এই কথা গুলির প্রতি অক্ষরে কি অলৌকিক মৃত্যুঞ্জয় প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। দ্বাদশ বর্ষান্তর রামচন্দ্র সর্ব্বসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধতার পুনরায় পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নি পরীক্ষা নহে—শপথ। শান্ত সন্ধ্যার সায়ন্তন শ্রীর ন্যায় গাম্ভীর্য্যের অপরিস্ফুট আভা চারি দিকে বিকীর্ণ করিতে করিতে কাষায়পরিহিতা কঠোর তপস্যায় কঙ্কালমাত্র পর্য্যবসিতা রঘুকুলমহিষী সেই বিপুল সভাতলে পৌরজনবর্গ, জানপদগণ, বীরমণ্ডলী ও ঋষিকুল সমক্ষে মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক নীত হইলেন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর তপশ্চর্য্যায় ও কঠোর মানসিক ক্লেশে তাঁহার শরীরের পূর্ব্বলাবণ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু গোধূলি ধূসরিত-আকাশদেহে সূর্য্যের আরক্তিম শেষ ছটার ন্যায় উন্নত আত্মার গৌরবচ্ছটা তপঃশুষ্ক দেহযষ্টিতে আশ্চর্য্য মহিমা বিকাশ করিতেছে। তিনি ধীর ও গম্ভীর পাদবিক্ষেপে সভাগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক ধরণীতলে দৃষ্টি বিন্যস্ত করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। রামচন্দ্র কহিলেন "সীতে! এই সভামধ্যে তোমার বিশুদ্ধতা শপথ গ্রহণ করিয়া প্রমাণ কর।" আবার শপথ! পতিমুখের এই বাণী শাণিত ক্ষুরধারের

ন্যায় তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। ধর্ম্মের অটল ভিত্তির উপর যিনি চির জীবন সুদৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান; বাল্যাবধি যাহার অন্তরে পার্থিব কলুষ, রেখা মাত্র পাত করিতে পারে নাই; উন্নতচেতা, সত্যব্রত, মানবকুল-গৌরব পতিতে যাঁহার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি পর্য্যবসিত; বিবাহ অবধি পতিহিত চিন্তাই যাঁহার জীবনের অবলম্বন, তাঁহাকে আবার শপথ গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিতে হইবে। তাঁহার সমস্ত জীবন কি একাগ্র পতি-নিষ্ঠার উজ্জ্বল নিদর্শন নহে? যিনি তরুণ বয়স হইতে বিবিধ ক্লেশ ও মনস্তাপ জননী ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার আজন্মবিশুদ্ধ হৃদয়ে সংসারের এই নিদারুণ অত্যাচার আর সহিল না, তীব্র আত্মগ্লানি ও লজ্জায় তিনি ম্রিয়মাণ হইলেন, কিন্তু হৃদয়ের সে গভীর সন্তাপ, রুদ্ধমুখ পাকপাত্রের অন্তর্দাহের ন্যায় মর্ম্মের গভীর প্রদেশে নিহিত রহিল, বাক্যে সে জ্বালা উৎগীর্ণ হইবার নহে, বাহ্য লক্ষণে সে অগ্নি প্রকাশিত হইবার নহে। তিনি নীরবে বাল্মীকি শিষ্যাহৃত পবিত্র বারি দ্বারা আচমন পূর্ব্বক ধীর ও অবিকম্পিত কণ্ঠে জননী ধরণীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন :—

যথাহং রাঘবাদন্য মনসাপি ন চিন্তয়ে,
তথামে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে,
তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরংনচ
তথা মে মাধবি দেবি বিবরং দাতুমর্হসি।

ক্লিষ্টহৃদয়া পৃথ্বী দুহিতা, এইরূপে দেবী ধরণীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সহসা ধরণী বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং প্রদীপ্ত সিংহাসনারূঢ় দেবী বসুন্ধরা আবির্ভূতা হইয়া বাহুবেষ্টন পূর্ব্বক পুণ্যময়ী দুহিতাকে গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

দময়ন্তীকে সীতার ন্যায় জীবনের বিবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়া উন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিতে হয় নাই বটে, কিন্তু মানসিক দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও আত্ম-বিস্মৃত প্রেমে তিনিও প্রথম শ্রেণীর রমণীকুলের মধ্যে আসন পাইবার অধি-কারিণী। যদিও অন্য প্রমুখাৎ গুণ-গ্রামের পরিচয় পাইয়া নলের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার হওয়া কিয়ৎ পরিমাণে অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি স্বয়ম্বর সভায় সমাগত দেবকুলকে অতিক্রমপূর্ব্বক নলকে স্বামিত্বে বরণ করিয়া তিনি আশ্চর্য্য সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অক্ষক্রীড়ায় স্বামী রাজ্যহারা হইলে তিনিও তাঁহার সহিত বনবাসিনী হইয়াছিলেন এবং পবিত্রতার তেজে দুরাচার ব্যাধের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাদের উভয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য দর্শনে অনুমান হয়, মহাভারতকার সীতা চরি-ত্রের অনুকরণে দময়ন্তীকে গঠন করি-

য়াছিলেন। উভয়েই তুল্যরূপ মানসিক তেজস্বিতা ও হৃদয়ের বলের অধিকারিণী। উপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে এক জনের চরিত্র সুন্দররূপে প্রদীপ্ত, এবং তাহার অভাবে অপরের কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্প্রভ। সীতা বাল্যাবধি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন, কাননে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যেও তদপেক্ষা সুন্দরতর সরলা সংসারানভিজ্ঞা ঋষি রমণীগণের সাহচর্য্যের উন্নত প্রভাবে, তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ সংপ্রসারণ হইয়াছিল, রাজগৃহের জটিল রীতিজালে পরিবেষ্টিতা, অবরোধবাসিনী ভীমতনয়ার সেরূপ হয় নাই। এই স্থানেই উভয়ের প্রভেদ। নতুবা যে সকল উন্নত গুণাবলী দ্বারা রমণী মানব সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও রমণীচরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন, তাহা এই উভয় চরিত্রেই সমভাবে বিদ্যমান।

জাতীয় মহা সমিতি।

ওই দেখ চেয়ে মহা সম্মিলন !
এ দৃশ্য জগৎ দেখেছ কখন ?
কি বিরাট সভা ! যত ভাবি, মন—
স্তম্ভিত অবাক—বিস্ময়ে মগন !
কি জানি কি ব্রত উদ্‌যাপনে আজ,
হিন্দু মুসলমান পারস ইংরাজ—
করেছে এ মহা যজ্ঞ আয়োজন,
সুদূর হইতে প্রতিনিধিগণ—
তাই সমাগত, অদ্ভুত ব্যাপার,
এ হেন ঘটনা কে দেখেছে আর ?
কে জানিত আজি বোম্বাই মান্দ্রাজী
বাঙ্গালী বিহারী উড়িয়া পাঞ্জাবী
মাতি মহোৎসবে—বিংশ কোটি প্রাণ
উড়াবে ভারতে বিজয় নিশান ?
ছাড়ি সিংহনাদ—কাঁপায়ে ধরণী
ঘোষিবে জগতে—দিবস রজনী,
মোহনিদ্রা ভাঙ্গি—ভারত সন্তান
জাগিয়াছে সবে—এবে একপ্রাণ।
স্বার্থ-সুখ ভুলি—মিলিত সকল
চেয়ে দেখ—কিবা একতার বল,
এখনো বলিবে এ সব খেলা ?
ভারতের জয়—ভারতের জয়
জাহ্নবী যমুনা বিন্ধ্য হিমালয়
গাইছে সকলে—তরুলতা বন,
রবি শশী তারা—অসীম গগন
অনন্ত স্বরেতে ধরি এক তান ;
বিমোহিত বিশ্ব—শুনিয়ে সে গান,
গভীর গহন—পর্ব্বত গুহায়
প্রতিধ্বনি তার ওই শুনা যায়।
ভেরীর আওয়াজ বাজিতেছে কাণে,
মাতায়ে তুলিছে অচেতন প্রাণে !
এ অধম জাতি জগতে আবার
কে জানিত প্রভা করিবে বিস্তার ?
পূর্ব্ব স্মৃতি সব জাগাইয়ে তারা
দেশহিত ব্রতে হবে আত্মহারা,
নূতন জীবন পাইয়ে সকলে

ধন্য হবে পুনঃ এই ধরাতলে।
এখনো বলিবি এ সব খেলা ?

কি মহাপ্রাণতা, ওই দেখ চেয়ে
'হিউম' সুমতি কিসে মত্ত হয়ে—
স্বাস্থ্য সুখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
খাটিছে নিয়ত করি প্রাণপণ ?
রাশি রাশি অর্থ ঢালি অকাতরে
সর্ব্বস্বান্ত আজ ভারতের তরে,
উৎসাহ শোণিত শিরায় শিরায়
বহিতেছে তাই বার্দ্ধক্য দশায়
দেখিতেছি মোরা তেজস্বী কেমন,
ভারত সুহৃদ হবে কি এমন ?
কি সূত্র হিউম সুদৃঢ় বন্ধনে
আবদ্ধ হইলা আমাদের সনে ?
'হিউম' মোদের, আমরা তাঁহার,
পর সে ভাবিতে পারি কিরে আর
এখনো বলিবি এসব খেলা ?

'ওয়েডারবার্ণ—কি মহত্ব তাঁর,
প্রজার মঙ্গল মূল মন্ত্র সার।
নিঃস্বার্থ উদার—গম্ভীরপ্রকৃতি,
জাতীয় সভায় তিনি সভাপতি,
দুর্ম্মতি যাহারা নীচ স্বার্থপর
সংকীর্ণ হৃদয়—কুটিল অন্তর
উদার নীতির—মহা অন্তরায়
মহত্তের কুৎসা অপযশ গায়,
কুৎসিত জঘন্য—অশিষ্ট আচার
করিছে নিয়ত ভারতে প্রচার ;
তাহারাই তার মহাশত্রু সব,
অযথা কলঙ্ক তুলি জনরব
সমিতি গৌরব বিনাশিতে চায়,
মিছামিছি তার দুর্নাম রটায়।
শুভকার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে রত,
ব্যবহার ঘোর পাষণ্ডের মত।
ওই দেখ চেয়ে শত শত ভাই
এ্যধিমন্ত্রে আজ দীক্ষিত সবাই,
উৎসাহে মাতিয়ে স্বার্থ পায় ঠেলে
কি জানি কি ভাবে উন্মত্ত সকলে !
রাশীকৃত অর্থ করিছে সঞ্চয়,
দেখিয়া জগৎ মানিছে বিস্ময়,
শুনিতে অবাক্ দর্শক মণ্ডলী
সংশয় নিরাশা কোথা গেছে চলি !
এখনো বলিবি এ সব খেলা ?

লঙ্ঘিয়ে জলধি ইংরেজ কেশরী,
উদার নীতির জাগ্রত প্রহরী,
এসেছেন ওই জাগাইতে সবে,
এখনো ভারত ঘুমাইয়ে রবে ?
হিমালয় হতে কুমারিকা পার
সমস্ত ভারত করি তোলপাড়
মাতায়ে তুলিছে একাসে ব্রাডলা ;
দিছে করতালি পরাইছে মালা,
ভাবে গদ গদ ভারত সন্তান—
ভকতি ভরেতে করিছে প্রণাম।
করি গুণ গান কৃতার্থ সকলে,
তুমিহে ব্রাডলা ধন্য ধরাতলে,
কি দিয়ে মিটাবে মনের সাধ ?
বাহু তুলি সবে করে আশীর্ব্বাদ !
মনের আবেগ সম্বরিতে নারি
ছুটিছে সবেগে দু'বাহু পসারি !
দিবে আলিঙ্গন—বড় আকিঞ্চন
আনন্দে বিহ্বল—পুলকিত মন !
এখনো বলিবি এসব খেলা ?

রত্নগর্ভা মাতা এক দিন ছিল,
আবার কি তবে সে দিন আসিল?
দ্বিসহস্র সুত—কিবা সুশিক্ষিত
দেশহিত-ব্রতে সকলে দীক্ষিত।
পাশ্চাত্য আলোকে আলোকিত মন,
ভারত মাতার উজ্জ্বল রতন!
নাহি দ্বেষ হিংসা;—বিদ্বেষ-অনল—
নিভিয়াছে, সুখ শান্তি অবিরল।
গলাগলি আজ হিন্দু মুসলমান!
কিসে হ'ল তারা এত ভাগ্যবান?
রাজ্যের কুশল—প্রজার মঙ্গল
সভার উদ্দেশ্য—সাধিছে কেবল।
নাহি স্বার্থলেশ—অভিসন্ধি নাই,
দেশের মঙ্গলে মিলিত সবাই।
এখনো বলিবি এসব খেলা?

কে রোধে এ গতি—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে—বাধা বিঘ্ন শত
অতিক্রম করি,—ধ্রুব সুনিশ্চয়
সময়ের গতি রোধিবার নয়।
আসুক প্রলয়—পর্ব্বত পাহাড়
ফেলুক উপাড়ি—হ'ক চূরমার!
চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়ুক ভূতলে
যা'ক সৃষ্টি নাশ—যা'ক রসাতলে!
তথাপি এ স্রোত আসিবে না আর
রোধিবে যে—হেন সাধ্য আছে কার
তর্জ্জন গর্জ্জন বিভীষিকা-ভয়
দেখালে কি হবে?—ভারত নির্ভয়!
এক সূত্রে বাঁধা বিংশকোটী প্রাণ—
বদ্ধ পরিকার,—দেশের কল্যাণ
সাধিবে নিশ্চয়,—যাচি অনিবার
আরত্ত করিবে স্বত্ব—অধিকার?
তাই সংগঠন জাতীয় সমিতি,
তাই শতকণ্ঠে ভারতের গীতি—
গাইছে সকলে,—কিবা সুলক্ষণ—
অবশ্য ফলিবে আশার স্বপন!
এখনো বলিবি এসব খেলা?

ধন্য ধন্য আজ 'জাতীয় সমিতি'
ধন্য সে ব্রাডলা—ধন্য সভাপতি!
ধন্য সে 'হিউম'—ধন্য সে 'নর্টন'
ধন্য ধন্য আজ প্রতিনিধিগণ!
জয় 'ভিক্টোরিয়া'—জয় 'গ্লাডষ্টোন'
জয় 'যুবরাজ'—জয় প্রজাগণ!
ওই দেখ চেয়ে—সৌভাগ্য-তপন
উদিছে পূরবে প্রকাশি ভুবন।
বিলাইছে কর লক্ষলক্ষ নরে
অজ্ঞান আঁধার পলাইছে ডরে!
নূতন আলোক পাইয়ে সকলে
জাগিয়া উঠিছে দলে দলে দলে।
মৃতদেহে পুনঃ সঞ্চারিছে প্রাণ,
নব বলে বলী ভারত-সন্তান।
সবে একপ্রাণ অভিন্নহৃদয়,
ভারত ভবিষ্য—কে করে সংশয়?
এখনো বলিবি এসব খেলা?

জাহ্নবী যমুনা বিন্ধ্য হিমাচল
রবি শশী তারা গ্রহ ভূমণ্ডল,
তরুলতা ফুল বন উপবন
নদ নদী গিরি জীব জন্তুগণ,
থেক না নীরবে—গাও আজ সবে

ভারতের জয়—গাহিয়ে গৌরবে;
কোটি কণ্ঠ মিলে ধর একতান—

'দুখ অমানিশা হল অবসান,
সুদিন ভায়তে আসিছে ওই ॥'

বরাহনগর মহিলাশ্রম।

(প্রাপ্ত)

বোম্বাই নগরের প্রসিদ্ধা রমাবাই স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শারদাশ্রম নামক যে আশ্রম খুলিয়াছেন, তাহা দেশ বিদেশে অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু শারদাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহ নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও শিল্পাদি শিক্ষার জন্য যে বোর্ডিং স্কুল হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি সাধারণে অবগত নহেন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিনা আড়ম্বরে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া প্রথমে সকলে ইহার বিষয় জানিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে আজ চারি বৎসর এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিতেছে। বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে শিক্ষালাভ করিয়া আমাদের দেশীয় বালিকা বিদ্যালয় সমূহের উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন, এই বিদ্যালয়ের ইহা প্রথম উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের অন্তঃপুরিকাগণের ও বালিকাগণের শিক্ষার ভার অনেক পরিমাণে খৃষ্টান মিশনারিগণের হস্তে রহিয়াছে। কখন কখন দেখা যায় যে এরূপ শিক্ষায় সুফল না হইয়া কুফল উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত কলিকাতাস্থ অনেক ভদ্রলোক আপন আপন বাড়ীর পরিবারদিগকে এই খৃষ্টান মিশনারি স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা শিক্ষাদান করিতে বিরত হইয়াছেন। এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষয়িত্রী রূপে শিক্ষিতা হইলে উক্ত অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে ইহার একটী বয়স্কা ছাত্রী গয়া বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন।

আজ ২৫ বৎসর হইল বরাহনগর গ্রামে শশী বাবুর যত্নে যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এই বোর্ডিং স্কুল তাহার শাখা মাত্র। এই বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সেলাই, রন্ধন ও গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে স্ত্রীলোকেরা সুশিক্ষিতা হইয়া সুশৃঙ্খলরূপে গৃহকর্ম্মাদি করিতে পারেন, তাহা এইবিদ্যালয়ের অপর একটী উদ্দেশ্য। সুপ্রসিদ্ধা দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এই বিদ্যালয়ে রন্ধনাদি শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

বোর্ডিংয়ে বর্ত্তমান ছাত্রীর সংখ্যা ২১ জন, তন্মধ্যে ১০ জন বিধবা। এখানে বিধবা-

দিগকে শিক্ষয়িত্রী করিবার চেষ্টা হই-তেছে। অসমর্থ বিধবাগণ এখানে বিনা ব্যয়ে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন কর্তৃপক্ষগণ এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দেশের মধ্যে বিধবাগণ যদি বালিকাগণের শিক্ষাভার গ্রহণ করি-বার উপযুক্ত হন, তাহার তুল্য সুখের বিষয় আর নাই। বোর্ডিংয়ের নিয়ম এই ইহাতে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক ছাত্রীর শিক্ষা ও আহার প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১০ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। ঐ টাকার মধ্যে ছাত্রী-গণ বস্ত্রও পাইয়া থাকেন। কেবল পীড়ার ব্যয় অভিভাবককে স্বতন্ত্র দিতে হয়।

মফস্বলে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অভিভাবকগণ অনেক সময় বড় কষ্ট পাইয়া থাকেন। অনেকে বালিকাদিগকে কলিকাতায় রাখিয়া শিক্ষা দিবার ভার বহন করিতে সমর্থ হন না। অনেকে আবার কলিকাতাস্থ স্ত্রী-বিদ্যালয় সমূহের বোর্ডিংয়ে যেরূপ বিদেশীয় ভাবে বালি-কাগণ অবস্থিতি করে, তাহা মনোনীত করেন না। বরাহনগর মহিলাশ্রমে দেশীয় ভাবে অল্প ব্যয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা বালিকা ও মহিলাগণ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুল সমূহের ইন-স্পেক্টরগণ এই মন্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন যে বালকদিগের বিদ্যালয়ে সমশ্রেণীস্থ বালকগণের তুলনায় এখানকার বালিকা-গণ লেখা পড়ায় অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শী। বালিকাদিগের শিক্ষার ব্যব-স্থার অভাবই তাহাদের অনুন্নতির কারণ। এই বোর্ডিং বিদ্যালয়ের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অভাব সকল দূর হইতেছে সন্দেহ নাই।

বরাহনগর মহিলাশ্রমে যাঁহারা হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূজা অর্চনা ও ভোজ-নাদি করেন, এরূপ বিধবা ও অন্য ছাত্রী-গণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসমতে চলিতে পারেন, কর্তৃপক্ষ তাহার সুবিধা করি-য়াছেন এবং কোন কোন ছাত্রী এইভাবে বোর্ডিংয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

বোর্ডিং বলিলে কতকগুলি শুষ্ক নিয়ম ও কঠোরতা মনে হয়। কিন্তু এখানে সেরূপ কঠোরতা কিছু নাই, সুনিয়ম আছে অথচ যাহাতে ছাত্রীগণ পারিবারিক শান্তিতে এখানে সুখে অবস্থিতি করিতে পারেন—শশীবাবু ও তাঁহার পত্নী তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল। গৃহ ও পিতামাতা প্রভৃ-তির স্নেহহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও ছাত্রীগণ এখানে মনের সুখে অবস্থিতি করেন।

দেশের যে অবস্থা তাহাতে বিদ্যা-লয়টী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হইয়া এদেশের মহিলাবর্গের কল্যাণ সাধন করিতে পারে ইহা প্রার্থ-নীয়। কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে অদ্যাপি সেরূপ কোন স্থায়ী বন্দোবস্ত হয় নাই। যদিও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সুহৃদয় মহাত্মা ও দয়াবতী মহিলা ইহার সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি

ইহাতে সাধারণের দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা অল্প। এখন সর্ব্ব সাধারণ ইহার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করেন, এই মাত্র অনুরোধ।

চরিত্র।

(৩০০ সংখ্যা—২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

মানুষের চরিত্র হীনতার মূল অনুসন্ধান করিলে (প্রায়ই) তিনটী কারণ অনুভূত হয়। প্রথম, নীতিবিহীন শিক্ষা লাভ, দ্বিতীয় মানসিক অলসতা, তৃতীয় কুসংসর্গ। নীতি (ধর্ম্মনীতি) বিহীন শিক্ষা লাভ করিতে করিতে মানব চরিত্রের মহত্ব ভুলিয়া যায়; হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, প্রভৃতি লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে মানবের মাথা ঘুরিয়া যায়। কাহারও বা বুদ্ধি কিংবা শিক্ষাতে তত খানিও হইয়া উঠে না। বাল্য কালে পড়া হইল "সত্য কথা কহিবে" "চুরী করা বড় দোষ" পিতা মাতা বানান ধরিয়া, শিক্ষক অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া বিদ্যার্থীকে অব্যাহতি দিলেন, কিন্তু কথায় কাযে এক হইল কি না, পুস্তকপ্রাপ্ত উপদেশ চরিত্রে পরিণত হইল কিনা, সে দিকে কেহই দৃষ্টি রাখিলেন না। পুত্রকন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিলেই মাতা পিতা রক্ষা পান, কিন্তু লেখাপড়ার উপরের যে জিনিস, কই তাহার জন্য তো তাঁহাদিগকে অধিক লালায়িত দেখা যায় না। আমাদের ভক্তিভাজন কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়াছেন "সন্তান যদি মূর্খ হইয়া সৎ হয়, তাহাও ভাল" এই কথাটীর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সকল পিতা মাতারই উচিত। প্রায়ই দেখা যায় বাল্য কালের শিক্ষা ও অভ্যাস, পরিণত হইয়া চরিত্র হইয়া থাকে।

মনের অলসতা চরিত্র হানি করিবার দ্বিতীয় কারণ। যাহার মন সচ্চিন্তাশূন্য, যে নিজের মনকে এই বিশাল জগতের কোনও কায করাইতে চাহে না, তাহার মনই পাপের খনি। মানুষের মনের শক্তি অনন্ত। মনকে যত বাড়াইবে, তত বাড়িবে। বাড়িতে না দাও, তোমার মন পাপের বোঝা মাথায় করিয়া এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে থাকিবে। যে সর্ব্বদ মহাত্মা পরের জন্যে ধন মান প্রাণ প্রভৃতি অকাতরে দান করেন, তাঁহারাও যে মনুষ, যে ক্ষুদ্রপ্রাণ জেলে পচিতেছে, নির্ব্বাসন বা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা যাহার জন্যে প্রস্তুত হইতেছে সেও সেই মনুষ্য !! তবে এ স্বর্গ নরক প্রভেদ কেন? এক জনের মন সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে, আর এক জনের মন নেশার ঝোঁকে ঘুমাইতেছে, এক জনের মন জগতের জন্যে আত্ম বলি দিয়াছে, আর এক জনের মন আপনার জন্যে জগৎ বলি দিয়াছে; তাই এক জন নরদেবতা বুদ্ধদেব, আর এক জন নরপিশাচ তৈমুরলঙ্গ। উদ্যানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া না দিলে সেখানে কাঁটাবন হয়, পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে